দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

বলিষ্ঠ ভারত গঠনে বড় ভূমিকা নিতে পারেন অনাবাসী ভারতীয়রা
— পৃঃ ১৪

প্রাচীন ভারত জাতিপ্রথাকে ন্যায়সঙ্গত মনে করেনি, জাতিভিত্তিক বৈষম্য তুলনামূলকভাবে এক আধুনিক বিষয়
— পৃঃ ২৭

৬৮ বর্ষ, ২২ সংখ্যা।। ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬।। ২ ফাল্গুন - ১৪২২।। যুগাব্দ ৫১১৭।। website : www.eswastika.com ।।

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৮ বর্ষ ২২ সংখ্যা, ২ ফাল্গুন, ১৪২২ বঙ্গাব্দ

১৫ ফেব্রুয়ারি - ২০১৬, যুগাব্দ - ৫১১৭,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৯

আদর্শহীন রাজনৈতিক জোট শুধুমাত্র আত্মরক্ষার তাগিদে ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ১০

খোলা চিঠি : অপরিণত ছেলেটা নিয়ে বড় কষ্টে মা সোনিয়া ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ১১

তোষণ নীতির অপর নাম মমতা ব্যানার্জী ▯ অনসূয়া চন্দ্র ▯ ১২

বলিষ্ঠ ভারত গঠনে বড় ভূমিকা নিতে পারেন অনাবাসী ভারতীয়রা ▯ দিব্যজ্যোতি চৌধুরী ▯ ১৪

বিভিন্ন দেশে অনাবাসী ভারতীয় ▯ ১৮

আর কতদিন সহিষ্ণু থাকব? ▯ শান্তিরঞ্জন দাস ▯ ২০

ইড়া ভারতী সরস্বতী ▯ ড. গৌতম পাল ▯ ২১

হিন্দু কাদের বলে? হিন্দুদের সংজ্ঞা কী? ▯ রবীন সেনগুপ্ত ▯ ২৩

প্রাচীন ভারত জাতিপ্রথাকে ন্যায়সঙ্গত মনে করেনি, জাতিভিত্তিক বৈষম্য তুলনামূলকভাবে এক আধুনিক বিষয় ▯ অমিষ ▯ ২৭

পরিবেশ দূষণ : মুক্তি পেতে কাজ চলছে ঢিমেতালে ▯ ড. অভিজিৎ মুখার্জী ▯ ২৯

মৃত্যুদণ্ড ছাড়া অপরাধ দমন সম্ভব নয় ▯ অশোক কুমার ঠাকুর ▯ ৩০

মন্দির নগরী মুসলমান দেশে ▯ অমরকৃষ্ণ ভদ্র ▯ ৩১

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯ ▯ নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ ▯ অঙ্গনা : ২৬ ▯ অন্যরকম : ৩৩ ▯ সমাবেশ-সমাচার : ৩৬-৩৮ ▯ খেলার জগৎ : ৩৯ ▯ শব্দরূপ : ৪০ ▯ চিত্রকথা : ৪১

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

আর এস এস সরকার্যবাহ সুরেশ যোশীর সাক্ষাৎকার

সম্প্রতি আর এস এসের সরকার্যবাহ (জেনারেল সেক্রেটারি) সুরেশ যোশী (ভাইয়াজী) কলকাতা ঘুরে গেলেন। তাঁর সঙ্গে স্বস্তিকা-র প্রতিনিধি এক সাক্ষাৎকারে মিলিত হন। ভাইয়াজীর সেই একান্ত সাক্ষাৎকারটি এবারের বিষয়।

দাম একই থাকছে ১০ টাকা।। সত্বর কপি বুক করুন।।

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

স্বস্তিকা

পড়ুন ও পড়ান

প্রতি কপি ৪ টাকা
বার্ষিক গ্রাহকমূল্য
৪০০ টাকা

গ্রাহক হোন
গ্রাহক করুন

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®
সর্ষে পাউডার

SUNRISE® PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

ধর্মীয় না রাষ্ট্রীয় আইন?

অবশেষে ঝুলি হইতে বিড়াল বাহির হইল। ধর্মনিরপেক্ষতার দোহাই দিয়া ভোটের লোভে কোনো একটি সম্প্রদায়কে তোষণ করিলে তাহার পরিণাম যে কী হইতে পারে তাহা যত দিন যাইতেছে ততই প্রকটিত হইতেছে। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টে মুসলমান মহিলাদের সাম্যের অধিকার লইয়া বিচার চলিতেছে। এই বিচারের প্রেক্ষাপটে মুসলমানদের একটি সংগঠন জমিয়তে উলেমা ই হিন্দ সুপ্রিম কোর্টে দাবি তুলিয়াছে, মুসলমান ব্যক্তিগত আইন কোরাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সুপ্রিম কোর্ট এই আইন লইয়া কোনো প্রশ্ন তুলিতে পারে না। এই সংগঠনের স্পষ্ট বক্তব্য, মুসলমান মহিলাদের বিবাহ এবং বিবাহ হইতে বিচ্ছেদ সংক্রান্ত অধিকার লইয়া সুপ্রিম কোর্ট কোনো সিদ্ধান্ত লইতে পারে না কারণ কোরাণের নির্দেশ হইতেই নাকি তৈরি হইয়াছে মুসলমানদের ব্যক্তিগত আইন। তাই এই আইন কোনো আইন বা আদালতের বিচার্য বিষয় হইতে পারে না। সম্প্রতি এই দেশে ধরা পড়া আই এস জঙ্গিদের জেরা করিয়া জানা গিয়াছে ভারতবর্ষের শরিয়ত আইন চালু করিতে তাহারা তৎপর, কোরাণের শাসন চালু করিতে প্রধান বাধা এই দেশের বিচার ব্যবস্থা এবং যাহাতে তাহাদের কোনো আস্থা নাই। উল্লেখ্য, ইরাক ইরান, সিরিয়া-সহ দেশগুলিতে শরিয়ত আইনের নামে আই এস যে আইন চালু করিয়াছে তাহা সভ্য সমাজের কলঙ্ক। ভারতেও এই ব্যবস্থা চালু করিবার সূচনা হইল কি? এখন প্রশ্ন রাষ্ট্রের নাকি ধর্মের আইন চলিবে মুসলমানদের ক্ষেত্রে? যাহারা ধর্মনিরপেক্ষতার ধুয়া তুলিয়া কেবল হিন্দুদের গাল পাড়িতে অভ্যস্ত তাহারা এখন নিশ্চুপ রহিয়াছেন। কারণ এই উপমহাদেশ-সহ সমগ্র পৃথিবীতেই মুসলিম ধর্ম সম্পর্কে কেহ বিরূপ মন্তব্য করিলে তাঁহাদের মৌলবাদি মুসলিম সংগঠন ও ব্যক্তিদের রোষের শিকার হইতে হয়। তাই হিন্দুদের বিরুদ্ধে গলাবাজি করা যত সহজ, মুসলমানদের বিরুদ্ধে নয়।

সুপ্রিম কোর্টের সম্প্রতি এক নির্দেশ হইতে জানা যাইতেছে, সংবিধানের নিশ্চয়তা থাকা সত্ত্বেও মুসলমান নারীরা প্রতিনিয়ত বৈষম্যের শিকার হইতেছেন। আজ যদিও মুসলমান মহিলাদের মধ্য হইতেই এই আইনি অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রবল হইতে প্রবলতর। অধিকাংশ মুসলমান মহিলারা বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ সংক্রান্ত প্রচলিত বিধি ব্যবস্থার পরিবর্তন চাহিতেছেন। মুসলমান মহিলাদের নানা সংগঠনগুলিও ব্যক্তিগত আইনের সংশোধনের পক্ষপাতী। কিন্তু মোল্লা মৌলবি উলেমারা তাহা চাহিতেছেন না। মুসলমান পুরুষেরাও কি এত সহজে মহিলাদের মুক্তি দিতে আগ্রহী? আসলে কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু সমাজকে বিদ্যাসাগর, রামমোহন, কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ প্রমুখ সমাজে তারা যেমন সংস্কারিত করিয়াছিলেন, আজও হিন্দুধর্মে সংস্কার প্রক্রিয়া চলিতেছে যুগের সঙ্গে তাল মিলাইয়া, কিন্তু মুসলমান সমাজে এমন ঘটনা বিরল। তাই এই আধুনিক যুগেও মুসলমান মহিলারা ক্রীতদাসীর তুল্য ভোগের সামগ্রী। শাহবানু মামলার তিন দশক পরেও মুসলমান মেয়েরা আইনের মার খাইয়া চলিয়াছেন। যুগ বদলাইয়াছে, প্রগতির দাবি অগ্রসর হইয়াছে কিন্তু শাশ্বত ধর্মবিধির নামে মুসলমান সমাজের অচলায়তন প্রবহমাণ। সাচার কমিশন মুসলমানদের জন্য অর্থনৈতিক সংস্কার, শিক্ষাগত উন্নয়ন, চাকুরির সুযোগ-সুবিধার দাবি জানাইতে পারে, কিন্তু সামাজিক ধর্মীয় কুসংস্কারের পাষাণ সরাইবে কোন কমিশন? শিক্ষিত মুসলমান সমাজও এই বিষয়ে নিশ্চুপ আর ভোট-কুণ্ঠিত ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলগুলি এই বিষয়ে বলিষ্ঠ অবস্থান গ্রহণে অপারগ। ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলি সংকীর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সিদ্ধির জন্য মুসলমান ভোট লালসায় মায়াকান্না কাঁদিতে সিদ্ধহস্ত কিন্তু মুসলমান সমাজের প্রকৃত উন্নয়নের জন্য তাহাদের তৎপরতা দেখিতে পাওয়া যায় না। মুসলমান ব্যক্তিগত আইনের নামে অনৈতিকতাকে স্বীকৃতি দিলে ভুল হইবে। আজ প্রকৃতপক্ষে প্রয়োজন সকলের জন্য এক আইন।

সুভাষিতম্

ক্ষণশঃ কণশঃ চৈব বিদ্যাং অর্থং চ সাধয়েৎ।
গৃহীত ইব কেশষু মৃত্যুনা ধর্মমাচরেৎ।।

এক এক মুহূর্তে বিদ্যা ও এক একটা কণা সংগ্রহ করে অর্থ সংগ্রহ করা উচিত। মৃত্যু চুল ধরে টানছে এটা মনে করে নিজের স্বীকৃত কার্য করা উচিত।

দিল্লী থেকে গ্রেপ্তার আই এস-এর ইসলামি ধর্মগুরু

জামাতের সাহায্যে ভারতে অস্ত্র-শস্ত্র জোগাড় করছে আই এস

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ দেশজুড়ে ধরপাকড় শুরু হতেই ক্রমে স্পষ্ট হচ্ছে এদেশে আই এস জঙ্গিরা কতদূর সক্রিয়। তদন্তে উঠে এসেছে ধৃতদের মধ্যে নাফায়েস খান নামে এক ব্যক্তি পশ্চিমবঙ্গ থেকে অস্ত্র-শস্ত্র জোগাড়ের দায়িত্বে ছিল। পশ্চিমবঙ্গকে তারা 'সেফ প্যাসেজ' হিসেবেও ব্যবহার করছিল। তদন্তে এও উঠে এসেছে যে বাংলাদেশের জামাত-উল-মুজাহিদিন থেকেও এরা সাহায্য পাচ্ছিল। দিল্লীর এক ইসলামি পণ্ডিতকে আই এস-এর চর সন্দেহে উত্তরপ্রদেশ থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সাম্প্রতিক ধরপাকড়ে মুফতি আবদুস সামি কোয়াসমি নামের এই ব্যক্তিটিই প্রথম মুসলমান ধর্মগুরু যাকে গ্রেপ্তার করা হলো জঙ্গি সন্দেহে। উত্তরপ্রদেশের হারদোই থেকে গত ৫ ফেব্রুয়ারি গ্রেপ্তার করা হয় তাকে।

ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এন আই এ) সূত্রে খবর আই এসের ভারতীয় শাখা জানুদ উল খলিফার স্বঘোষিত সর্বাধিনায়ক বা 'আমীর' মুদাব্বির মুস্তাক শেখের নির্দেশেই নাফায়েস এ রাজ্য থেকে অস্ত্র-শস্ত্র জোগাড়ের কাজ করছিল। প্রজাতন্ত্র দিবসকে কেন্দ্র করেও জঙ্গিরা বড়ো ধরনের গোলমাল পাকাতে পারে গোয়েন্দারা এই আশঙ্কা আগেই প্রকাশ করেছিলেন। বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে

নাফায়েস খান

জালনোট এবং সোনা-পাচারের রমরমা বহুদিন ধরেই রয়েছে। তাতে এখন অস্ত্র-শস্ত্র পাচারও গভীর ভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছে বলে গোয়েন্দা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। ইতিপূর্বে এই র‍্যাকেট পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতের জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদীদের শাখাগুলিতে অস্ত্র ও বিস্ফোরক জোগানের কাজে সক্রিয় ছিল।

কিছুদিন আগেই বহু টাকা পয়সা সমেত এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়। তাকে জেরা করে গোয়েন্দারা আই এস নির্দেশিত সন্ত্রাসের অর্থের উৎসের সন্ধান পেয়েছেন বলে সূত্রের দাবি। শুধু দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিস্ফোরক ও অস্ত্র-শস্ত্র পাচারই নয়, জেহাদি কর্মশালা এবং শিবিরেরও আয়োজন করা হোত বলে গোয়েন্দারা জানিয়েছেন। তাঁদের দাবি একাজে প্রতিবেশী বাংলাদেশের জামাত উল মুজাহিদিন জঙ্গি গোষ্ঠীর সাহায্য পাচ্ছে এরা। গোয়েন্দাদের হাতে একাধিক ব্যক্তি গ্রেপ্তার হওয়ায় সূত্র এসে পৌঁছেছে যে, প্রতিবেশী দেশের উগ্রপন্থীদের সঙ্গে অস্ত্র-শস্ত্র পাচারের মডিউল গড়ে তোলা হয়েছিল। গ্রেপ্তার হওয়া জঙ্গিদের মধ্যে রয়েছে মহম্মদ আলেম, মহম্মদ ওবাইদুল্লা খান, মহম্মদ শরীফ মইনুদ্দিন খান, আসিফ আলি ও নাজমুল হুদা নামে আরও পাঁচ ব্যক্তি।

অন্যদিকে এন আই এ দিল্লী থেকে যে ইসলামিক ধর্মগুরু মুফতি আবদুস সামি কোয়াসমিকে গ্রেপ্তার করেছে, তার বিরুদ্ধে আগেও 'খলিফতের সমর্থনে মুসলমান যুবকদের ভারত-বিরোধী বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে খেপিয়ে তোলা'র অভিযোগ ছিল। প্রসঙ্গত, আন্তর্জাতিক দুনিয়ার বর্তমানে সবচেয়ে মাথাব্যথার কারণ আই এস জঙ্গি সংগঠনের ঘোষিত লক্ষ্যই হলো এই 'খলিফতা' বা খলিফা তন্ত্রের গোটা বিশ্ব জুড়ে প্রচলন করা। সূত্রের খবর দিল্লীর সেলিমপুরের বাসিন্দা মুফতি দারুল-উলুম-দেওবন্দ থেকে স্নাতক হয়েছে। সে মজলিশ-ই- তাসের-ই- উম্মত নামে একটি ধর্মীয় অছি পরিষদ চালায় এবং তার একটি মাদ্রাসাও রয়েছে। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সে মূলধারায় বিদ্যালয়ে পড়াশুনো করে। তারপরে টানা আট বছর কাটায় দারুল উলুম দেওবন্দে। মৌলবাদি শিক্ষার হাতেখড়ি তার সেখানেই বলে এন আই এ-র ধারণা। এই ঘটনায় মুসলমান শিক্ষাকেন্দ্রগুলির দেশ-বিরোধী ভূমিকা আবারও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহলের বক্তব্য। এন আই এ-র তদন্তের আওতায় এখন মুফতি-র অছি পর্ষদ ও মাদ্রাসাটিও।

শতবর্ষে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ

হিন্দু সমাজের চেতনা জাগরণের কাজে স্বামী প্রণবানন্দ প্রতিষ্ঠিত ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ-র ভূমিকা সুবিদিত। সেই সঙ্ঘের শতবর্ষ উপলক্ষে স্বস্তিকা-র শ্রদ্ধাঞ্জলি— 'শতবর্ষে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ'। তথ্যসমৃদ্ধ এই সংখ্যাটি হবে সংরক্ষণযোগ্য, এই সংখ্যাটির বহুল প্রচারের জন্য আপনার কতকপি প্রয়োজন তা আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে জানান।

— ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

সংবাদ প্রতিবেদন

১ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি দেনা, দেশের ২৯টি সরকারি ব্যাঙ্ক খাতা থেকে ছেঁটে ফেলল

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ২০১৩-২০১৫ সালের অর্থবর্ষে ২৯টি সরকারি ব্যাঙ্ক অনাদায়ি ঋণের খাতে ১.১৪ লক্ষ কোটি টাকা ছেঁটে (write off) ফেলল। অর্থাৎ এই দেনাদারদের ব্যাঙ্কের চলতি খাতায় আর ঋণগ্রহীতা হিসেবে নাম থাকবে না। খবরে প্রকাশ, ২০১৩ থেকে ১৫ এই তিন বছরে যে টাকা ব্যাঙ্ক মুছে ফেলল তা বিগত ৯ বছরে ব্যাঙ্ক কখনও করেনি।

একটি প্রথম শ্রেণীর ইংরেজি দৈনিকের আর টি আই অনুসন্ধানের প্রত্যুত্তরে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক; আর বি আই জানিয়েছে ২০১২ সালের হিসেবে ব্যাঙ্কের মোট অনাদায়ি ঋণ ছিল ১৫৫৫১ কোটি টাকা। কিন্তু মাত্র তিন বছরের মধ্যেই তা বেড়ে দাঁড়ায় ৫২৫৪২ কোটি টাকায় (মার্চ ২০১৫)। তাৎপর্যপূর্ণভাবে, আর বি আই-এর কাছে ১০০ কোটি টাকা বা তার বেশি অর্থের ঋণগ্রহীতা যাদের ঋণ পরিশোধ না হওয়ায় write off করা হলো তাদের নাম প্রকাশ করতে বলায় আর বি আই-এর তরফে অক্ষমতা প্রকাশ করে বলা হয়— সব ব্যাঙ্কই Consolidated রিপোর্ট (সব দেনাদারকে জুড়ে) দেয় তাই আলাদা করে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। সরকারের তরফে ব্যাঙ্কগুলিকে মূলধনি ও অন্যান্য সাহায্য দেওয়ার সবরকম চেষ্টার যেখানে ত্রুটি হচ্ছে না সেই পরিপ্রেক্ষিতে শুধু তিন বছরেই ১.১৪ লক্ষ কোটি টাকা অনাদায়ি ঋণ পাকাপাকিভাবে খাতা থেকে মুছে ফেলা খুবই উদ্বেগজনক।

লক্ষ্য করার বিষয়, সরকারি ব্যাঙ্কগুলির অনাদায়ি ঋণ অথবা (non performing assets) ২০০৪-২০১২ সালের সময়সীমায় যেখানে গড়ে ৪ শতাংশ করে বৃদ্ধি পাচ্ছিল তা ২০১৩ থেকে ১৫ সালের মধ্যে এক লাফে ৬০ শতাংশ করে বাড়তে থাকে। আর টি আই অনুসন্ধানের উত্তরে জানা যায় ২০০৪ থেকে ১৫ অবধি মাত্র ৪ বছর খারাপ ঋণের বৃদ্ধি হ্রাস পেয়েছিল। শেষবার তা ছিল ২০১১ সালে।

শীর্ষ ব্যাঙ্কের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে ২০০৯-১৩ সালের মধ্যে ব্যাঙ্কের ব্যক্তি ও কারবারি সংস্থাকে দেওয়া ঋণের পরিমাণ একদিকে যেমন দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়, ঠিক তেমনি সেগুলির খারাপ হয়ে যাওয়াও পাল্লা দিয়ে দ্বিগুণ হয়।

সূত্র অনুযায়ী দেশের বৃহত্তম; এক অর্থে জাতীয় ব্যাঙ্ক স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া এই তালিকায় শীর্ষে রয়েছে। তাদের অনাদায়ি (Unrecoverable Bad Debt) ঋণের পরিমাণ ২০১৩ সালে ৫৫৯৪ কোটি টাকা থেকে ২০১৫ সালে মাত্র তিন বছরে প্রায় চর্তুগুণ বেড়ে ২১৩১৩ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে।

অজিত দোভালের হুঁশিয়ারি

অজিত দোভাল

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ পাঠানকোট আক্রমণকে ঘিরে ভারত-পাক উষ্ণ সম্পর্কে সম্প্রতি শীতলতার ছোঁয়া লেগেছে। ভারতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল গত ২ ফেব্রুয়ারি একটি কনফারেন্সে জানান, যে সন্ত্রাসে মদতদাতা দেশগুলির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। দোভালের এই মন্তব্যে আপাতভাবে দু'টি দিক উঠে এসেছে। প্রথমত, যতদিন না পর্যন্ত পাকিস্তান তাদের দেশে মাটিতে সন্ত্রাস বন্ধ না করছে ততদিন পর্যন্ত দুই দেশের মধ্যে আলোচনা বন্ধ থাকবে। দ্বিতীয়ত, মোদী সরকার যতই নওয়াজ শরিফের প্রতি আস্থার হাত বাড়াক না কেন সন্ত্রাসবাদই আলোচনার মূল বিষয় থাকবে। পাকিস্তানের নাম না করে তিনি বলেন যে, সমস্ত দেশ সন্ত্রাসবাদীদের আদর্শগত এবং সমর্থন, অস্ত্র ও আশ্রয় দিয়ে সাহায্য করবে, সেই সকল দেশকে চিহ্নিত করতে হবে।

নিজস্বী তোলার বেয়াদপিতে যুবকের হাজতবাস

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ বাজারে নিজস্বী তোলার হিড়িক এতটাই বেড়েছে যে তা আর লঘু-গুরু মানছে না। সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশের বুলন্দ শহরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে এক নিজস্বী তোলার মতলব জাগে ১৮ বছরের ফারাজ আহমেদের। জেলা অধিকর্তা শ্রীমতী চন্দ্রকলার অফিসে গ্রামের অন্যান্যদের সঙ্গে ভিড়ে যাওয়া ফারাজ অত্যন্ত আপত্তিজনকভাবে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের খুব কাছাকাছি চলে গিয়ে তার নিজস্বী তোলে। সংবাদে প্রকাশ অত্যন্ত বিরক্ত চন্দ্রকলাদেবী বলেন, নিজস্বী তোলা নিয়ে তাঁর কোনো আপত্তি ছিল না। কিন্তু একজন মহিলার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হতে পারে। আজকের যুবকদের ব্যবহার সম্পর্কে হতাশা ব্যক্ত করে তিনি বলেন, যুব সম্প্রদায় তাদের দায়িত্ব ও অন্যের সম্মান সম্পর্কে যথেষ্ট যত্নবান নয়। তিনি আরও বলেন, ওই ছেলেটি অশোভন ভাবেই শুধু এগিয়ে আসেনি, সে ছবিটিকে মুছে ফেলার অনুরোধ করায় প্রচণ্ড হৈ হট্টগোল বাঁধিয়ে দেয়। এই বেয়াদপিতেই প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হন ম্যাজিস্ট্রেট। এফ আই আর করে তিন দিন হাজতবাস করান অভব্য তরুণটির। উচিত শিক্ষা হলে ভাল।

নেতাজীর সম্পদ লুঠ ডিক্লাসিফায়েড ফাইলে প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি (আই এন এ)-এর সম্পদ লুঠ হয়েছিল বলে সাধারণ মানুষের মধ্যে এতদিন প্রচারিত ছিল। সেই ধারণার উপরেই এবার সত্যতার ছাপ পড়লো। সম্প্রতি 'ডিক্লাসিফায়েড' হওয়া নেতাজী ফাইলগুলি জনসমক্ষে আসার পর এই সত্য উদঘাটিত হয়। প্রায় ৭ লক্ষ ডলার মূল্যের সম্পত্তি লুঠের বিষয়ে নেহরু সরকারও জ্ঞাত ছিল এবং সম্প্রতি প্রকাশিত (ডিক্লাসিফায়েড) ১৯৫১-১৯৫৫ সালের মধ্যে টোকিওতে এবং নিউ দিল্লীর মধ্যে আদান-প্রদানকৃত চিঠির মাধ্যমে তা জানা যাচ্ছে। আই এন এ-এর সম্পদ তছরূপের বিষয়ে প্রথম মুখ খোলেন প্রখ্যাত নেতাজী গবেষক অনুজ ধর, ১৯৫১ সালের ২১ মে টোকিও ভারতীয় দূতাবাসের প্রধান কে কে ছিত্তুর কমলওয়েলথ জনসম্পর্ক সচিব বি এন চক্রবর্তীকে লেখা একটি চিঠিতে এ বিষয়ে দু'জনের উপর তাঁর সন্দেহ ব্যক্ত করেন। প্রথমজন এস এ আয়ার, যাঁকে নেহরু সরকারে পরবর্তীকালে ঠাঁই দেওয়া হয়। দ্বিতীয়জন, টোকিও-র ইন্ডিয়ান ইনডিপেনডেন্স লিগের মুঙ্গা রামামূর্তি। রামামূর্তির বিরুদ্ধে এমনও অভিযোগ উঠেছে যে তিনি কেবলমাত্র আই এন এ নয়, সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিগত সম্পদ যেমন বিভিন্ন অলঙ্কার, হীরে, সোনা-সহ অন্যান্য দুর্মূল্য সম্পদও আত্মসাৎ করেছেন। আয়ারের নামও এই তালিকা থেকে বাদ যায়নি। কে কে ছেত্তুর আরও বলেছেন যে সুভাষচন্দ্রের কাছে প্রচুর সম্পদ থাকা সত্ত্বেও ওই অভিশপ্ত বিমানটিতে যাওয়ার সময় নেতাজী কেবলমাত্র দু'টি সুটকেসই বহন করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

টোকিও মিশনের প্রধানের প্রতিবেদন অনুসারে মূর্তি এবং আয়ারকে যত ধনসম্পদ দেওয়া হয়েছিল তার থেকেও বেশি নেতাজী বহন করেছিলেন। 'নেতাজীর সংগ্রহ তাঁর নিজস্ব ওজনের থেকেও বেশি ছিল'। এই রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে যে, এমন কেউ ছিলেন যিনি ওই ধনসম্পদপূর্ণ বাক্সগুলো আয়ারের ঘরে দেখেছিলেন এবং ওই বাক্সে রাখা কিছু জিনিস তিনি কিনেও নিয়েছিলেন।

মহারাষ্ট্রের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী অশোক চহ্বানের বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্তের অনুমতি

অশোক চহ্বান

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ দীর্ঘদিন ঝুলে থাকা মহারাষ্ট্রের অশোক চহ্বানের বিরুদ্ধে তদন্তের অনুমতি দিলেন মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল বিদ্যাসাগর রাও। কুখ্যাত আদর্শ কেলেঙ্কারিতে জড়িত থাকার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করতে উদ্যোগী হয় সরকার। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী থাকাকালীন চহ্বান উপযুক্ত যোগ্যতা ছাড়াই আদর্শ সোসাইটি নামের সংস্থাকে বেআইনিভাবে ছাড় দিয়ে রিয়েল এস্টেট তৈরির অনুমতি দেন বলে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ। এদিকে, চহ্বান কংগ্রেস সহ-সভাপতি রাহুল গান্ধীর ঘনিষ্ঠ মহলের মধ্যে থাকায় তাঁর ক্ষেত্রে রাজ্যপালের এই অনুমতি কংগ্রেসী মহলে হতাশা জাগিয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে।

২০১৫ সালের অক্টোবর মাসে সিবিআই-এর যুগ্ম অধিকর্তা এই পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সি আর পি সি-র ১৯৭ ধারায় মামলা করার অনুমতি চেয়েছিলেন। সিবিআই জানায় ন্যায়াধীশ পাতিল কমিশনের রিপোর্টে আদর্শ কেলেঙ্কারি প্রমাণিত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে তারা মুম্বই উচ্চআদালতের পর্যবেক্ষণগুলি যথাযোগ্য গুরুত্ব দিয়ে পর্যালোচনা করার পরই পূর্ণাঙ্গ তদন্তের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই সূত্রে শ্রী চহ্বান সম্প্রতি সিবিআই-এর এই উদ্যোগ সম্পর্কে অত্যন্ত উষ্মা প্রকাশ করেন। শ্রী চহ্বান বলেন, একবার ২০১৩ সালে যখন তৎকালীন রাজ্যপাল তাঁর বিরুদ্ধে তদন্তের অনুমতি দিতে অস্বীকার করেন তখন আবার সিবিআই নতুন করে তদন্তের অনুমতি চাইতে পারে না। তখনকার সরকার যে আর নেই চহ্বান স্যার!

দেশের বিদেশি মুদ্রাভাণ্ডারে ১.৫ বিলিয়ন ডলার বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ দেশের বিদেশি মুদ্রাভাণ্ডার গত জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে ১.৫৮৯৫ বিলিয়ন ডলার বৃদ্ধি পেয়ে ৩৪৯.১৫২৫ বিলিয়ন ডলার রেকর্ড করেছে। গত ৪ ফেব্রুয়ারি ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের জারি করা এক সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান অনুসারে, বিদেশি মুদ্রাভাণ্ডার গত সপ্তাহে ১.৫৮৪৫ বিলিয়ন ডলার বৃদ্ধি পেয়ে ৩২৬.৬৩১১ বিলিয়ন ডলার হয়েছে, যা ২২,০২৬.৩ বিলিয়ন টাকার সমান। আর বি আই-য়ের তথ্য অনুসারে, বিদেশি মুদ্রাভাণ্ডার ডলারে প্রকাশ করা হয় এবং এর ওপর জমা পাউন্ড, স্টার্লিং, ইয়েনের মতো আন্তর্জাতিক মুদ্রার মূল্যে উত্থান-পতনে সরাসরি প্রভাব পড়ে।

উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারে দেশের জমাকৃত এখন পর্যন্ত ১২ লক্ষ ডলার বেড়ে ১.২৯২৯ বিলিয়ন ডলার রেকর্ড করা হয়েছে।

অসহিষ্ণুতার এক নজির

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ দেশ-বিদেশের একটা গোষ্ঠী যখন অসহিষ্ণুতার প্রসঙ্গ তুলে আমাদের দেশ ভারতবর্ষকে কলঙ্কিত করার চেষ্টা করছে, তখন তারাই যে কতটা অসহিষ্ণু তার আরও একটা নজির উঠে এসেছে। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয়েস (Illinois)-র হুইটঅন কলেজের খৃষ্টান ও মুসলমানরা একই ঈশ্বরের উপাসক বলায় কলেজ থেকে সাসপেন্ড হতে হয়েছে। মুসলমানদের সঙ্গে ঐক্য প্রদর্শনের জন্য তিনি হিজাব পড়ার কথা বলেছিলেন। তবে এজন্য নয়, তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়েছে ফেসবুকে তাঁর মতামত ব্যক্ত করার জন্য।

'ইসলাম ও খৃষ্টান উপাসনা পদ্ধতির মধ্যে সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে ফেসবুকে তিনি লিখেছেন— "গত সপ্তাহে পোপ ফ্র্যান্সিস (Francis) বলেছিলেন— আমরা একই ঈশ্বরের উপাসনা করি।"

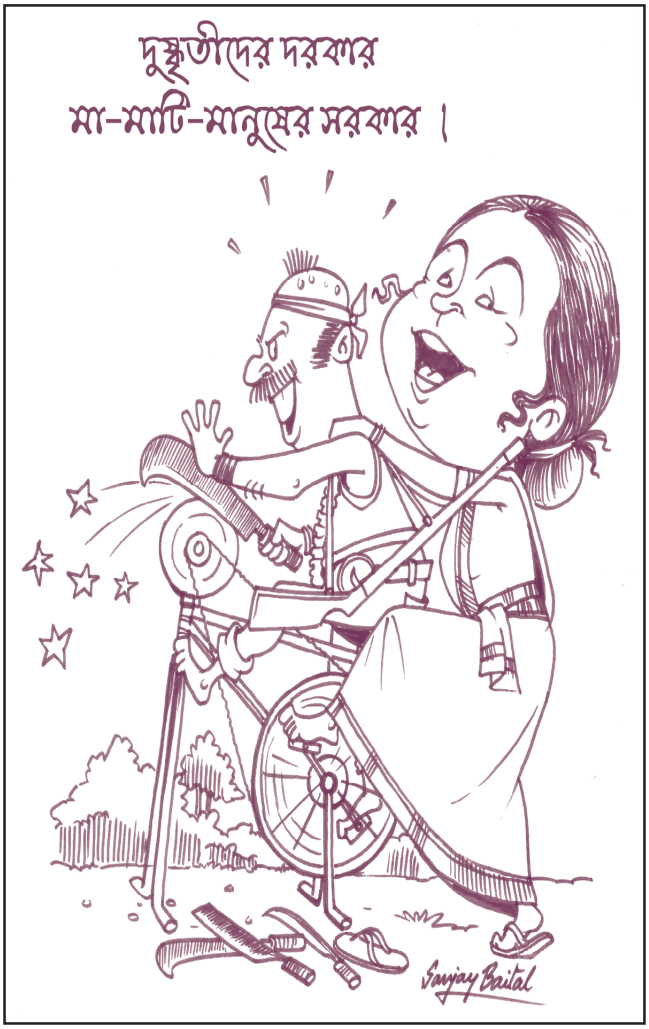

উবাচ

"ভয় করবেন না। বরং নিজেদের লক্ষ্যকে বড় করে দেখুন।"

জম্মু-কাশ্মীর সরকার গঠন প্রসঙ্গে জাতীয়তাবাদী রাজনীতিকদের প্রতি।

ইন্দ্রেশ কুমার
আর এস এসের প্রবীণ কার্যকর্তা।

"আগামী বাজেটটা একটা জনপ্রিয়, গরিবি হটাও স্লোগান-এর মতো হবে না।"

মোদী সরকারের তৃতীয় বাজেট প্রসঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে।

অরুণ জেটলি
কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী

"আপনি যে কাজকে প্র্যাকটিস বলে চালিয়ে দিতে চাইছেন আসলে তা ম্যাল-প্র্যাকটিস।"

অধীর চৌধুরী,
কংগ্রেসী সাংসদ

সরকারি বাঙলো আটকে রাখার মামলায় তাঁর কৌসুলির জবাবে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা।

"আপনার ২.১০ লক্ষ টাকা মাস মাইনে হলেও একটা ভাল জুতো কেনার ক্ষমতা নেই দেখে আমি মর্মাহত। তাই এই ৩৪০ টাকার ড্রাফটটা পাঠালাম।"

ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় দিল্লীর মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়ালের চপ্পল পরে উপস্থিত হওয়ার ভণ্ডামির প্রত্যুত্তরে জনৈক ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া।

আদর্শহীন রাজনৈতিক জোট শুধুমাত্র আত্মরক্ষার তাগিদে

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এখন একটাই প্রশ্ন নানাভাবে উঠছে। আসন্ন বিধানসভার নির্বাচনের আগে রাজ্যের দুই প্রধান বিরোধী দল বামফ্রন্ট এবং কংগ্রেসের মধ্যে জোট হবে অথবা হবে না। সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি যা তাতে জোট হবে বলেই মনে হচ্ছে। কারণ, দুটি বিরোধী দলের নিচুতলার কর্মীরা প্রবলভাবেই জোট হোক চাইছে। গত বিধানসভা এবং লোকসভার ভোটে প্রাপ্ত ভোটের শতাংশের হিসেবে বলছে, জোট না হলে এই রাজ্যে বাম এবং কংগ্রেস গোহারান হারবে। সেক্ষেত্রে এরপরের লোকসভা নির্বাচনে ঘুরে দাঁড়াবার শক্তিটুকুও থাকবে না। এটাই এখন তাদের রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা। অনেকেই দুই দলের আদর্শহীন জোটকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করছেন। বলছেন, আদর্শহীন সুবিধাবাদী জোট বেশিদিন বজায় থাকে না। কথাটা হয়তো তাত্ত্বিকভাবে ঠিক। কিন্তু রাজনৈতিকভাবে বাস্তব নয়। বিহারের বিধানসভার নির্বাচনে বিজেপিকে পরাস্ত করতে নীতীশ-লালু- কংগ্রেসের জোট হয়েছিল। সেই জোট সরকার এখন সফলভাবেই চলছে। কারণ, নীতীশ কুমার জানেন যে, লালু যাদবের একমাত্র লক্ষ্য তাঁর পরিবারের সকলকেই মন্ত্রী করা। লালুর দুই পুত্রই এখন বিহারের ক্যাবিনেট মন্ত্রী। স্ত্রী রাবড়িকে রাজ্যসভায় মনোনয়ন দেওয়া হচ্ছে। যাতে দিল্লীতে সাংসদ স্ত্রীর সরকারি বাসভবনে বসে লালু যাদব জাতীয় রাজনীতিতে লাঠি ঘোরাতে পারেন। বিহারের মানুষের নয়, তাঁর পরিবারের মঙ্গলই লালুর একমাত্র কাম্য। নীতীশ কুমার লালুর এই চাহিদা জানেন। আর জানেন বলেই লালুর মনোবাসনা পূর্ণ করেছেন। আদর্শহীন রাজনৈতিক জোট এইভাবেই চলে।

আমাদের রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি একটু অন্যরকম। এখানে সাধারণ ভোটদাতারা অত আদর্শ-টাদর্শ নিয়ে মাথা ঘামায় না। তাঁরা আত্মরক্ষা অথবা আক্রমণ এই নীতিতে বিশ্বাসী। সিপিএমের জনবিরোধী জুলুমবাজির বিরুদ্ধে স্রেফ আত্মরক্ষার তাগিদে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটদাতারা তৃণমূল নেত্রীর পতাকাকে সমর্থন করেছিলেন। কোনো রাজনৈতিক আদর্শের তাগিদে নয়। তৃণমূলের রাজনৈতিক আদর্শটা ঠিক কী তা স্বয়ং নেত্রীই জানেন না। তিনি শুধু সকলকে ধমকান এবং চমকান। অবিরাম অসত্য কথা বলাটাই তাঁর এবং তাঁর দলের রাজনৈতিক আদর্শ। ভারতের কোনো রাজ্যেরই আঞ্চলিক দলগুলির প্রকৃত অর্থে

গূঢ় পুরুষের কলম

রাজনৈতিক আদর্শ নেই। এই দলগুলি ব্যক্তিস্বার্থে বা নেতা নেত্রীর স্বার্থে চলে। সে উত্তরপ্রদেশের মুলায়ম- মায়াবতী বা দক্ষিণের জয়ললিতা-করুণানিধি অথবা পূর্বের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সকলেই এক। এরাই তাঁদের নিজ নিজ দলের সর্বময় ক্ষমতাসম্পন্ন একনায়ক। সর্বভারতীয় দল হওয়া সত্ত্বেও এই একই পথে চলে কংগ্রেস। যে দলে গান্ধী পরিবারেই শেষ কথা বলে।

তৃণমূল বিরোধী বাম-কংগ্রেস জোট হচ্ছে ধরে নিলে ভোটের ময়দানে তা কতটা প্রভাব ফেলবে। রাজ্যের ভোটদাতাদের ৪০ শতাংশ তৃণমূলকে বিগত লোকসভার নির্বাচনে সমর্থন করেছিল। ভোট বিভাজনের পাটিগণিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ ৬০ শতাংশ ভোটদাতাদের মতামত পাত্তা পায়নি। ঠিক এই কারণেই সিপিএম-কংগ্রেস নেতারা জোটের ব্যাপারে এতটা আগ্রহ দেখাচ্ছেন। একটা প্রশ্ন অবশ্য থেকে যাচ্ছে। জোট হলেও সিপিএমের কমরেডরা কংগ্রেস প্রার্থীকে উজাড় করে ভোটটা দেবেন কী না। একই প্রশ্ন, কংগ্রেসের কট্টর সমর্থকদের ক্ষেত্রেও উঠছে। যদিও প্রদেশ কংগ্রেস নেতারা রাহুল গান্ধীকে বলেছেন যে কংগ্রেসের নিচুতলার কর্মীদের মধ্যে প্রবল জোটের হাওয়া উঠেছে। বাম-কংগ্রেস জোট হলে রাজ্যের ১৭০টি আসন জিতে নিতে পারে। এসবই অসার অতিরঞ্জিত দাবি। তবে একটা কথা জোর দিয়ে বলা যায় যে রাজ্যের শহরাঞ্চলে তৃণমূলের জনপ্রিয়তা এবং সমর্থন কমেছে। বৃহত্তর কলকাতার সব কটি আসনই আমরা জিতবো এমন কথা স্বয়ং তৃণমূল নেত্রীও বলতে সাহস করবেন না। কারণ, জোট হলে তৃণমূল বিরোধী ভোটের বিভাজন উল্লেখযোগ্যভাবে কমবে। তৃণমূলের লুম্পেনদের মাত্রাছাড়া অত্যাচার শহর ও শিল্পাঞ্চলের মানুষকে যতটা ক্ষিপ্ত করেছে ততটা গ্রামীণ ভোটদাতাদের নয়। দক্ষিণবঙ্গের বীরভূম- বাঁকুড়া জেলায় প্রতিদিন যে বোমাবাজি গুলিবাজি চলছে তা তৃণমূলের নিজস্ব বখরার লড়াইকে কেন্দ্র করে। এতে অবশ্যই সাধারণ গ্রামবাসীরা সন্ত্রস্ত। কিন্তু লুম্পেনদের বখরার লড়াইয়ের দায় তাঁরা কলকাতার তৃণমূল নেত্রীর ঘাড়ে চাপাচ্ছেন না। সবই স্থানীয় দুষ্কৃতীদের কাজ বলে মেনে নিচ্ছেন। নেত্রীও নিয়ম করে প্রতি সপ্তাহে জেলার নেতাদের ধমকাচ্ছেন। যদিও সবাই জানেন যে এসব পাবলিসিটির চমকদারি। লুম্পেনদের সক্রিয় সাহায্য ছাড়া তৃণমূল প্রার্থীরা রাজ্যের ১০টি আসনও জিতবে না সেকথা নেত্রী জানেন। জেলার নেতাদের ধমকানো চমকানো সবই মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য। উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতি ভিন্ন। বন্ধ চা বাগানের শ্রমিক পরিবারের মানুষ চরম দুর্দশায় দিন কাটাচ্ছেন। কোথাও কোনো বড় শিল্পকারখানা হয়নি। তৃণমূলের সমর্থন দ্রুত শূন্যের দিকে যাচ্ছে। মাঝে মধ্যেই নেত্রী দার্জিলিং মালদায় গিয়ে নানা নাটক করছেন। তাতে জনমত আরও বিরূপ হচ্ছে। উত্তরবঙ্গে তৃণমূলের তেমন প্রভাব নেই বলেই হয়তো সেখানের মানুষ অবহেলিত। ব্যক্তিগতভাবে আমার বিশ্বাস যে উত্তরবঙ্গের ভোটে তৃণমূলকে ব্যাকফুটে যেতে হবে। এককথায় বলা যায়, এবার বিধানসভার নির্বাচনে তৃণমূল ক্ষমতাচ্যুত না হলেও নিঃসন্দেহে আসন কমবে। যে লুম্পেনদের দিয়ে তিনি ভোটে জেতার স্বপ্ন দেখছেন সেই লুম্পেনরাই গোঁজ প্রার্থী দিয়ে দলকে ডোবাবে। যেমন অতীতে সিপিএম ডুবেছিল।

অপরিনত ছেলেটা নিয়ে বড় কষ্টে মা সোনিয়া

রাহুল গান্ধী
সহ-সভাপতি, জাতীয় কংগ্রেস
২৪ নম্বর আকবর রোড, নয়াদিল্লী

যুবরাজ,

আপনি কি সত্যিই এবার সিংহাসনে বসবেন? না, দেশের সিংহাসনের কথা বলছি না। সেটা বললে আপনি কষ্ট পাবেন জানি। গান্ধী পরিবার চিরকাল দেশ চালিয়ে এসেছে। ভারত দেশটাকে নিজেদের পারিবারিক সম্পত্তি মনে করে এসেছে। আপনার মা বিবেকের ডাকা সাড়া দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর আসনে না বসলেও দেশ চালিয়েছেন। কিন্তু আপনার ভাগ্যে কি তেমন কিছু জুটবে না? জানি আপনি সুযোগ পেলেই বসবেন। কিন্তু সেই সুযোগ কি আর অদূর ভবিষ্যতে আসবে? দেশের ক্ষমতা না আসুক, দলের ক্ষমতাও কি আসবে? দল চালিয়ে আসলে দেশ চালাবেন সেই সম্ভাবনাও অতি অতি অতি ক্ষীণ। নেই বলাই ভালো।

কিন্তু শিকে আর ছিঁড়ছে না। কিছুতেই দলের নেতৃত্ব আপনার হাতে আসছে না। বার বার হব হব করেও আসছে না। এই তো শুনছিলাম আপনি ইউরোপে সফর শেষ করে ফিরলেই সভাপতির আসন পাকা হয়ে যাবে। কিন্তু কোথায় কী! কিছুই তো হলো না!

নতুন বছর মানে ২০১৬ সাল পড়তেই শোনা যাচ্ছিল কংগ্রেস সভাপতি পদে দিনকয়েকের মধ্যেই অভিষেক হতে চলেছে আপনার। দেশের প্রধান বিরোধী-দলের শীর্ষ পদ থেকে সরে যাচ্ছে সোনিয়া। নয়াদিল্লীর ২৪ নম্বর আকবর রোডের আনাচে কানাচে জল্পনা সে রকমই ছিল। রাহুল আপনি তখন ইউরোপ সফরে ছিলেন। ৮ জানুয়ারির পর যে কোনো দিন আপনি ফিরবেন আর তার পরই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক ডেকে সভাপতি পদে আপনার অভিষেকের কথা ঘোষণা করা হবে বলে এআইসিসি সূত্রের খবর বলে কাগজে পড়েছিলাম।

আপনার মা সোনিয়া গান্ধী ইতিমধ্যেই কংগ্রেস সভাপতি পদে দীর্ঘতম মেয়াদ কাটানোর নজির গড়ে ফেলেছেন। সাড়ে ১৭ বছর তিনি কংগ্রেসের শীর্ষ পদ থেকে সরে দাঁড়াতে চাইছেন বলে শোনা যাচ্ছে। তাই ২০১৩ সালেই আপনাকে কংগ্রেসের সহ-সভাপতি পদে বসানো হয়। পরবর্তী সভাপতি হিসেবে আপনাকে তুলে ধরার জন্যই ২০১৩-তে ওই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু শোনা যাচ্ছে দলের দায়িত্ব পুরোপুরি নিজের কাঁধে নিতে আপনি কতটা প্রস্তুত, তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে আপনার মায়ের মধ্যেই।

তাছাড়া আপনার দলের নেতারাই আপনাকে চাইছে না বলে শুনছি। আপনার মা সেটা টের পেয়েছেন। লোকসভা নির্বাচন তো ছেড়েই দিলাম একটার পর একটা নির্বাচনে আপনি যেমন হম্বি-তম্বি করেছেন এবং ফেল করেছেন তাতে সবাই শঙ্কিত। বিহার ভোটের সময় তো এক রকম সরিয়েই রাখা হয়েছিল আপনাকে। আপনিই বলতে পারবেন কোনটা সত্যি, কোনটা মিথ্যে।

বিহারে বিজেপিকে রুখতে হাত মিলিয়েছিলেন নীতীশ কুমার, লালুপ্রসাদ। আর নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে কংগ্রেস যোগ দেয় সেই জোটে। কিন্তু প্রচার শুরুর আগেই লালু-শিবির জানিয়ে দিয়েছিল, জোট হোক কিন্তু রাহুলকে পাঠানো যাবে না বিহারে। আপনার ভুলভাল বক্তব্য ক্ষতি করে দিতে পারে। জোটের একটি জনসভায় আপনি গিয়েছিলেন বলে লালুজী সেই সভা বয়কট করেন। এর পরে আপনার মায়ের কাছে নালিশ আর নালিশ।

শেষে আপনার বুদ্ধিমতী মা আপনাকে বিদেশে পাঠিয়ে দিয়ে তবে শান্তি পান। আর সেই সিদ্ধান্ত যে ঠিক ছিল তা ভোটের ফলেই দেখা গেছে।

যাই হোক কাটা ঘায়ে নুনের ছিঁটে দেওয়া ঠিক নয়। আমি বলি কি আপনি আরও কিছুদিন বিদেশে কাটিয়ে আসুন। সেখানে বসে ভারত নামক দেশটা নিয়ে পড়াশোনা করুন। তারপর ভাববেন। তাড়াহুড়ো করবেন না।
রেজাল্ট ভালো হবে না।
প্রমোটেড উইথ ওয়ার্নিং
হয়ে লাভ কী?

— **সুন্দর মৌলিক**

তোষণ-নীতির অপর নাম মমতা ব্যানার্জী

অনসূয়া চন্দ্র

ছোটবেলায় শুনতাম পরীক্ষায় ভালো ফল করলে পুরস্কার পাওয়া যায়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুঝিয়ে দিলেন যে, সেই ধারণাটা কতখানি ভুল ছিল। কারণ নিউটাউনে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস ও হজ হাউসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গত ২৮ জানুয়ারি তিনি ঘোষণা করেছেন যে, একাদশ শ্রেণী থেকে পি এইচ ডি স্তর পর্যন্ত যেসব ছাত্রছাত্রী পঞ্চাশ শতাংশের কম নম্বর পাবে তারা বছরে ৩২০০ টাকা থেকে ৭০০০ টাকা পর্যন্ত বৃত্তি পাবে। এর মধ্যে একটা বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, শুধু সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীরা এই বৃত্তি পাবে। এর জন্য সরকার বছরে ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। মমতা বলেছেন যে, এতদিন পর্যন্ত সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যারা ৫০ শতাংশের বেশি নম্বর পায়, তাদের কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদন দিত। কিন্তু ৫০ শতাংশের কম নম্বর পাওয়া ছাত্রছাত্রীদের পড়ার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য তাঁর এই অভিনব পদক্ষেপ। এখানে দুটো প্রশ্ন ওঠে। পূর্বতন আমলে আমরা ‘মধ্য মেধার চাষ’ শব্দটি শুনেছিলাম। মমতা কি রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, বিদ্যাসাগরের দেশে নিম্ন মেধার চাষ করতে চাইছেন? দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদেরকেই একমাত্র এই সুযোগ কেন দেওয়া হবে? হিন্দুরা কী অপরাধ করেছে? সকলের নিশ্চয়ই মনে আছে যে, কিছুদিন আগে হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে দলিত ছাত্রের আত্মহত্যাকে কেন্দ্র করে মমতার দলের লোকজন কতটা সরব হয়েছিলেন! তাহলে পশ্চিমবঙ্গে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর হিন্দু ছেলেমেয়েদের কথা তিনি উচ্চারণ করলেন না কেন? মমতা জানিয়েছেন যে, তিনি গত পাঁচ বছরে এক কোটি পাঁচ লক্ষ সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীকে বৃত্তির আওতায় নিয়ে এসেছেন। মমতার কাছে সংখ্যালঘু মানে তো মূলত মুসলমান। এবার হিসেব করে দেখুন যে, পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার নিরিখে সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীরা কত শতাংশ? পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানদের সংখ্যা যে রকম ক্রমাগত লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে তারপরও তাদের সংখ্যালঘু তালিকায় ফেলা যায় কি? তারপরেও সেই শ্রেণীভুক্তদের জন্য মমতার এত বিপুল অর্থ অপচয়ের কারণ কী?

> **অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টি-২০ ম্যাচে ভারত জয়ী হওয়ায় বিরাট কোহলির ভক্ত উমর দ্রাজ নিজের বাড়ির ছাদে ভারতের পতাকা উড়িয়েছিলেন। পাক আদালত তাঁকে ১০ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে। অথচ পশ্চিমবঙ্গের রাজাবাজার, পার্ক সার্কাস, মেটিয়াবুরুজ, কালিয়াচক-সহ বহু মুসলমান এলাকায় প্রকাশ্যে পাকিস্তানের পতাকা নিয়ে মিছিল করা হয়। শাস্তি দূরস্থান, তাদের কেউ বাধাও দেয় না।**

২৮ জানুয়ারি মমতা দিলখুশা স্ট্রিটে এ কে ফজলুল হক মুসলিম গার্লস হোস্টেল উদ্বোধন করেছেন। ফজলুল হক কে ছিলেন এবং বৃটিশ ভারতের রাজনীতিতে তাঁর ভূমিকা বা অবদান কী ছিল তা সবার জানা রয়েছে। কেন সেই ফজলুল হকের নামে হোস্টেল করা হবে? মুসলমান ছাত্রীরা থাকবে বলে একজন মুসলমানের নামেই হোস্টেলের নামকরণ করতে হবে? বাংলায় কি মনীষীদের আকাল পড়েছে না অন্য ধর্মের মানুষের নামে হোস্টেল নির্মাণ করা হলে মুসলমানরা সেখানে থাকতে চাইবে না? পরবর্তী প্রশ্ন হলো যে, শুধু মুসলমান মেয়েদের জন্য হোস্টেল কেন করা হবে? হিন্দুরা এবং প্রকৃত সংখ্যালঘু অর্থাৎ বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, পার্সী বা খৃস্টানরা কী অপরাধ করেছে? ২৮ জানুয়ারি তিনি রাজারহাটে ‘সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় নারী শিক্ষার অগ্রগতিতে’ গভর্নমেন্ট গার্লস ডিগ্রি কলেজে উদ্বোধন করেছেন। রাজারহাটে কারা সংখ্যালঘু আর কারা সংখ্যাগরিষ্ঠ একথা সবাই জানেন। মমতা কি মনে করেন যে, শুধু মুসলমান মেয়েদের জন্য কলেজ স্থাপন করলে সামগ্রিক নারী সমাজের উন্নতি হয়ে যাবে? হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন মেয়েদের লেখাপড়া না শিখলেও চলে যাবে?

কামদুনি কাণ্ডে দুজন মুসলমান এবং অবশ্যই তৃণমূলকর্মী রফিকুল গাজি ও নুর আলি বেকসুর খালাস পেয়ে গেল।

সংবাদমাধ্যম তাদের পরিবারের লোকদের সঙ্গে কথা বলতে চাইলে এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য তথা তৃণমূল কংগ্রেসের মুসলমান নেতা তাদের হয়ে কথা বলছেন। পাড়খড়িবাড়ি এলাকায় তাদের গ্রামের লোকজন উল্লাসে ফেটে পড়েছে। এদের মধ্যে মুসলমান মহিলারাও আছে। নির্যাতিতা মেয়েটির প্রতি নয়, তাদের সব সহানুভূতি অপরাধীদের প্রতি। এতে বিচিত্র কিছু নেই। কারণ নির্যাতিতা হিন্দু আর অপরাধীরা মুসলমান। মুসলমান মেয়েরা 'কাফেরের' প্রতি নয়, নিজ ধর্মের প্রতি সহানুভূতি দেখাবে এটাই স্বাভাবিক। কারণ নারীত্ব বা মানবতার চেয়ে মুসলমানতা তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। পার্ক স্ট্রিটের সুজেটের কথাও ভেবে দেখতে পারেন। সুজেট খৃষ্টান আর রুমান, কাদের, নাসির মুসলমান বলে তৃণমূল সুজেটের চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল। মহারাষ্ট্র বা গুজরাটে কিন্তু এমন হয় না। মমতা কি এরপর মুসলমান পুরুষদের অন্য ধর্মের মেয়েদের নির্যাতন করার সরকারি লাইসেন্স প্রদান করবেন? পার্ক স্ট্রিট বা কামদুনির পরে কোনো কিছুতেই আর অবিশ্বাস হয় না।

মুখ্যমন্ত্রীর মুসলমান প্রেম এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, রেড রোড কাণ্ডে অভিযুক্ত তৃণমূলনেতা সোহরাবের পুত্রকে বাঁচাতে তৃণমূল উঠেপড়ে লেগেছে। দলের সুপ্রিমোর অঙ্গুলিহেলন ছাড়া এটা সম্ভব হয় কি? নিহত অভিমন্যু গৌড় বায়ুসেনার কর্মী ছিলেন। পৃথিবীর যে কোনো দেশ তার সেনাবাহিনী ও সৈনিকদের শ্রদ্ধা ও সম্মান জানায়। মমতা এখানে 'কালিমালিপ্ত' ব্যতিক্রম। সেনাকে গাড়ি চাপা দিয়ে হত্যা করে অপরাধী শুধুমাত্র তথাকথিত সংখ্যালঘু হওয়ার জন্য পার পেয়ে যায় ইন্টারনেটে ঘেঁটে এমন দ্বিতীয় উদাহরণ পাওয়া যাবে না। এই প্রসঙ্গে আরেকটা কথা উল্লেখ করা দরকার। বীরপ্রসবিনী পশ্চিমবঙ্গের অনেক জওয়ান জঙ্গিদের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে শহিদ হয়েছেন। মমতা ক'জনের পরিবারের সঙ্গে দেখা করছেন? পশ্চিমবঙ্গের অনেকে মুসলমান জঙ্গিদের সমর্থন করে। সেই ভোটব্যাঙ্ক হারানোর ভয়েই কি মমতার এই পদক্ষেপ? অভিমন্যু গৌড়ের পরিবারকে সাহায্য না করে বহু দূরের একটি দেশে হজ করতে গিয়ে মৃত পরিবারকে সাহায্য করলে মমতার ভোটব্যাঙ্ক বাড়বে সেটা সবাই জানেন।

হজ প্রসঙ্গে মনে পড়ল আরেকটি তথ্য। মমতা সম্প্রতি ১০০ কোটি টাকা ব্যয় করে একটি হজ হাউস নির্মাণ করেছেন। ওই টাকা দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে কত চাকুরির সংস্থান করা যেত, বর্ণহিন্দু হওয়ার অপরাধে আর্থিক সাহায্য থেকে বঞ্চিত থাকা কত দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীকে সাহায্য করা যেত, কত অসহায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধা বা অনাথ শিশুর ভরণপোষণ করা যেত সেটা বিচার করার বিষয়। আসলে মমতা বোঝেন সস্তা বা গিমিকের রাজনীতি। তিনি হিজাব পরে মুসলমানদের অনুষ্ঠানে যাবেন। তাতে আখেরে তৃণমূলের ভোট বাড়বে। পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে যে মুসলমানদের ভোটব্যাঙ্কের খবর তিনি খুব ভাল করে রাখেন। হিন্দু ভোট বা প্রকৃত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোট বাকি রাজনৈতিক দলের মধ্যে ভাগ হয়ে গেলে তাঁর শঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই। কারণ ৩৪ শতাংশ জনসাধারণ যে তাঁর পক্ষে। অতএব তারা গাড়ি চাপা দিয়ে কাউকে পিষে মারুক, কলেজের মধ্যে অধ্যাপিকাকে জগ ছুঁড়ে মেরে অপমান করুক, যত খুশি নারী নির্যাতন করুক, বেআইনি বাড়ি নির্মাণ করুক— ঠিক পার পেয়ে যাবে।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টি-২০ ম্যাচে ভারত জয়ী হওয়ায় বিরাট কোহলির ভক্ত উমর দ্রাজ নিজের বাড়ির ছাদে ভারতের পতাকা উড়িয়েছিলেন। পাক আদালত তাঁকে ১০ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে। অথচ পশ্চিমবঙ্গের রাজাবাজার, পার্ক সার্কাস, মেটিয়াবুরুজ,কালিয়াচক-সহ বহু মুসলমান এলাকায় প্রকশ্যে পাকিস্তানের পতাকা নিয়ে মিছিল করা হয়। শাস্তি দূরস্থান, তাদের কেউ বাধাও দেয় না। সব থেকে লজ্জার কথা, ২৬ জানুয়ারি মতিশীল স্ট্রিটে গণতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ছিল মহম্মদ রিয়াজ খান নামে এক তৃণমূলকর্মী। সেখানে অশ্লীল পোশাক পরে চটুল হিন্দি ও ভোজপুরী গানের সঙ্গে তরুণী নর্তকীরা উদ্দাম নৃত্য করছিল। ওই তৃণমূলকর্মী বলেছে, 'আজকের দিনেই তো দেশ স্বাধীন হয়েছিল। তাই এই অনুষ্ঠান।' ভারতকে নিজের দেশ বলে মনে করলে তবে তো সে দেশের স্বাধীনতা দিবস কবে সেটা স্মরণে থাকবে? বলাই বাহুল্য, মমতা এর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। পৃথিবীর কোনো সভ্য দেশে কিন্তু এমন ঘটে না। এটাই কি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আধুনিক ভাষ্য? ■

Swachchha Bharat Swabolombee Bharat

How to build a nice home, think of us

WE PROVIDE :-

+ Low Cost readymade Latrine (Toilet) + Low Cost House
+ Low Cost Domestic Dustbin & Domestic Biogas Plant
+ Heat & Waterproof Solution for your heated roof.

Contact

ABC ENGINEERS & SERVICES

"PARK PLAZA" Room No. 11 & 12, 71,
Park Street, Kolkata - 700 016
M : 98311 85740, 98312 72657,
Visit Our Website : www.calcuttawaterproofing.com

বলিষ্ঠ ভারত গঠনে বড় ভূমিকা নিতে পারেন অনাবাসী ভারতীয়রা

দিব্যজ্যোতি চৌধুরী

আমাদের জাগ্রত ও বলিষ্ঠ জাতীয় জীবনের একমাত্র শর্তই হলো ভারতীয় চিন্তন দিয়ে বিশ্বজয়। ভারতীয় অধ্যাত্ম ও দর্শনের ধ্যান ধারণা আরও একবার বিশ্বকে জয় করবে। বিশ্বে অনেক বড় বড় বিজয়ী জাতি ছিল। আমাদেরও অনেক বিজয়ী বীরেরা ছিলেন। কিন্তু আমাদের বিজয় কাহিনি হলো সম্রাট অশোকের মতো মহান সম্রাটদের ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার জয়। আরও একবার ভারত সমগ্র বিশ্বকে জয় করবে। এমনটাই ছিল স্বামীজীর জীবনের স্বপ্ন। স্বামীজীর এই ভাবনার রেশ ধরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরকার্যবাহ ভাইয়াজী যোশী সম্প্রতি মন্তব্য করেছেন যে, 'আমরা ভারতীয়রা মহান সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী। সমগ্র বিশ্বকে জাগানোর কাজটা আমাদের নিজেদের মধ্যে থেকেই শুরু করতে হবে। আমরা জাগ্রত হলেই বিশ্ব জাগবে। হাজার হাজার মানুষ ভারতবর্ষ থেকে বিভিন্ন দেশে গিয়েছেন। কিন্তু কেউই সেখানে লুঠ করা বা কাউকে ক্রীতদাস বানানোর জন্য যাননি। আমরা সেখানে আমাদের মূল্যবোধ নিয়ে গেছি, কোনো অস্ত্রশস্ত্র নয়।' সাম্প্রতিককালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মুসলমানদের অভিবাসন এবং সেই সূত্রে সেখানে বেড়ে চলা জেহাদি কর্মকাণ্ডের প্রেক্ষিতে ভাইয়াজীর এই মন্তব্য যথেষ্ট ইঙ্গিতবহ।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ম্যাসিডন স্কোয়ার গার্ডেনে মোদীর সভায় প্রবাসী ভারতীয়রা।

বেশ কিছুকাল ধরে বিদেশের মাটিতে ভারতীয়দের প্রভাব উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। চিকিৎসা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, কারিগরি, ব্যবসা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে বিদেশের মাটিতে তাঁরা বিশেষভাবে তাঁদের নৈতিক মূল্যবোধ ও উৎকর্ষ প্রমাণ করে চলেছেন। বিশ্বের যে দেশেই তাঁরা বাস করছেন, সেখানে তাঁরা নিজেদের সুনাগরিক হিসেবে প্রমাণ করার পাশাপাশি সে দেশের অর্থনীতিকে মজবুত করতে যথেষ্ট অবদান রেখেছেন। ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অনাবাসী ভারতীয়দের গুরুত্বকে স্বীকৃতি দিয়ে তাঁদের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ তৈরি করা ও ভাববিনিময়ের কাজকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, আমিরশাহি-সহ বিশ্বের যে প্রান্তেই প্রধানমন্ত্রী গেছেন সেখানেই তাঁদের কাছ থেকে বিপুল অভ্যর্থনা ও আন্তরিকতা পেয়েছেন। তাতে সহজেই মাতৃভূমির প্রতি তাঁদের গভীর অনুভূতি ধরা পড়েছে। বিদেশে ভারতীয়দের দৃষ্টান্তমূলক কাজকে প্রশংসা করে বাজপেয়ী সরকারের বিদেশমন্ত্রক ২০০৩ সালে' প্রবাসী ভারতীয় দিবস'-এর সূচনা করেন।

> **"বিশ্বব্যাপী ভারতীয়দের শক্তিবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে ভারত তার রাষ্ট্রীয় শক্তিকেও বাড়িয়ে নিতে চাইছে। সেদিকে তাকিয়ে ভারত আগামীদিনে অনাবাসী সমাজের প্রভাবকে কৌশলগত ভাবে ব্যবহার করতে চায়।"**

এর জন্য ৯ জানুয়ারি দিনটাকে বেছে নেওয়া হয়। কেননা ১৯১৫ সালেই ওই দিনটিতেই মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে দেশে ফিরে এসেছিলেন।

বিদেশমন্ত্রক সূত্রের তথ্য অনুযায়ী ১ জানুয়ারি ২০১৫ অবধি প্রবাসী ভারতীয়দের সংখ্যা দু' কোটি পঁয়তাল্লিশ লক্ষেরও বেশি এবং তাঁদের অর্থনৈতিক অবদান তাঁরা যেসব দেশে বাস করেন শুধু সেখানেই সীমাবদ্ধ নেই, ভারতের ক্ষেত্রেও তা বিপুল। ২০১৪ সালে তাঁরা ভারতে ৭০.৩৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার দেশে পাঠিয়েছেন যা ভারতের অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ৪ শতাংশ। তাঁরা বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন বৃহৎ সংস্থার কর্ণধার হিসেবে কাজ করছেন। সুন্দর পিচাই গুগুলের নতুন কর্ণধার, সত্য নাদেল্লা মাইক্রোসফটের প্রধান, মাস্টার কার্ডের শীর্ষব্যক্তি হলেন অজয় বাঙ্গা, রাজীব সুরি নোকিয়া এবং শান্তনু নারায়ণ অ্যাবোডের কর্ণধার। আর্সেলর মিত্তাল হলো পৃথিবীর বৃহত্তম স্টিল উৎপাদক কোম্পানি যার সভাপতি ও কর্ণধার হলেন লক্ষ্মী মিত্তাল, যিনি ২০১৫ সালে বিশ্বের প্রভাবশালীদের তালিকায় ৫৫ নম্বরে রয়েছেন। অ্যান্টোর্পের হিরা শিল্পের তিন-চতুর্থাংশ নিয়ন্ত্রণ করেন প্রবাসী ভারতীয়রা। আমেরিকার হোটেল ব্যবসার এক- তৃতীয়াংশ এবং ওষুধ ব্যবসায়ের প্রায় অর্ধেক নিয়ন্ত্রণ করেন গুজরাটীরা। বিদেশে ব্যবসা ও শিল্পের ক্ষেত্রে তাঁরা অগ্রণী হওয়া সত্ত্বেও দেশের প্রতি তাঁদের গভীর মমতা রয়েছে। বৃটেনের কর্মসংস্থান বিষয়ক রাষ্ট্রমন্ত্রী তথা সাংসদ প্রীতি পটেল সওয়াল করেছেন যে যাঁরা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে ভারতের ভাবমূর্তিকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করবেন তাঁরা তাঁদের কাজের জন্য জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবেন। ২০১৪ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময় বিবিসির জঘন্য ও পক্ষপাতমূলক নির্বাচনী প্রতিবেদন-সহ বিভিন্ন বিষয়ের তীব্র বিরোধিতা করে তিনি বিবিসির কর্ণধার লর্ড টনি হলকে চিঠি লেখেন। প্রধানমন্ত্রীর 'মেক ইন ইন্ডিয়া' কর্মসূচিকে সর্বান্তকরণে সমর্থন করা থেকে তাঁর বৃটেন সফরেও প্রীতি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন। তুলসী গাব্বার্ড এযাবৎ প্রথম ও একমাত্র হিন্দু প্রতিনিধি হিসাবে মার্কিন কংগ্রেসে নির্বাচিত হয়েছেন। প্রীতি তাঁর ভারতীয়ত্ব নিয়ে এতটাই গর্ববোধ করেন যে তিনি কার্যভার গ্রহণের সময় যে ভগবদ্‌গীতা ছুঁয়ে শপথ নিয়েছিলেন সেটিকে তিনি নরেন্দ্র মোদীকে উপহার দিয়েছেন। তুলসী কাশ্মীরের হিন্দু পণ্ডিতদের দুর্দশা এবং পাকিস্তানে হিন্দু ও অন্যান্য সংখ্যালঘু মানুষদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের মতো বিষয়গুলি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। গত জুলাই মাসে তিনি মার্কিন হাউস অফ রিপ্রেসেনটেটিভ-এ একটি প্রস্তাব উত্থাপন করে বাংলাদেশের সরকারকে সেখানকার হিন্দু ও দুর্বল সংখ্যালঘুদের মানবাধিকার রক্ষার সুপারিশ করেন। এছাড়াও এই দুই মহিয়সী মহিলা রাজনীতিক আমেরিকা ও বৃটেনে যাঁরা তাদের ঐতিহ্য সম্পর্কে যত্নবান হবেন এবং তাঁদের ধর্ম-সংস্কৃতি-পরম্পরা রক্ষায় সচেষ্ট হবেন এমন একটি জনসমাজ গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছেন। এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে অনাবাসী ভারতীয়দের সিংহভাগই তাঁদের ভারতীয় বংশ পরিচয় নিয়ে গর্বিত। তাছাড়া প্রবাসে তাঁরা তাঁদের মত ও বিশ্বাসকে অন্যের উপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করেননি, বরং সেখানকার প্রথা ও সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেদের সুন্দরভাবে মানিয়ে নিয়েছেন। সমস্ত ধর্মমত ও উপাসনা পদ্ধতির প্রতি সহিষ্ণুতা ও সম্মান প্রদর্শনের সনাতন ভারতীয় শিক্ষাকে অনুসরণ করে বিদেশের মাটিতে নিজেদের শান্তিপ্রিয় ও সহিষ্ণু জনসমাজ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সফল হয়েছেন। তাঁদের সুকৃতি ও সাফল্যে একদিকে যেমন বিশ্বের দরবারে ভারতের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে তেমনি সেসব দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রকে তাঁরা সমৃদ্ধ করেছেন, যার কারণে প্রবাসে তাঁদের প্রভাব অভাবনীয় ভাবে বেড়েছে।

প্রায় এক শতক আগে ফরাসি ও বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনকালে ভারতীয়রা কেনিয়া, উগাণ্ডা, মরিশাস, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং তানজানিয়াতে পাড়ি জমাতে শুরু করেন। এঁদের সিংহভাগই ছিলেন গুজরাটি আর পাঞ্জাবি। বর্তমানে দক্ষিণপূর্ব আফ্রিকাতে প্রায় ৩০ লক্ষ ভারতীয়র বাস। তাঁদের চালিত পুরানো গ্রামীণ মুদিখানা থেকে চিনি কলগুলি আজ সেখানকার অর্থনীতির মেরুদণ্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষকদের মতো পেশাদাররা আজ সেখানে উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছেন। মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী অনিরুদ্ধ জগন্নাথও ভারতীয় বংশোদ্ভূত। ইংলন্ডের প্রবাসী ভারতীয়রা আজ তৃতীয় প্রজন্মের। ২০১১ সালের জনসমীক্ষা অনুযায়ী ১৪.৫১ লক্ষ ভারতীয় সেখানে রয়েছেন। প্রথম প্রজন্মের ভারতীয়রা শ্রমিক হিসাবে কাজ করতেন। আজ পরিস্থিতিটা সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। তৃতীয় প্রজন্মের ভারতীয়রা আইন, ব্যবসা, চিকিৎসা প্রভৃতি ক্ষেত্রে অভাবনীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। উনিশ ও বিশ শতকের শেষ দিকে ভারতীয়রা আমেরিকায় যেতে শুরু করেন। প্রথমদিকে তাঁরা ট্যাক্সিচালক, শ্রমিক, কৃষক অথবা ছোট ব্যবসায়ী হিসেবে কাজ শুরু করেন। পরের দিকে বেশির ভাগই স্নাতক হিসেবে অধ্যয়ন, তথ্যপ্রযুক্তি, চিকিৎসার মতো ক্ষেত্রে পেশাদার হিসেবে পাড়ি দেন। ২০১১ সালের পরিসংখ্যান অনুসারে কানাডায় প্রায় ১২.৬০ লক্ষ ভারতীয় আছেন যাঁরা ভারতীয় বংশোদ্ভূত হিসেবে স্বকীয়তা রক্ষা করে চলেছেন। ক্রীতদাস প্রথা উঠে যাবার পর, ১৯১৭ সাল অবধি প্রায় ৫০ লক্ষ ভারতীয়কে বৃটিশ ভারত থেকে বৃটিশ ওয়েস্ট ইন্ডিজে শ্রমিকের চাহিদা পূরণ করার জন্য পাঠানো হয়। আজ গায়না, সুরিনাম, ত্রিনিদাদ ও ট্যোবাগোতে ভারতীয় বংশোদ্ভূত ক্যারিবিয়ানরা বৃহত্তম প্রাচীন জনগোষ্ঠী। আর জামাইকা, সেন্টভিনসেন্ট, গ্রানাডায় তাঁর দ্বিতীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠী। পৃথিবীতে প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে মালয়েশিয়ায় বসবাসকারীরা অন্যতম বৃহৎ জনগোষ্ঠী। আজ সেখানেকার প্রায় ৮ শতাংশ ভারতীয় জনগোষ্ঠী যাঁদের প্রায় ৯০

শতাংশই নিজেদের ভাষা, ধর্মকে অক্ষত রেখে হিন্দু বলে পরিচয় দেন। অন্যদিকে সিঙ্গাপুরের স্থায়ী বাসিন্দাদের ১০ শতাংশই ভারতীয় বংশোদ্ভূত। বর্তমানে সেখানকার চারটি স্বীকৃত সরকারি ভাষার মধ্যে তামিল একটি। পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলিতে প্রচুর ভারতীয় রয়েছেন যে সংখ্যাটা ২০০৭ সালের হিসেবে প্রায় ৬০ লক্ষ। কাতারে একক জনগোষ্ঠী হিসেবে ভারতীয়রা সর্ববৃহৎ এবং জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ। ২০০৭-২০০৮ সালে পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলি থেকে ভারতে প্রেরিত অর্থের পরিমাণ ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০০৯-এর হিসেবে অনুসারে প্রায় ৪ লক্ষ ভারতীয়রা অস্ট্রেলিয়ায় রয়েছেন যাঁদের মধ্যে অন্তত তিন লক্ষের জন্ম ভারতে। যখন সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থার ততটা উন্নতি হয়নি তখন অনেক ভারতীয়রা সেখানে উটে টানা ট্রেন চালাতে এসেছিলেন। আর বহু পাঞ্জাবি এসেছিলেন ভিক্টোরিয়া অঞ্চলে সোনার খোঁজে। দক্ষিণ কুইন্সল্যান্ডের বহু পাঞ্জাবি এসেছিলেন কলা চাষের শ্রমিক হিসেবে যাঁদের উত্তরসূরীদের অনেকে আজ বড় বড় জোতের মালিক। ২০০৭ সালের জনগণনায় ফিজি ৩৭.৩ শতাংশ নাগরিকই ভারতীয় বংশোদ্ভূত।

অনাবাসী ভারতীয়রা ইদানীং তাঁদের নিজ নিজ বাসভূমির রাজনৈতিক জীবনেও প্রভাব বাড়িয়ে তুলেছেন। সঙ্গত কারণেই এই জনসমাজ বিদেশ নীতিরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আন্তর্জাতিক কূটনীতির ক্ষেত্রেও তাঁরা আজ বেশ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছেন। আজ চীন যে শিল্পোন্নত দেশে পরিণত হয়েছে তার পিছনে অনাবাসী চীন সমাজের অবদান অসামান্য। আশি ও নব্বই দশকে চীনের বিদেশি বিনিয়োগের প্রায় ৬৮ শতাংশ এসেছে এঁদের কাছ থেকে। ইজরায়েলের প্রতি মার্কিন ও পশ্চিম ইউরোপের নীতি নির্ধারণে অনাবাসী ইহুদিদের শক্তিশালী প্রভাব রয়েছে। ভারতের ক্ষেত্রেও ঔপনিবেশিক শাসনের আগে ও পরে অনাবাসীদের সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রয়েছে। স্বভাবতই এঁদের কীভাবে উদ্দেশ্যপূর্ণ ভাবে কাজে লাগানো যায় তা নিয়ে গভীরভাবে ভাববার সময় এসেছে। যদিও প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই নিজেদের মধ্যে বিবাদে জর্জরিত পাশ্চাত্যের বিভিন্ন অঞ্চলে এঁরা জড়ো হতে শুরু করেন, তথাপি ঠাণ্ডাযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে একটা বিশ্বায়ন ও মিশ্রসংস্কৃতির আবহে এই অনাবাসী জনসমাজ বিভিন্ন দেশের নীতি-নির্ধারণে নির্ণায়ক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান এবং বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একটি তাৎপর্যপূর্ণ শক্তি হয়ে উঠেছে অনাবাসী ভারতীয় সমাজ। বিশ্বজুড়ে গণমাধ্যমের উত্থান, বিভিন্ন আর্থিক উপকরণ, সুবিধাজনক আদান-প্রদান, অর্থপাঠানোর সুবিধে, যোগাযোগের নিত্যনতুন প্রযুক্তি, পর্যটন ইত্যাদির ফলে অনাবাসী সমাজের সঙ্গে সহজে সম্পর্ক স্থাপন, ভাববিনিময়ের ফলে দেশি অনাবাসী এই প্রভেদটা ক্রমেই মুছে যাচ্ছে। স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অর্থবহ ভূমিকা নেবার জন্য তাঁরা আজ সুসংহতভাবে তাঁদের প্রতিপত্তি প্রমাণ করতে পারছেন।

এর সঙ্গে ভারতবর্ষের মতো দেশে 'মেধার নিষ্ক্রমণ' বিষয়টিও যথেষ্ট চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমেরিকায় স্নাতক স্তরে পড়াশুনার জন্য যেসব ছাত্ররা যায় পরিসংখ্যান অনুযায়ী তাদের অর্ধেকেরও বেশি আর দেশে ফেরে না, যার ফলে দেশে উচ্চ মেধার লোকের অভাব দেখা দিচ্ছে। এই কারণে অনেক দেশ দ্বৈত নাগরিকত্ব, শিক্ষা ও আন্তর্জাতিক বিষয়গুলিতে তাদের নীতি বদলাতে বাধ্য হচ্ছে। তবে এখন এর উল্টো প্রক্রিয়াও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। উদার আর্থিক নীতির সুবাদে মেধাবী দেশান্তরীরা আবার তাঁদের নিজ দেশে ফিরে আসছেন (brain circulation), যে প্রবণতা ভারত ও চীনে বেশি দেখা যাচ্ছে। প্রত্যাবর্তনকারীরা তাঁদের সঙ্গে উন্নত প্রযুক্তি, অর্থ, প্রতিষ্ঠান ও পরিচালনগত দক্ষতা দেশে আনছেন। এই ব্যাপারেটিকেই ভারত সরকার কাজে লাগানোর জন্য বিরাট সংখ্যার ইঞ্জিনিয়ার এবং উদ্যোগপতিকে দেশে ফেরার জন্য উৎসাহ দিচ্ছেন। উদাহরণস্বরূপ, ভারত অনাবাসী ভারতীয় বিষয়ক মন্ত্রক চালু করে অনাবাসী ভারতীয়র সঙ্গে ভারতীয় বংশোদ্ভূত এই বিশেষ মর্যাদাও দিচ্ছেন। কিছুদিন আগে পর্যন্তও অনাবাসীরা যেখানে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্ম ও অর্থসংক্রান্ত বিষয়ে ভারতের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করতেন আজ সেখানে ভারত নিজের উদ্যোগে বার্ষিক সম্মেলনের আয়োজন করছে যাতে অনাবাসী ভারতীয়রা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ বাড়াতে পারেন এবং বিদেশে যেসব পরিস্থিতি তাঁদের মোকাবিলা করতে হয় সেসব বিষয়ে মত বিনিময় করতে পারেন। আরও একটি উল্লেখ্য বিষয় হলো, সম্প্রতি ভারতবর্ষ এইসব অনাবাসী বা ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের দ্বৈত নাগরিকত্ব দিয়ে তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়াতে চাইছে।

বৃটেনের সাধারণ নির্বাচনের ফল ভারতীয়দের রাজনৈতিক সচেতনতায় আলোড়ন তুলেছে যা আজকের ভারতের মনোবল বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। ২০১০-এর নির্বাচনে আটজন ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছেন যাঁদের অনেকে মন্ত্রিত্ব পর্যন্ত পেয়েছেন। মরিশাসকে তো প্রায়শই ভারতের ক্ষুদ্র সংস্করণ বলা হয়ে থাকে। এর কারণ শুধু এইই নয় যে সেখানে প্রচুর ভারতীয় বাস করেন; মরিশাস হলো সেসব বিদেশি ভূখণ্ডের মধ্যে অন্যতম যেখানে ভারতীয়রা অবিসংবাদীভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতাও লাভ করেছেন। অন্যদিকে ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের ত্রিনিদাদ ও ট্যোবাগোতে শ্রীমতী কমলা প্রসাদ বিশ্বেশ্বর প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন, তাও আবার পার্টির প্রতিষ্ঠাতা পূর্বতন প্রধানমন্ত্রী বাসুদেব পাণ্ডেকে সরিয়ে যিনিও ভারতীয় বংশোদ্ভূত। আটলান্টিকের পশ্চিম পাড়ে, আমেরিকার রাজনীতিতেও ভারতীয়রা সমীহ করার মতো ক্ষমতা অর্জন করেছে। শুধু যে তাঁদের প্রশ্নাতীত অর্থনৈতিক সাফল্য, উদ্যম ও কঠোর পরিশ্রম, পারিবারিক মূল্যবোধ, সংস্কৃতি ও

ভারতীয় বংশোদ্ভূত বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব

ভি এস নইপল
নোবেল বিজয়ী ত্রিনিদাদি বৃটিশ ঔপন্যাসিক।

দীপক চোপড়া
মার্কিন লেখক এবং বাগ্মী।

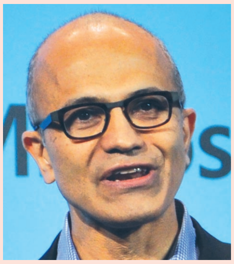

সত্য নাদেলা
মার্কিন ব্যবসায় পরিচালক এবং সিইও, মাইক্রোসফট।

লক্ষ্মী মিত্তাল
ইউ কে ভিত্তিক আর্সেলর মিত্তাল কোম্পানির চেয়ারম্যান এবং সিইও।

বেঙ্কটরামন রামকৃষ্ণন
মার্কিন ও বৃটিশ পরিকাঠামোগত জীববিজ্ঞানী এবং রয়্যাল সোসাইটির প্রেসিডেন্ট।

জুবিন মেহতা
পাশ্চাত্য ধ্রুপদী সংগীতের বিখ্যাত পরিচালক।

জগদীশ এন ভগবতী
আমেরিকা প্রবাসী বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ।

অনিরুদ্ধ জগন্নাথ
মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী।

প্রীতি পাটেল
বৃটিশ কনজারভেটিভ পার্টির রাজনীতিবিদ এবং কর্মসংস্থান দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী।

হরজিৎ সিং সজ্জন
রাজনীতিবিদ, কানাডিয়ান লিবারেল পার্টি এবং জাতীয় প্রতিরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী।

পরম্পরার সঙ্গে অটুট বন্ধনের মতো এই বিষয়গুলি এর পেছনে কাজ করছে তাই নয়, তাঁরা ধারাবাহিকভাবে সেখানকার পরিবেশের সঙ্গে একাত্ম হয়ে নিজেদের গ্রহণযোগ্যতাও বাড়িয়ে তুলেছেন। বারাক ওবামা প্রশাসন প্রচুর ভারতীয় আমেরিকান পেশাদারদের সরকারি দায়িত্বে নিয়োগ করে রেকর্ড গড়ে ফেলেছেন।

চীনকে আধুনিক শিল্পোন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে অনাবাসী চীন সমাজের যেমন অসামান্য অবদান রয়েছে, ভারতের ক্ষেত্রেও অনাবাসী সমাজের অবদান কিছু কম নয়। ২০১১-তে তাঁরা দেশে ৫৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার পাঠিয়েছেন যা কেরলের অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ২০ শতাংশেরও বেশি! পাঞ্জাবি অনাবাসীরা আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি কিনতে সাহায্য করে সবুজ বিপ্লবে তাঁদের অবদান রেখেছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর 'মেক ইন ইন্ডিয়া'-সহ আর্থিক প্রকল্পগুলি মেধার নির্গমন, পুঁজি দেশের বাইরে চলে যাওয়া, প্রযুক্তির অভাবের মতো বিষয়গুলি উল্টোপথে চালিত করে অনাবাসী সমাজকে দেশের নতুন উন্নয়ন যজ্ঞে সামিল করবে। এটা অনস্বীকার্য যে অনাবাসীদের, বিশেষত রাজনৈতিক ক্ষেত্রের সাফল্য তাঁদের মাতৃভূমিকে যথেষ্ট প্রভাবিত করছে। প্রবাসে তাঁদের রাজনৈতিক জয়লাভ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে যা পরোক্ষ ভারতীয়দের মনে বিশ্বকে নেতৃত্ব দেবার নৈতিক বল যোগাচ্ছে। পূর্ব আফ্রিকা, বৃটেন, ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ, ফিজি, মরিশাস প্রভৃতি ভূখণ্ডে ভারতীয়রা আজ তাঁদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন। আমেরিকায় ভারতীয়দের একটা বড় প্রভাব বিস্তারের মূলে রয়েছে উচ্চশিক্ষিত অনাবাসী ও ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের ধারাবাহিক সাফল্য। এটা পরিষ্কার যে বিশ্বব্যাপী ভারতীয়দের শক্তিবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে ভারত তার রাষ্ট্রীয় শক্তিকেও বাড়িয়ে নিতে চাইছে। সেদিকে তাকিয়ে ভারত আগামীদিনে অনাবাসী সমাজের প্রভাবকে কৌশলগত ভাবে ব্যবহার করতে চায়। প্রবাসে আমাদের শক্তিকে সুপরিকল্পিত ভাবে কাজে লাগানোর জন্য ভারতে যে তাৎপর্যপূর্ণ রাজনৈতিক পালাবদল ঘটেছে তাকে সর্বোতভাবে আমাদের সমর্থন করা উচিত। ■

বিভিন্ন দেশে অনাবাসী ভারতীয়

ভারতীয়দের পদচিহ্ন পড়েনি, পৃথিবীতে বোধ হয় এমন দেশ খুব কমই আছে। ভারতীয়বহুল এরকম কয়েকটি দেশের কথা তুলে ধরা হলো এখানে।

দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকা—প্রায় একশো বছর আগে বৃটিশ ও ফরাসিদের শাসনকালে ভারতবর্ষ থেকে বহু মানুষ জীবিকার সন্ধানে আফ্রিকা মহাদেশের কেনিয়া, উগাণ্ডা, মরিশাস, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং তাঞ্জানিয়ায় পাড়ি দেন। এই অভিবাসীদের বেশিরভাগই ছিল মূলত পাঞ্জাবি এবং গুজরাটি। বর্তমানে প্রায় ৩০ লক্ষ ভারতীয় সেখানে বসবাস করছেন। এবং তাঁরা সেদেশের চিকিৎসা, শিক্ষা, প্রযুক্তি, ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।

ইউ কে—বৃটেনে প্রবাসী ভারতীয়দের এখন তৃতীয় প্রজন্ম চলছে। বৃটিশ জনগণনা ২০১১-র রিপোর্ট অনুযায়ী সেখানে ভারতীয়দের সংখ্যা ১৪ লক্ষ ৫১ হাজার ৮৬২। এদের মধ্যে কন্নড়, তামিল, মাড়োয়ারি, পাঞ্জাবি, গুজরাটি ও বাঙালিদেরই প্রাধান্য। প্রথম দিকে ভারতীয়রা সেদেশে মজুর-শ্রমিক হিসেবেই গিয়েছিলেন। এখন সেই অবস্থা আর নেই। ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। তৃতীয় ও চতুর্থ প্রজন্মের ভারতীয়রা জীবনের নানা ক্ষেত্রে, বিশেষত আইন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করেছেন।

ইউ এস এ—বিশ্বের এই অন্যতম বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশটিতে ভারতীয়রা আসতে শুরু করে ঊনবিংশ শতকের শেষ থেকে বিংশ শতকের প্রথমার্ধে। এখানকার ভারতীয় অভিবাসীদের মধ্যে বেশিরভাগই শিখ। পরবর্তীকালে শিক্ষার প্রয়োজনে সেদেশে প্রচুর ভারতীয়ের আগমন ঘটে এবং পরবর্তীতে শিক্ষা, চিকিৎসা এবং তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রে ভারতীয়দের জয়জয়কার ঘোষিত হয়।

কানাডা—২০১১-র কানাডার জনগণনা অনুযায়ী এক লক্ষাধিক ভারতীয়ের বাস সেখানে। কানাডায় ভারতীয় বসতি স্থাপনের ইতিবৃত্তটা আবার একটু অন্যরকম। ১৮৯৭ সালে লন্ডনে অনুষ্ঠিত রানী ভিক্টোরিয়ার হীরকজয়ন্তী সমারোহ উদ্‌যাপনের পর বাড়ি ফেরার পথে কিছু সংখ্যক ভারতীয় সেনা কানাডায় পৌঁছোয় এবং সেখানেই বসতি স্থাপন করে। মূলত গুজরাটি, মারাঠী, মালয়ালি, পাঞ্জাবি এবং তামিল বংশোদ্ভূত ভারতীয়রা সেখানে রয়েছেন।

ক্যারিবিয়ান---লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে দাস প্রথার অবসানে ১৮৩৮ থেকে ১৯১৭-র মধ্যে প্রায় ৫ লক্ষ ভারতীয়কে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক হিসাবে বৃটিশ শাসিত পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে নিয়ে আসা হয়েছিল। ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের পূর্বপুরুষেরা মূলত পূর্ব উত্তরপ্রদেশ এবং পশ্চিম বিহারের অধিবাসী হলেও গুয়াডিলুপ এবং মার্টিনিকের অভিবাসীগণ প্রধানত অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তামিলনাড়ুর বাসিন্দা ছিলেন।

মালয়েশিয়া---বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের সর্বাধিক বসতি মালয়েশিয়ায়। বৃটিশ রাজত্বে ভারতীয়রা মূলত শ্রমিক হিসাবে মালয়েশিয়ায় পাড়ি জমিয়েছিলেন। মালয়েশিয়ার মোট জনসংখ্যার ৮ শতাংশ ভারতীয়। তার মধ্যে বেশিরভাগই অবশ্য তামিল। তবে এছাড়াও রয়েছে মালয়ালম্, তেলুগু, পাঞ্জাবি ও গুজরাটি। ৯০ শতাংশ ভারতীয়ই যেখানে হিন্দু এবং তাঁরা তাঁদের দেশজভাষা ও সংস্কৃতিকে এখনও ধরে রেখেছেন।

সিঙ্গাপুর---দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই দেশটির মোট জনসংখ্যার ১০ শতাংশ ভারতীয় সিঙ্গাপুরীয়। প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষ ও সিঙ্গাপুরের মধ্যে উচ্চমনের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ থাকায় তা দেশজ মালয় সমাজের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। সিঙ্গাপুরের স্বীকৃত চারটি ভাষার মধ্যে একটি আমাদের দেশজ ভাষা, তামিল।

পশ্চিম এশিয়া---পশ্চিম এশিয়ার মরুদেশগুলিতেও প্রবাসী ভারতীয়ের সংখ্যা নেহাত কম নয়। অর্থের প্রয়োজনে এদেশে পাড়ি দেওয়া সামান্য শ্রমিক থেকে শুরু করে চিকিৎসক, প্রযুক্তিবিদ, আইন ব্যবসায়ী বা কেরানির কাজে নিযুক্ত এমন প্রচুর ভারতীয় সেখানে রয়েছেন। গল্ফ কোঅপারেশন কাউন্সিলের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলিতে প্রায় ৬০ লক্ষ ভারতীয় (২০০৭ এর হিসাব অনুসারে) রয়েছেন। কাতারের জনসংখ্যার ২৫ শতাংশ ভারতীয় (একক বৃহত্তম গোষ্ঠী)। উপসাগরীয় দেশগুলিতে বসবাসরত ভারতীয়রা প্রতিবছর প্রায় ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (২০০৭-০৮) ভারতে প্রেরণ করে তাদের ভারতস্থিত পরিবারের সদস্যদের জন্য। যার ফলে প্রতিবছর কয়েক কোটি মার্কিন ডলার দ্বারা ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হচ্ছে।

অস্ট্রেলিয়া—২০০৯-এ প্রাপ্ত একটি তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে ৩,৯০,৮৯৪ জন ভারতীয় বংশোদ্ভূত অস্ট্রেলিয়ান, যার মধ্যে ৩,০৮,৫৮২ জন আবার ভারতের মাটিতে জন্মেছে। সুদূর দক্ষিণ গোলার্ধের এই দেশটিতে যখন রাস্তাঘাট অনুন্নত বা কোথাও কোথাও তৈরি হয়নি তখন উটে টানা ট্রেন চালানোর জন্য অনেক ভারতীয় ওদেশে যান। বহু পাঞ্জাবি আবার সোনা খোঁজার নেশায় সেখানে এসে উপস্থিত হন। দক্ষিণ কুইন্সল্যান্ডে কলা বাগিচায় কাজ করার উদ্দেশ্যেও বহু শিখ ওদেশে চলে যান। আবার ভাগ্যের ফেরেই এই শিখদের উত্তরসূরীরাই পরবর্তীকালে কলা বাগিচাগুলির মালিক হয়ে ওঠেন।

ফিজি—ফিজির মূল বাসিন্দাদের ৩৭.৬ শতাংশই (২০০৭ এর জনগণনা অনুসারে) ভারতীয় বংশোদ্ভূত। ওদেশেও ভারতীয়দের আগমনের নেপথ্যে ছিল চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক হিসাবে আখ ক্ষেতে কাজ করার করুণ ইতিহাস। ফিজির বৃটিশ শাসকরা ১৮৭৯ থেকে ১৯১৬ সালের মধ্যে ভারতবর্ষ থেকে প্রচুর গরিব ভারতীয়কে ওদেশে নিয়ে আসে। তবে পরবর্তীকালে আরও উন্নততর জীবনের সন্ধানে অনেক ভারতীয়ই ফিজি ত্যাগ করেন। আর এই নিষ্ক্রমণ আরও গতি পায় ১৯৮০-র দশকে যখন ওদেশ অশান্ত হয়ে উঠেছিল।

চিঠিপত্র

এক স্বয়ংসেবকের দুঃসাহসিক কাজ

মালদহ জেলার ইংলিশ বাজার থানার যদুপুর গাবগাছিতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক অভিনব ঘোষ তাদের বাড়িতে চুরি করতে ঢোকা চোর মতিউর রহমানকে হাতে নাতে ধরে ফেলে সকলের চোখে হিরো হয়ে গিয়েছে। ২৪ জানুয়ারি রাত্রি ২ টায় অভিনব বন্ধ জানালাতে টোকা মারার শব্দ পেয়েও চুপ করে থাকে। কিছুক্ষণ পর সে বাড়ির ভিতরে কারো হাঁটাচলার শব্দ শুনতে পায়। দরজার ছিটকিনি খুলতে গিয়ে দেখে ওপার থেকে বন্ধ রয়েছে। অভিনব একটু ঠেলতেই দরজা খুলে যায়। সেই মুহূর্তে চোর একতলা থেকে ল্যাপটপ, মোবাইল, ঘড়ি নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। সাহসী অভিনব চোরকে জাপটে ধরে এবং চিৎকার করে সবাইকে ডাকতে থাকে। ততক্ষণে পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে। বাকি দুই চোর প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে চুরি করা একটি সাইকেল, কাঁসার থালা, মোবাইল ফোন ফেলে পালিয়ে যায়। ধৃত চোরের বয়ানের সূত্র ধরে কমলাবাড়ি থেকে ফিরোজ শেখ নামে আরও এক চোরকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পুলিশ কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ফিরোজ শেখকে থানা থেকে ছেড়ে দেয়। অপরদিকে আহত মতিউর রহমানের বউ থানাতে অভিযোগ করে যে তার স্বামীকে রাতের অন্ধকারে কে বা কারা মেরে ৫ হাজার টাকা ও মোবাইল ছিনতাই করেছে। পুলিশ অভিনবর বীরত্বকে গুরুত্ব না দিয়ে চোরের বউয়ের অভিযোগ গ্রহণ করে চোরকে ছেড়ে দেয়। পুলিশের ভূমিকায় গ্রামবাসী ক্ষোভে ফুঁসলেও এলাকায় চুরি বন্ধ হওয়ায় অভিনবকে তারা বীরের আসনে বসিয়েছে।

—**তন্ময় পণ্ডিত,**
কাঞ্চনতার, মালদহ।

ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা

গজল সম্রাট পাকিস্তানের গুলাম আলিকে যখন সারা দেশ প্রত্যাখ্যান করেছে তখন রাজ্য সরকারের উদ্যোগে রমরমিয়ে এ রাজ্যে ওই গজল গায়কের অনুষ্ঠান করা হলো। এ রাজ্যে আর্থিক দুরবস্থার মধ্যেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে মুসলমান তোষণের আরও একটি নজির সৃষ্টি করলেন। বিধানসভা ভোটের আগে এঘটনাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বললেও অত্যুক্তি হয় না। মূলত সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্ককে করায়ত্ত করার লক্ষেই সংখ্যালঘু বিত্ত নিগমের ব্যানারে এই অনুষ্ঠান করা হয়েছিল তা বলতে দ্বিধা নেই। অথচ রাজ্যের মুর্শিদাবাদ মালদা জেলায় একের পর এক জেহাদি তাণ্ডব চললেও প্রশাসন নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে থাকে। মালদার কালিয়াচকে সম্প্রতি দেশবিরোধী কার্যকলাপের সত্য ঘটনা উন্মোচিত হওয়ার আশঙ্কায় বিজেপি-কে সভা করার অনুমতি পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। মুখ্যমন্ত্রীর সংখ্যালঘু প্রীতির জন্যই কালিয়াচকের মতো ঘটনা আরও ঘটলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। মূলত শাসক দলের পরোক্ষ মদতেই সংখ্যালঘুরা দিকে দিকে নিজেদের হাতে আইন তুলে নেওয়ার মতো সাহস দেখাতে পারছে তা বলা যায়। এসব ঘটনা সত্ত্বেও কোনো এক সংবাদপত্রের সম্পাদক এ রাজ্যে গজল সম্রাটের সঙ্গীতানুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তিনি অসহিষ্ণুদের হারিয়ে সহিষ্ণুদের জয় হলো বলে সংবাদপত্রে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু এ ঘটনা যদি সহিষ্ণুতার পরিচয় হয় তাহলে সারাদেশ এই পাকিস্তানি গজল সম্রাটকে প্রত্যাখ্যান করল কেন? হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ কাশ্মীর থেকে বিতাড়িত হলো কেন? পাঠানকোটে পাক জঙ্গি হানা কি সহিষ্ণুতার পরিচয়? পাক মদতে এ ধরনের ভারতবিরোধী চক্রান্ত যখন ক্রমবর্ধমান তখন সে দেশের গজল গায়কের অনুষ্ঠানের অনুমতি দেওয়া কখনই সহিষ্ণুতার কাজ নয়। ইসলামি অসহিষ্ণুতার উদাহরণ শুধু আমাদের দেশ নয়, বিদেশেও পরিচিত।

ইসলামি বুদ্ধিজীবীরা যদি মনে করেন যে ইসলাম উদার ধর্মমত, তাহলে আজকের ইসলাম সমাজে ধর্মের নামে যে অসহিষ্ণুতা চলেছে তা সংস্কারে এগিয়ে আসা প্রয়োজন। সেই সঙ্গে তথাকথিত রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীরা সংখ্যালঘু তোষণের নামে যে অসহিষ্ণুতার বাতাবরণ তৈরি করছেন তার অবসান দরকার।

—**সমীর কুমার দাস,**
দ্বারহাট্টা, হুগলী।

॥ ২ ॥

আজ পাকিস্তান ও বাংলাদেশে প্রতিনিয়ত সংখ্যালঘু হিন্দুদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। তারা ধর্মীয় বিদ্বেষের শিকার হচ্ছে। এই দুই দেশেই সংখ্যালঘু পরিবারের মেয়েদের উপযুক্ত নিরাপত্তা নেই। স্কুল-কলেজে যাওয়ার পথে হামেশাই হিন্দু মেয়েরা বিপদে পড়ে। জোর করে প্রেম নিবেদন থেকে বিয়ে করার জন্য হিন্দু মেয়েদের তুলে নিয়ে যাওয়ার মতো জঘন্য ঘটনা ঘটে। ঘটে ধর্ষণ, নারকীয়তা। পুলিশ ও প্রশাসনের কাছে নিরাপত্তার আর্জি জানালেও কিছুই হয় না। আইন-প্রশাসন নীরব থাকে।

এসব বিষয়ে, বিশেষ করে ইসলামি মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে কথা বললেই কোতল। উদাহরণ— বাংলাদেশের ব্লগার অভিজিৎ রায়, অনন্ত বিজয় দাস, নিলয় চট্টোপাধ্যায়। ইসলামি মৌলবাদীরা মানবাধিকারকে সহ্য করতে পারে না। তাই ইসলামের দোহাই দিয়ে পাকিস্তানের শাবিন মাহমুদ নামে মানবাধিকার রক্ষার সংগ্রামে ব্রতী একজন মহিলাকে জেহাদিরা গুলি করে।

ভারতে যদি বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মতো মুসলমানদের উপর অত্যাচার হোত তবে তারা এদেশ ছেড়ে প্রতিবেশী মুসলমান দেশগুলিতে চলে যেত, ঠিক তাতো হচ্ছে না!

—**সুনীল শমাচার্য,**
শ্যামনগর, উত্তর ২৪ পরগনা।

আর কতদিন সহিষ্ণু থাকব?

শান্তি রঞ্জন দাস

কোনো ঘটনার সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় গুরুত্বের উপর বিচার করে ন্যায় অন্যায় বিচারবোধ থেকে সহিষ্ণুতা ও অসহিষ্ণুতার সৃষ্টি হয়। কোনো ঘটনা যতই গুরুগম্ভীর হোক না কেন তার বিচারের জন্য দেশের আইন আদালত আছে, স্বতঃপ্রোণোদিত হয়ে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে প্রাণহানি কাম্য নয়। অন্যদিকে দেশের সংবিধান, আইন ও জনজাতির ভাবাবেগের কথা উপেক্ষা করে কোনো ঘটনা ঘটালে তার ফল অসহিষ্ণুতার জন্ম দেয়। দাদরির ঘটনা এইরকম এক উদাহরণ। সংবিধানের ২০১ ধারায় গোহত্যা নিষিদ্ধ আমাদের দেশে। কিন্তু যদি কেউ কোনো ইসলামিক দেশে শুয়োর কেটে খায় তাহলে তার ফল কি সহিষ্ণুতার হবে? স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে কোটি কোটি হিন্দু জীবন, সম্পত্তি ও মান সম্মান ইজ্জত খুইয়ে বাংলাদেশ ও পাকিস্তান থেকে ভারতবর্ষে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন, এটা কোনো সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছিল ওখানকার মুসলমানেরা? হিন্দু জনজাতি সহিষ্ণুতা দেখাতে দেখাতে শ্রীলঙ্কা, ব্রহ্মদেশ, আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ হারিয়েছে, আর কত সহিষ্ণুতা দেখালে উক্ত দেশগুলি ভারতবর্ষের সঙ্গে পুনরায় মিলিত হবে? এই হিন্দুজাতির সহিষ্ণু ব্যবহার কি মুসলমানেরা সহিষ্ণুতার সঙ্গে চিন্তা করবে? তার নিশ্চয়তা আছে কি? ঠাকুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসের কথায় 'ওরে ফোঁস করতে ছাড়িসনে' মেনে প্রতিক্রিয়া আমাদের করতেই হবে না হলে ভারতবর্ষে অচিরে সংখ্যালঘু হয়ে ইরাকের ইয়াজিদি সম্প্রদায়ের মতো হিন্দুদের দশা হবে।

আটষট্টি বছর পূর্বে নেহরু ও গান্ধীজীর লোভী, আত্মহননকারী সিদ্ধান্তের ফলে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমাদের দেশ থেকে পৃথক হয়েছিল, দেশমাতার অঙ্গচ্ছেদ মুসলমানদের কোনো সহিষ্ণুতার পরিপ্রেক্ষিতে হয়েছিল? জিন্নার দ্বিজাতি তত্ত্ব কি সহিষ্ণু বা সহাবস্থান দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়? তখন মানুষ যদি জিন্না, গান্ধী ও নেহরুদের সিদ্ধান্তের উপর অসহিষ্ণু হোত তাহলে হয়তো দেশভাগ আটকানো যেতো।

ইন্দিরা গান্ধীর হত্যার ঘটনা ঘটার পর প্রকাশ্যে রাজপথে তিন হাজারের উপর শিখ ধর্মীয় মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল। বর্তমান রাষ্ট্রপতি তখন কেন্দ্রীয় সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী ছিলেন। শিখ হত্যা কি তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের চূড়ান্ত অসহিষ্ণুর পরিচয় নয়? রাষ্ট্রপতি কি তখন দেশে অসহিষ্ণুতার উপলব্ধি করেননি? ১৯৮৯-৯০ সালে হিজবুল মুজাহিদিন কাশ্মীরের তিনশো হিন্দু পণ্ডিতকে হত্যা করেছিল, আজ থেকে ছ-সাত মাস পূর্বে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার উস্তী বাজারে হাজার দুয়েক মুসলমান আক্রমণ, মারধোর, লুটপাট করে হিন্দুদের চোদ্দ পনেরোটি দোকানে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। এছাড়া বিগত চার পাঁচ বছর যাবৎ মাথায় ফেজ টুপীধারী গোঁফ কামানো দাড়িওয়ালা ধর্মীয় গোঁড়া মুসলমানের অস্তিত্ব ও অত্যাচার বেড়েই চলেছে; কোথাও হিন্দু মহিলা ধর্ষণ, হিন্দু মানুষ খুন, দেবদেবী ও ধর্মীয় মিছিলে হামলা। ২০০৮ সালে মুসলমান মহিলা বিয়ে করার অপরাধে শৈলেন্দ্র প্রসাদের মাথা কেটে নিয়েছিল মুর্শিদাবাদের গজু শেখ সাত্তার শেখেরা। এইরকম ঘটনা আমাদের পশ্চিমবঙ্গে অহরহ ঘটে চলেছে। এই কি সহিষ্ণুতার পরিচয়?

২০১১ সালে সোনিয়ার 'সাম্প্রদায়িক এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্যে হিংসা বিরোধী বিল ২০১১' যদি আইনে পরিণত হতে পারতো তাহলে হিন্দুস্থানে হিন্দুদের অবস্থা ভয়াবহ হয়ে উঠতে বেশি সময় লাগতো না। সোনিয়া এই বিলটি কোনো ধর্মীয় ভাবাবেগের তাড়নায় তাড়িত হয়ে এবং কোন ধর্মীয় সহিষ্ণুতা অন্তরে পোষণ করে বিলটি রচনা করে আইনে পরিণত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন?

আমাদের দেশে থেকে খেয়ে কোটি কোটি অর্থ উপার্জন করে দেশের আইন ও নেটিভ জাতির জাতীয়তাবাদ বিরোধী কাজ করলে অসহিষ্ণুতার সম্মুখীন তো হতেই পারে। সৎ, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন কি অসহিষ্ণুতা? এই হিন্দু জাতি স্বাধীনতার পূর্বে মুসলমান ও বৃটিশ দ্বারা অত্যাচারে জর্জরিত হয়েছে আর স্বাধীনতার পরবর্তীতে রাজনীতির কারবারীদের অত্যাধিক মুসলমান তোষণের যাঁতাকলে পড়ে অত্যাচারিত ধর্ষিতা হচ্ছে, জীবন সম্পত্তি, দেবদেবীর বিগ্রহ বিপন্ন হচ্ছে, হিন্দু ধর্মাচরণে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। কিছুদিন আগে রাজাবাজারের মুসলমানেরা নীতিহীন ভাবে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ করে রাজাবাজার, তপসিয়া, ট্যাংরা, শিয়ালদার রাস্তা অবরোধ করে রাখলো, পার্কসার্কাস ময়দানে মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্তের ও কবি মুকুন্দ দাসের স্ট্যাচু ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে মসজিদ তৈরি করলো, বর্ধমানের বাজেপ্রতাপপুর, হুগলীর পুড়শুড়ো ও চিলিডিঙ্গিতে দুর্গা, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও কালীমূর্তি ভেঙ্গে দিলো, অথচ আমাদের রাজ্যের চূড়ান্ত সাম্প্রদায়িক পদলেহনকারী সরকার ও তার প্রশাসন নীল সাদা শাড়ীর আঁচলে মুখ ঢেকে নিশ্চুপ সহিষ্ণুতা দিবস পালন করলো। এই অবস্থা আমাদের পশ্চিমবঙ্গে। তো, মাননীয় পদ্মশ্রী খেতাবজয়ী বুদ্ধিজীবী, বলি-টলিউডের সুন্দর কান্তির মানুষজন, অতি প্রগতিবাদী বাম রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সোনিয়া রাহুল গান্ধী উক্ত ব্যাপারে আপনাদের মুখ চুপ কেন? কিসের এত সহিষ্ণুতা? দেশের অধিক সংখ্যক মানুষের ভোটে বিজেপি অর্থাৎ নরেন্দ্র মোদী সরকারে এসেছেন, গদি হারানোর এত অসহিষ্ণুতা কিসের রাহুল গান্ধীবাবু? যোগ্য ব্যক্তিকেই তো প্রধানমন্ত্রী পদে বসান হয়, উত্তরাধিকার সূত্রে এখন আর হয় না। কিন্তু কিছু বুঝেও কংগ্রেস, তৃণমূল, সিপিএম ও অন্যান্য কিছু ধান্দাবাজ রাজনৈতিক দল বিগত লোকসভা ও রাজ্যসভা পণ্ড করলো বুভুক্ষু কালাহাণ্ডি, আমলাশোল মার্কা দেশের মানুষের কোটি কোটি টাকা নষ্ট করে এ কোন সহিষ্ণুতা?

ইড়া ভারতী সরস্বতী

ড. গৌতম পাল

বেদে পুরুষ দেবতার প্রাধান্য এবং সংখ্যাধিক্য। পুরুষ দেবতার তুলনায় নারী দেবতার সংখ্যা যেমন স্বল্প, প্রাধান্যও তেমনি কম। স্বল্পসংখ্যক নারী দেবতার মধ্যে অপেক্ষাকৃত প্রাধান্য লাভ করেছেন অদিতি, ঊষা ও সরস্বতী। সরস্বতীর সঙ্গে ইড়া ও ভারতী নাম্নী দুই দেবীর নাম অনেকবার সংশ্লিষ্ট হয়েছে। ঋগ্বেদে ৫/৫/৮, ৭/২/৮, ৯/৫/৮ এবং ১০/৭০/৮ ঋকে এই তিন দেবীকে একত্রে আহ্বান করা হয়েছে।

সরস্বতী সর বা জলসমন্বিত অন্তরীক্ষ দেবী। ভারত শব্দের অর্থ রবি— রবির কান্তি বা জ্যোতিই ভারতী--- 'ভরতো রবিস্তৎকান্তির্ভারতী'। ইড়া, ভারতী ও সরস্বতী অগ্নির তিন মূর্তি --- 'তিস্রঃ দেব্যোঽগ্নিমূর্তয়ঃ'। ইড়া বর্ষা ঋতুর, ভারতী শরৎ ঋতুর এবং সরস্বতী শীত ঋতুর যজ্ঞরূপা তিন দেবী। তিন দেবী একাত্ম বলেই অথর্ববেদে তিনজনকেই তিন সরস্বতী বলা হয়েছে। সাধর্ম্যবশত তিন সরস্বতী পরবর্তীকালে এক বাগাধিষ্ঠাত্রী সরস্বতীতে পরিণত হন।

স্বর্গ, মর্ত্য ও অন্তরীক্ষ— এই ত্রিলোক যিনি দীপ্তি দ্বারা পূর্ণ করেন, তিনি অবশ্যই সূর্য বা সূর্যের কিরণ। সুতরাং সরস্বতী কেবল অগ্নি নন, তিনি সূর্যের তেজই। দেবী ভাগবতে সরস্বতী জ্যোতিরূপা। ভৃগুপনিষদে জ্যোতির্ময়ী সরস্বতী ও জলময়ী সরস্বতীর সমীকরণ হয়েছে---'অপ্সু জ্যোতিঃ প্রতিষ্ঠিতম্'। 'সরস্' শব্দের প্রকৃত অর্থই জ্যোতিঃ, তদুত্তরে অস্ত্যর্থে বতু এবং স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্ প্রত্যয় করে নিষ্পন্ন হয়েছে 'সরস্বতী' শব্দটি। আলোকময়ী বলেই তিনি সর্বশুক্লা।

শুক্ল যজুর্বেদে সরস্বতী স্বয়ং ভিষক অর্থাৎ চিকিৎসক এবং দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের পত্নী। সরস্বতী অশ্বিনীদ্বয়ের দ্বারা অশ্বিনীদ্বয়ের পত্নীরূপে গর্ভে ইন্দ্ররূপ শোভন পুত্র ধারণ করেছিলেন। অশ্বিনীদ্বয়ের সাহায্যে সরস্বতী নমুচি নামক অসুরের নিকট থেকে ইন্দ্রের জন্য সোম নিয়ে আসেন। অশ্বিনীদ্বয়ের পত্নীরূপে একই রীতিতে সরস্বতী ইন্দ্রপত্নী। সরস্বতীর রোগনিরাময় শক্তির কথা পরবর্তীকালেও জনস্মৃতিতে বিরাজিত ছিল। কথাসরিৎসাগরে সোমদেব জানিয়েছেন যে, পাটলিপুত্রের নারীরা রুগ্ন ব্যক্তির চিকিৎসার জন্য সরস্বতীর ওষুধ ব্যবহার করতেন।

মহাভারতে এক স্থানে সরস্বতীর বিনাশের কারণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, সরস্বতী শূদ্র ও আভীরদের প্রতি বিদ্বেষবশে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। মহাভারতেই আর একস্থানে নিষাদের দোষেই সরস্বতী পৃথিবীতে প্রবেশ করেছিলেন। বর্তমান উদয়পুর, মেবাড় ও রাজপুতনার পশ্চিমপ্রান্তে মরু অঞ্চলে সিরসা অতিক্রম করে ভুট্নোর মরুভূমিতে সরস্বতীর বিলোপ স্থান বিনশন। এই বিনশন তীর্থই মধ্যদেশ, অন্তর্বেদী ব্রহ্মাবর্ত এবং কুরুক্ষেত্রের পশ্চিম সীমা। কাত্যায়ন বলেছেন, সরস্বতী বিনশনে শুক্লা সপ্তমীতে দীক্ষা গ্রহণ করতে হবে— 'শুক্লপক্ষ সপ্তম্যাং দীক্ষা সরস্বতী বিনশনে'।

বৈদিক সরস্বতীর লুপ্তাবশেষ আজও কচ্ছ ও দ্বারকার নিকটে সমুদ্রের খাড়িতে গিয়ে মিলিত হয়েছে। সরস্বতী নদীর বিনাশ ঘটেছিল অবশ্যই বৈদিক যুগের শেষ ভাগে, কিন্তু তখন ইরানেও সরস্বতী নদীর অস্তিত্ব ছিল বলে পণ্ডিতরা মনে করেন। নদী সরস্বতীর মহিমা ভারতবাসীর মনের এত গভীরে যে পরবর্তীকালে গঙ্গা সরস্বতীর স্থান গ্রহণ করলেও সরস্বতীর নব নব আবির্ভাব কল্পনাও অপ্রতিহত ছিল। প্রয়াগে অন্তঃসলিলারূপে গুপ্তভাবে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গে সরস্বতীর সঙ্গম, পশ্চিমবঙ্গে হুগলী জেলায় ত্রিবেণীতে গঙ্গার স্রোতধারা থেকে সরস্বতীর মুক্তি। বামন পুরাণে নদী সরস্বতী সর্বময়ী জলরূপাই শুধু নন, তিনিই সর্বময়ী মহাশক্তিরূপা।

ঋগ্বেদের যুগে মূর্তি পূজার প্রচলন ছিল না। জ্যোতিরূপা সরস্বতী ও নদীরূপা সরস্বতী— এই দুই সরস্বতীর ধারণা বৈদিক যুগে বর্তমান ছিল। এই দুই সরস্বতী মিলে মিশে একাকার হয়ে এক সরস্বতী দেবীর আকার পরিগ্রহ করেছিল।

ঊষা ও সরস্বতী অভিন্ন, কারণ উভয়েই জ্যোতির্ময়ী। সূর্যাগ্নির দীপ্তিময় কিরণ মেঘরূপে বৃষ্টি প্রদান করে--- কৃষি ও পশুবৃদ্ধির সহায়ক হয়। সেইজন্যই ঊষা ও সরস্বতী অন্নময়ী অন্নদাত্রী। অপর দিকে, সরস্বতী নদীর তটবর্তী ভূভাগ সরস্বতীর জলে ও পলিতে প্রচুর শস্যের উৎসরূপে কৃষি বৃদ্ধির দ্বারা মানবের জীবিকা ও সম্পদের হেতু হওয়ায় নদী সরস্বতী অন্নময়ী অন্নদাত্রীরূপে স্তুতা হয়েছেন। বৈদিক যুগে সরস্বতীই ধনের দেবতা। সরস্বতী কেবল অন্ন, ধন ও সম্পদদায়িনী নন; তিনি সম্পদের রক্ষাকর্ত্রীও। তিনি বৃত্র ও অন্যান্য মায়াবী দানব বধ করেছেন।

বৈদিক সরস্বতী বাগাধিষ্ঠাত্রী বা বাগ্দেবীরূপেও বর্ণিতা হয়েছেন। ঋক্বেদে সরস্বতীর সঙ্গে বিদ্যাধিষ্ঠাতৃত্বের কোনো সম্পর্ক না থাকলেও অথর্ববেদে এবং ব্রাহ্মণে সরস্বতী বাগ্রূপ। রামায়ণে বাণী-সরস্বতীও বাগ্দেবতা; বাক্ই সরস্বতী। বাক্ সুরূপা ও

বিরূপ। বাক্ বা সরস্বতী এখানে রূপস্রষ্ট্রী। সুরূপ এবং কুরূপ প্রকাশ পায় সূর্যের আলোকেই।

প্রজাপতি বাকের সৃষ্টিকর্তা। তিনি বাক্‌কে পার্থিব, অন্তরীক্ষস্থ এবং দ্যুলোকস্থ অর্থাৎ অগ্নি, বিদ্যুৎ ও সূর্যরূপে তিন ভাগে বিভক্ত করেছিলেন। পরবর্তীকালে পৌরাণিক উপাখ্যানে সরস্বতী প্রজাপতি ব্রহ্মার কন্যা, কখনও পত্নী।

সকল জ্ঞানের ভাণ্ডার সূর্যাগ্নিরূপী ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর। তাঁদেরই শক্তি জ্যোতিঃরূপা সরস্বতী জ্ঞানের দেবী। সরস্বতী-তীরে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত হয়েছিল, এখানেই ঋষি লাভ করেছিলেন বেদ,— ঋক্‌মন্ত্র ঋষির কণ্ঠ থেকে নির্গত হয়েছিল,— সাম মন্ত্র গীত হয়েছিল। সুতরাং যজ্ঞাগ্নিতে হবিঃ প্রদানকালে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারিত হওয়ায় সরস্বতী হলেন বিদ্যারূপা বা বাক্‌রূপা— জ্ঞানের উদ্দীপনকারিণী।

সরস্বতীর প্রকৃত তাৎপর্য নিহিত রয়েছে সূর্যাগ্নির জ্যোতিতে। সূর্যাগ্নির তেজ তাপ ও চৈতন্যরূপে জীবদেহে বিরাজ করায় চেতনা, বোধ বা জ্ঞানের প্রকৃত কর্ত্রী দিব্যসরস্বতী। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে গোলোকে বিষ্ণুর তিন পত্নী— লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গঙ্গার পরস্পর বিবাদের ফলে গঙ্গার শাপে সরস্বতীর মর্ত্যে নদীরূপতা প্রাপ্তির তাৎপর্যই হচ্ছে দিব্য সরস্বতীর মর্ত্যে সরস্বতী নদী ও সরস্বতী দেবী রূপে প্রতিষ্ঠিতা হওয়ার তত্ত্ব।

শুক্ল যজুর্বেদে সরস্বতীর স্তন্যদুগ্ধ সুখকর, ধনদ ও বিশ্বপালক। ঋষি বলেছেন— হে সরস্বতী! তোমার সেই স্তন আমার পানের জন্য প্রদান কর, যে স্তন গুহাহিত, সুখকর, রত্নধারণকারী, ধনদাতা, উৎকৃষ্ট বস্তুদাতা— যে স্তনের দ্বারা তুমি বিশ্বভুবন পালন কর।

সরস্বতী পুত্র কামনা করে তুষারপর্বতে তপস্যা করেছিলেন। তপস্যায় তুষ্ট ব্রহ্মা তাঁকে বললেন, তোমায় পুত্র দান করবো। তারপর তিনি কাব্যপুরুষকে প্রসব করলেন।... তোমার কাব্যপুরুষের শরীর শব্দ ও অর্থ দিয়ে গঠিত, সংস্কৃত ভাষা তাঁর মুখ, প্রাকৃত ভাষা তাঁর বাহু, অপভ্রংশ ভাষা জঘনদেশ, পৈশাচী ভাষা তাঁর পদদ্বয় এবং তাঁর উরু মিশ্রভাষা। রস তাঁর আত্মা, রোম তাঁর ছন্দ, অনুপ্রাসাদি তাঁর অলঙ্কার।

সরস্বতীর শুভ্রতার বর্ণনা বৈদিক যুগ থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত চলে আসছে। আচার্য দণ্ডী খৃষ্টাব্দ ১১ শ শতাব্দীতে সরস্বতীকে 'সর্বশুক্লা' বলে বন্দনা করেছেন কাব্যাদর্শের সূচনায়। বাঙালি কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত সরস্বতী বন্দনায় লিখেছেন--- 'বন্দি চরণারবিন্দ, ডাকি আমি আবার তোমায় শ্বেতভুজে ভারতী'। দেবী সরস্বতীর জ্যোতিঃ বিভূতি এবং নদী সরস্বতীর নিষ্কলুষ স্বচ্ছতা— এতদুভয়ের সমন্বয়ে দেবী হন শ্বেতবর্ণা।

সরস্বতীর বৈশিষ্ট্যগুলি হলো— দেবী শুভ্রবর্ণা, চতুর্ভুজা। পর্যায়ক্রমে তাঁর হাতে পদ্ম, বীণা, পুস্তক, অক্ষমালা, সুধাকলস ও ব্যাখ্যানমুদ্রা। দেবী ত্রিনয়না এবং তাঁর ললাটে শশীকলা। তিনি শ্বেতপদ্মাসীনা, হংসারূঢ়া। তিনি সৌভাগ্য ও সম্পদদাত্রী। সরস্বতীর আর এক নাম বর্ণেশ্বরী। সরস্বতী নামান্তর সারদা। আবার দেবী দুর্গাকে বলা হয় শারদা। কারণ, তিনি শরৎকালে পূজিতা। কিন্তু সারদা ও শারদা একাত্ম হয়ে গেছেন তন্ত্রের সারদা মূর্তিতে। শিবপুরাণে (বায়বীয় সংহিতা) পঞ্চাক্ষরী বিদ্যা সরস্বতী শিব শক্তি দুর্গার সদৃশা।

বৌদ্ধ বজ্রযান সম্প্রদায়ে সরস্বতীর পাঁচটি রূপ পাওয়া যায়; মহা সরস্বতী, বজ্রবীণা সরস্বতী, বজ্রশারদা, আর্য সরস্বতী ও বজ্র সরস্বতী। এই মূর্তিগুলি হিন্দুধর্মের উপাসনা থেকেই গৃহীত। বৌদ্ধ সরস্বতীর কখনও একমুখ দুই হাত, কখনও তিনমুখ ছয় হাত। বৌদ্ধদেরও বিশ্বাস যে, সরস্বতী জ্ঞানবিদ্যা স্মৃতি ও মেধা দান করেন। জৈন ধর্মেও বিদ্যার অধিকারিণী ষোলজন বিদ্যাদেবী আছেন।

আধুনিককালে সরস্বতী হংসবাহনা। বেদে এবং উপনিষদে হংস শব্দের অর্থ সূর্য। সূর্যের সৃজনী শক্তি বিগ্রহান্বিত রূপ ব্রহ্মা এবং সূর্যাগ্নির গতিশীল কিরণরূপা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব-শক্তি সরস্বতীর বাহন 'হংস'। 'হংসঃ'ই পরমাত্মার লিঙ্গ বা প্রতীক; 'হংস'-ই তত্ত্বমসি জ্ঞান।

সরস্বতী বিদ্যার ও ললিতকলার অধিষ্ঠাত্রী হিসেবে সমগ্র ভারতে পূজিতা হয়েছেন এবং হচ্ছেন। যেমন দক্ষিণ ভারতে, মুম্বই অঞ্চলে ময়ূরবাহনা সরস্বতী দেখা যায়। আবার সিংহবাহনা সরস্বতীর মূর্তি দুর্লভ নয়। ভারতের বাইরেও দেশে দেশান্তরে সরস্বতী দেবীর পূজা প্রসারিত হয়েছে। যবদ্বীপে প্রাপ্ত পদ্মাসীনা সপ্ততন্ত্রী বীণাহস্তা বীণাবাদিনী সরস্বতী মূর্তি, তিব্বতে বজ্রধারিণী ময়ূরবাহনা বজ্রসরস্বতী ও বীণাপাণি সরস্বতী, জাপানে বেনতেন নামধারিণী সর্পাসনা দ্বিভুজা বীণাপানি, অষ্টভুজা হপ্পিবেনতেন সরস্বতীর বহির্ভারতে পাড়ি দেওয়ার অভ্রান্ত সাক্ষ্য বহন করে।

(লেখক উচ্চ-বিদ্যালয়ের শিক্ষক)

উজ্জয়িনী পূর্ণকুম্ভ এবং হরিদ্বার অর্ধকুম্ভের জন্য প্রকাশিত হল:-

অমৃতকুম্ভমেলার কথা

— লালঠাকুর

(হরিদ্বার, প্রয়াগ, নাসিক, উজ্জয়িনী একত্রে)

মূল্য : ২২০ টাকা মাত্র

প্রকাশক : জাগরী পাবলিকেশন প্রা. লি.
কলেজ স্কোয়ার ইস্ট,
ব্লক-৪, স্টল নং -৩৩, কলিকাতা-৭৩

প্রাপ্তিস্থান : চেতনা বুক স্টল
আরামবাগ (গৌরহাটীর মোড়) হুগলী

যোগাযোগ : বিমল মুখোপাধ্যায়
মো:- ৯৭৪৯৪৩৮৪৮৮
৮৩৪৮৮০৬১৫৩

পরম্পরা

হিন্দু কাদের বলে ? হিন্দুত্বের সংজ্ঞা কী ?

রবীন সেনগুপ্ত

যারা পৃথিবীর যাবতীয় সৎ কর্মকেই ধর্ম বলে মনে করে এবং সমস্ত অসৎ কর্মকেই অর্ধম ও পাপ বলে মনে করে, যারা সাকার নিরাকার উভয় ভাবেই ভগবানের আরাধনা করে, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, শিব জ্ঞানে জীব সেবা,—এই যাদের মূলমন্ত্র; বৈষ্ণব, শৈব শাক্ত, সৌর, গাণপত্য, বৈদান্তিক ও প্রকৃতি পূজক— এই সাতটি উপাসক

সম্প্রদায় যাদের প্রধান; চতুর্বর্ণ, চতুর্বেদ, চতুরাশ্রম ও চতুর্বর্গ যাদের জীবনধারা— তাদের হিন্দু নামে অভিহিত করা হয়। আর হিন্দুত্ব হলো— এক জীবন পদ্ধতি।

পূর্বে হিন্দু হয়ত একটি ভৌগোলিক শব্দ ছিল। বর্তমানে সনাতন ধর্মের প্রচলিত নাম হিসাবে হিন্দু শব্দটি ব্যাপক ভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

মানবধর্ম শুধুমাত্র মানুষের জন্য। ইসলাম খৃষ্টান মূলত বিশেষ কয়েকটি জাতি গোষ্ঠীর জন্য। কিন্তু সনাতন হিন্দুধর্ম মনুষ্য-সহ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় জীব ও জড়ের বৈশিষ্ট্যগুলির সমাহার নিয়ে গঠিত। তাই বলা হয় যে সকলেই সনাতন ধর্ম নিয়েই জন্মায়। পরে ব্যাপটাইজড-এর মাধ্যমে তাকে খৃষ্টান, সুন্নতের মাধ্যমে তাকে মুসলমান ও ভুল যুক্তি তথ্যের সাহায্যে তাকে নাস্তিক করে তোলা হয়।

পৃথিবীতে ধর্ম একটাই। তার নাম সনাতন ধর্ম। কিন্তু সম্প্রদায় অনেক। বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা সনাতন ধর্মকেই তাদের সম্প্রদায়ের উৎস রূপে মান্য করে। কিন্তু খৃষ্টান, মুসলমান ও সেকুলার সম্প্রদায়ের একটা বড় অংশ তা করে না। ধর্মীয় সম্প্রদায় ছাড়াও দুনিয়াতে আরো অনেক সম্প্রদায় আছে। যথা চাকুরিজীবী, ব্যবসায়ী, খেলোয়াড়, অভিনেতা, সঙ্গীতজ্ঞ, নৃত্যবিদ, নাস্তিক, জংলী ইত্যাদি। এদের প্রত্যেকের নিজস্ব আট দশটি করে নীতি বা কর্মপদ্ধতি রয়েছে। সেই নীতিগুলিও অজ্ঞাতসারে তারা সনাতন ধর্ম থেকেই গ্রহণ করেছে। কিন্তু তারা তা জানে না। তাই সনাতন ধর্মের অন্যান্য নীতিগুলিকে তারা অবজ্ঞা করে, অস্বীকার করে, নিষিদ্ধ ঘোষণা করে, পারলে ধ্বংস করে দিতে চায়। কিন্তু সনাতনী সব নীতিই কোনো না কোনো সময় কোনো ভাবে কাজে লাগেই। তাই অনেক প্রচেষ্টা করেও সনাতন ধর্মকে নষ্ট করা যায়নি, যাবেও না। কারণ সনাতন মানে হলো চিরন্তন ও শাশ্বত।

কেউ যদি নতুন কোনো মনগড়া নীতি নিয়ে চলে তাহলেও দেখা যাবে সেটিও সনাতন ধর্মের কোনো না কোনো শাখায় আগেই লেখা রয়েছে। যার জন্য সনাতন ধর্মের বাইরে সাময়িকভাবে থাকা যায়, কিন্তু চিরদিনের জন্য এই ধর্মকে বিসর্জন দেওয়া যায় না। জন্মান্তরে আবার তাকে সনাতন ধর্মেই ফিরতে হয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও আদ্যাশক্তি মহামায়া এই সনাতন ধর্মের সৃষ্টি স্থিতি ও ধ্বংস সাধন করে থাকেন। তাঁদের ইচ্ছাতেই বিবর্তন ঘটে, নিত্যনুতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ঘটে, নিত্যনতুন দল ও মতের সৃষ্টি হয়। এই ভাবেই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড চলছে যুগযুগান্ত ধরে। ■

ইতিহাসের গল্প

রাজা গণেশের কূটনীতি

আজ থেকে প্রায় ছ'শো বছর আগের কথা। উত্তরবঙ্গের মহানন্দা নদীর তীরে বিশাল নগর পাণ্ডুয়া। গৌড়বঙ্গের রাজধানী। গোল গোল গম্বুজের খিলানওয়ালা রাজপ্রাসাদ। প্রাসাদের গায়েই চণ্ডিকা দেবীর মন্দির। সোনা রুপোর কাজ করা মস্ত দরজা। পুজো শেষ করে মন্দিরের ভেতর থেকে বেড়িয়ে এলেন রাজা গণেশ। দেখার মতো চেহারা, গায়ে একবিন্দু চর্বি আছে কিনা সন্দেহ। চওড়া কাঁধ, দু-হাত হাঁটু যেন ছুঁতে চাইছে। গলায় মুক্তোর মালা, গাঢ় লাল রঙের চেলি মালকোঁচা দিয়ে পরা।

এই সময় মহামন্ত্রী এসে হাজির হলেন সেখানে। বললেন— মহারাজ, এক্ষুণি মন্ত্রণালয়ে চলুন, জরুরি কথা আছে। রাজা খনিকটা অবাক হলেন, বললেন— খবর সব ভালো তো মহামন্ত্রী। কেবল মাথা নাড়লেন মহামন্ত্রী।

তারপর দুজনেই মন্ত্রণালয়ে এসে বসলেন। মন্ত্রী বললেন— মহারাজ, ত্রিহুত রাজ্যের সভাকবি বিদ্যাপতি এক পত্র পাঠিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শার্কি খুব দ্রুত গৌড় আক্রমণ করতে চলেছে। সারা উত্তর ভারতে আর কোনো হিন্দুরাজা নেই। আপনি এখন হিন্দুদের একমাত্র ভরসা।

রাজা গণেশ কিছুক্ষণ মৌন থাকলেন। তারপর বললেন— জানি মহামন্ত্রী, সব জানি। দস্যু মামুদ কতবার সোমনাথ আক্রমণ করল, কত বিগ্রহ চূর্ণ করল। এরা দেশে এলে না জানি আর কত অনাচার করবে। যে

করেই হোক ইব্রাহিমকে রোধ করতে হবে। রাজা মন্ত্রী দু'জনে মিলে নানা শলাপরামর্শ করতে লাগলেন। এমন সময় রাজকুমার যদু ছুটতে ছুটতে মন্ত্রণালয়ে ঢুকলো। রাজা উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন— কি হয়েছে কুমার! কুমার বলল— মহারাজ, এইমাত্র চরের মুখে খবর পেলাম ইব্রাহিম শার্কি গৌড়ের পথে এগিয়ে আসছে।

এই শুনে রাজা গণেশ মহাচিন্তায় পড়লেন। উত্তর ভরতে তাকে সাহায্য করার মতো আর কোনো হিন্দু রাজা নেই। কী করে তিনি এই গৌড় রাজ্য রক্ষা করবেন? তখন কূটনীতিক পদ্মনাভকে তিনি ডেকে পাঠালেন। চারজনে চলল গভীর শলাপরামর্শ।

তারপর সেই পরামর্শ মতো একদিন রাজকুমার যদু এসে হাজির হলো মুসলমান দরবেশ নেতা নুর-কুৎব-আলমের কাছে। ইচ্ছে সে মুসলমান হবে। এই শুনে নুর-কুৎব-আলম তো আহ্লাদে আটখানা। তারপর কলমা পড়িয়ে যদুকে তিনি মুসলমান করলেন। যদুর নতুন নাম হলো জালালউদ্দিন।

এদিকে রাজা গণেশ আত্মগোপন করেছেন। তাকে খুঁজেই পাওয়া গেল না। ফলে ইব্রাহিম খুব সহজেই গৌড় দখল করল। নুর-কুৎব- আলমের ইচ্ছা গৌড়ের সিংহাসনে একজন মুসলমান বসুক। ইব্রাহিম তখন জালালউদ্দিনকে সিংহাসনে বসালেন। জালাউদ্দিনও ইসালামি আইন মেনে শাসনকাজ শুরু করল। ইব্রাহিম শার্কি ফিরে গেলেন জৌনপুর। এরপর একদিন গোপনে সুযোগ বুঝে আস্তানা থেকে বেড়িয়ে এলেন রাজা গণেশ। সমস্ত শাসন ক্ষমতা নিজের হাতে নিয়ে আবার সিংহাসন বসলেন তিনি। প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে যদুকে আবার হিন্দু করার কথা বললেন। যেমন কথা তেমন কাজ। খাঁটি সোনা দিয়ে মস্ত এক গোরু তৈরি করালেন। তারপর যদুকে সেই গোরুর সামনে দিয়ে ঢুকিয়ে পিছন দিকে বার করলেন। জালালউদ্দিন আবার যদু হলো এবং রাজা গণেশ 'দনুজমর্দন দেব উপাধি নিলেন।'

সংকলন : বিরাজ নারায়ণ রায়

মনীষী কথা

শ্রীচৈতন্যদেব

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে জাতপাতে বিদীর্ণ হয়ে পড়েছিল ভারতীয় সমাজ। শ্রীচৈতন্যদেব মানুষকে এর থেকে মুক্ত করতে এক বিশাল কর্মযজ্ঞে ঝাঁপ দেন। মানুষে মানুষে কোনো ভেদ নেই—একথা তিনি সবার কাছে পৌঁছে দিতে থাকেন। মুসলমান শাসকের রক্তচক্ষুকে তোয়াক্কা না করে পায়ে হেঁটে সারাদেশে প্রচার করেন কৃষ্ণনাম। বর্তমান সমাজ যতখানি জাতপাত মুক্ত হতে পেরেছে তার পুরো কৃতিত্ব শ্রীচৈতন্যদেবের।

শ্রীচৈতন্যের জন্ম ১৪৮৬ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি। নদীয়ার নবদ্বীপে। পিতৃপ্রদত্ত নাম ছিল বিশ্বম্ভর মিশ্র। ডাক নাম ছিল নিমাই। সন্ন্যাস গ্রহণের পর তাঁর নাম হয় শ্রীচৈতন্য। সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত এই মহাপুরুষ ভারতে এক নব যুগের সূচনা করেছিলেন।

প্রশ্নবাণ

১.বাংলায় প্রথম সবাক ছায়াছবি কোন্‌টি?

২.ডিসকভারি অব ইন্ডিয়া—কার লেখা?

৩.আকাশবাণী—নামটি কার দেওয়া?

৪.যুগান্তর পত্রিকা কত সালে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল?

৫.রামকেলি মেলা কোন্ জেলায় হয়।

উত্তর : ১. বিল্বমঙ্গল। ২. জওহরলাল নেহরু। ৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৪. ১৯৩৭। ৫. মালদা।

ছবিতে অমিল খোঁজ

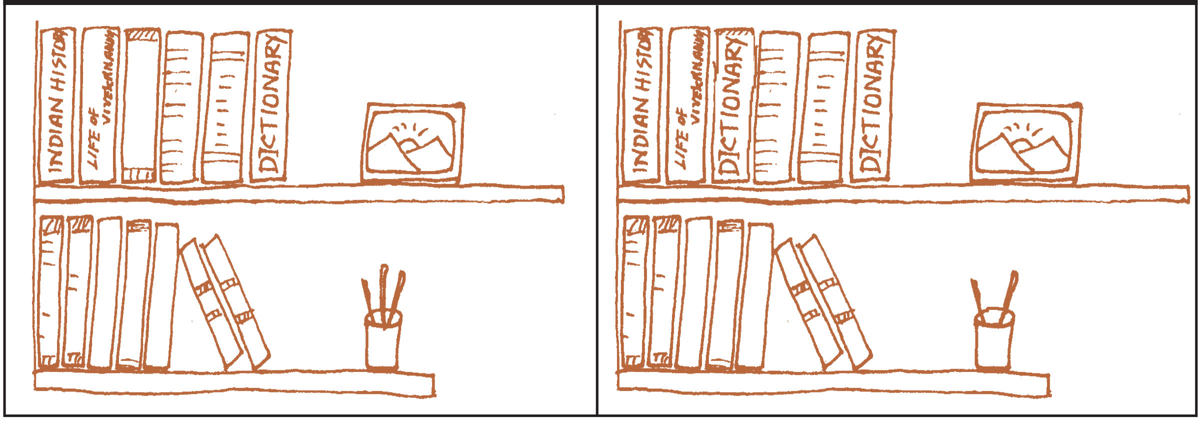

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) গ দ্বি ম রা

(২) ন উ ক প

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) স দ ত্র ং বা প

(২) শৈ চ র লী না

১ ফেব্রুয়ারি সংখ্যার উত্তর

(১) শণাক্তকরণ (২) অকালবোধন

১ ফেব্রুয়ারি সংখ্যার উত্তর

(১) রামকিঙ্কর (২) অঙ্কোরভাট

উত্তরদাতার নাম

(১) অনুশ্রী হালদার, ট্যাংরা কলকাতা-৪৬ (২) সুজয় বর্মন, জামালদহ, কোচবিহার (৩) সোমপ্রকাশ মণ্ডল, চেপডা, পুরুলিয়া (৪) শুভম্ ঘোষ, পাকুড়, ঝাড়খণ্ড

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

নারী সশক্তিকরণে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার

সুতপা বসাক ভড়

আলাপ-আলোচনায়, তর্কে-বিতর্কে মহিলা সশক্তিকরণের মতো বিষয় পেলে আমরা আত্মতুষ্টির সঙ্গে জোর গলায় অংশগ্রহণ করি, মহিলাদের সুযোগ-সুবিধার দিকে আমরা সহানুভূতির সুরে সুর মেলাই, অথচ বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পরিস্থিতি হয় ঠিক এর উল্টো। অনেক পরিবারই মহিলাদের বেশি অগ্রণী হওয়াতে স্বস্তি পায় না, তখন তাদের অবদমিত করার জন্য পরিবারের সদস্যরা সক্রিয় হয়ে ওঠে। এটা বাস্তব সত্য। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে, তবে উপরোক্ত ছবিটিই সমাজের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়।

নানান বাধা সত্ত্বেও জীবনের বহু ক্ষেত্রে মহিলাদের উপস্থিতি নিশ্চয়ই বেড়েছে, কিন্তু যৌন উৎপীড়ন, লৈঙ্গিক অসমানতা দূর করার লক্ষ্যে এখনও অনেক পথ চলা বাকি। হরিয়ানাতে বাড়ির বাইরে নেমপ্লেটে মেয়েদের নাম লেখা শুরু হয়েছে। এছাড়া 'সেল্‌ফি উইথ ডটার'-এর মতো অভিযান মেয়েদের জন্য গর্ববোধ করায়। এইরকম অনেক ক্ষেত্রেই মহিলা সশক্তিকরণের কাজ দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে যা নিঃসন্দেহে আশাপ্রদ এবং অভিনন্দনযোগ্য।

গত বছর অর্থাৎ ২০১৫ সালের শেষের দিকে বহুপ্রতীক্ষিত 'কিশোর ন্যায় কানুন'-এর বিলটি রাজ্যসভায় পাশ হয়ে গেছে, এর আগে বিলটি লোকসভাতেও পাশ হয়েছিল। এখন এটির আইন হিসাবে পরিগণিত হবার পথ অনেকটাই সুগম হয়ে গেছে। এই

বিল অনুসারে জঘন্য অপরাধ করার সময় কিশোরদের বয়স যদি ১৬ বছরও হয়, তবুও তাদের বিরুদ্ধে প্রাপ্তবয়স্কদের মতোই মামলা চালানো যাবে। এতদিন পর্যন্ত ১৮ বছরের আগে করা অপরাধ কিশোর অপরাধ শ্রেণীতে গণ্য হোত।

কার্যক্ষেত্রে মহিলাদের যৌনশোষণ বন্ধ করার ক্ষেত্রেও পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এছাড়া মহিলাদের সঙ্গে ছলনা করা বা বৈবাহিক বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে মহিলাদের যাতে ঠকানো না যায়, তার জন্য সরকারি প্রচেষ্টা চলছে।

সম্প্রতি রাষ্ট্রসঙ্ঘের পক্ষ থেকে লৈঙ্গিক অসমানতার সমীক্ষায় ভারতের স্থান সিরিয়া ও ইরাকের পেছনে দেখানো হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়াতেও আফগানিস্তানকে ছেড়ে বাকি সব দেশের পেছনে ভারতের স্থান।

সরকারি চাকরিতে মাতৃত্ব অবকাশ ছ'মাস থেকে বাড়িয়ে আটমাস করার প্রস্তাব এসেছে। এছাড়া প্রস্তাবিত Assisted Reproductive Technology (ART) বিলে এমন ব্যবস্থা করা হচ্ছে, যাতে বিদেশিদের ভারতে 'ভাড়া করা গর্ভ' সহজলভ্য হবে না। এর মাধ্যমে 'সরোগেসি' সমেত এই পদ্ধতির দুষ্প্রয়োগ যাতে না হয়, তার চেষ্টা করা হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে নৈতিকতা আর সুরক্ষা ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা হচ্ছে।

বর্তমান সরকার এমন একটি আইনি ব্যবস্থা আনতে চাইছে, যার প্রয়োগের ফলে স্বামী যদি স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে বা অন্য কোনো কারণে বিয়ে ভেঙে যায়, তাহলে স্ত্রীর ভরণপোষণ বাবদ খরচা স্বামীকেই বহন করতে হবে।

অনেক ঘটনায় দেখা গেছে যে, স্বামীর মৃত্যুর পরে স্ত্রীকে তার আইনত দাবি পেতে কষ্ট করতে হয়, এক্ষেত্রে ওই মহিলা যে মৃতব্যক্তির স্ত্রী এই সত্য প্রমাণ করাও মুশকিল হয়ে যায়। সাধারণত স্ত্রীর কাছেও স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট কাগজপত্র থাকে না। এইসব দেখে সরকার স্বামীর মৃত্যুর পরে তার বিবাহিতা স্ত্রী যাতে তার অধিকার পান, তা সুনিশ্চিত করতে স্বামীর মৃত্যু প্রমাণপত্রে স্ত্রীর নাম উল্লেখ থাকা অনিবার্য করার ব্যবস্থা নিচ্ছে।

কন্যা সন্তানের জন্ম, সুষ্ঠু শিক্ষা, লালন-পালনের জন্য বর্তমান সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও-এর মতো বাস্তব কার্যক্রম সমাজে মেয়েদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির নিশ্চয়ই পরিবর্তন করেছে। এই সকারাত্মক পরিবর্তনই সমাজে মহিলাদের স্থান সম্মানের সঙ্গে স্থাপিত করতে পারে এবং নারী সশক্তিকরণের পথ সুগম করতে পারে। ■

অতিথি কলম

অমিষ

জাতি প্রথার অতীত কথা

প্রাচীন ভারত জাতিপ্রথাকে ন্যায়সঙ্গত মনে করেনি, জাতিভিত্তিক বৈষম্য তুলনামূলকভাবে এক আধুনিক বিষয়

হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের রোহিত ভেমুলার বিষাদময় আত্মহত্যা ভারতীয় জনসমাজে আবার একবার জাতি প্রথার কদর্য দিকটি প্রকাশ্যে আনল। রাজনীতিবিদদের নিরবচ্ছিন্ন হৈ-হট্টগোলের মধ্যে লাভ ওঠানোর অভিসন্ধিকে মেনে নিয়েও বলা যায় তপশিলী সম্প্রদায়ের মানুষ এখনও ভারতে যথেষ্ট সামাজিক বৈষম্যের শিকার।

পাশ্চাত্য শিক্ষাধারায় শিক্ষিত নয় এমন বহু ভারতীয়ই একথা মানবেন না বা আদৌ স্বীকারই করবেন না যে পাশ্চাত্য ভাবধারার এনজিও এবং শিক্ষাবিদরা প্রচার পুস্তিকাগুলির মাধ্যমে শ্বেতকায়দের কালো মানুষদের ওপর ভালো ব্যবহার করার কথা বলে থাকেন।

> **ভারতীয় সংবিধান প্রণেতারা সমাজে জাতিভিত্তিক বিভাজন ভারতীয় সমাজে কী ভয়ানক কু-প্রভাব ফেলতে পারে সে সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। ভারতীয় সংবিধান এক অতি উচ্চ মর্যাদায় অবস্থান করে। কিন্তু নানান সরকারের সংরক্ষণ নীতির ফলে তার অসংযত ও মনগড়া ব্যাখ্যা হয়েই চলেছে।**

পাশ্চাত্যের সভ্য সমাজে সর্বাপেক্ষা উপেক্ষিত ও বিড়ম্বিতরা হচ্ছেন ‘আফ্রিকান আমেরিকান’ এবং ‘ইয়োরোপিয়ান রোমান’। এগুলি নানান গবেষণামূলক নিবন্ধেই উঠে এসেছে।

তবুও পাশ্চাত্যবিদদের ভণ্ডামি ছেড়ে দিলেও সেই অজুহাতে আমরা কখনই নিজেদের ঘরোয়া ব্যর্থতাকে ঢাকা দিতে পারি না। মনে রাখা দরকার, আজকের প্রচলিত জন্মভিত্তিক জাতিভেদ ব্যবস্থা ও তার সঙ্গে জুড়ে থাকা নানান সামাজিক বৈষম্যমূলক আচরণ আমাদের সমাজের ওপর কলঙ্কের মতো লেপটে আছে। অবাক হতে হয় একথা জানলে যে প্রাচীন ভারতের জীবনশৈলীর দোহাই দিয়ে এই ব্যবস্থা জারি রাখা হয় যা আদৌ সত্য নয়। এই সামাজিক বিভেদ প্রথাকে প্রাচীন ভারতের সমাজবিদরা কখনই মান্যতা দেননি।

অনেকেই বলে থাকেন আজকের প্রচলিত জাতিভেদ ব্যবস্থাকে আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রগুলি যথাযথ অনুমোদন দিয়ে গেছেন। কথাটি যথার্থ নয়। এই প্রসঙ্গে অন্যতম সংবিধান প্রণেতা ও দলিত অধিকারের প্রতিষ্ঠাপুরুষ বাবাসাহেব আম্বেদকর তাঁর বিখ্যাত ‘Who were the shudras ?’ গ্রন্থে নানান আকরগ্রন্থ ও প্রাচীন উদ্ধৃতি সহকারে প্রাঞ্জলভাবে দেখিয়েছেন প্রাচীন ভারতে শূদ্ররাজারাও জনতার কাছ থেকে যথাযোগ্য সম্মান ও সমাদর পেতেন। জাতিভেদ প্রথাকে তার সমস্ত কু-ফলগুলি সমেত অনেক পরে মূল শাস্ত্রগ্রন্থগুলির সঙ্গে গুঁজে দেওয়া হয়। সেখানে এই বৈষম্যমূলক নীতিগুলি ও জন্মভিত্তিক জাতিপ্রথা মান্যতা পায়।

প্রসঙ্গত শ্রীমদ্‌ভগবত গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্ব্যর্থহীনভাষায় বলে গেছেন যে তিনিই চতুর্বর্ণের স্রষ্টা। এবং এই বর্ণভেদ কেবলমাত্র মানুষের চারিত্রিক গুণাবলী ও তার কর্মের ভিত্তিতে করা হবে। এখানে কদাচ জন্মসূত্রের প্রসঙ্গ উল্লেখিতই হয়নি। ঋষি ও সাধুগণই ছিলেন প্রাচীন ভারতে সর্বাপেক্ষা শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র। তাঁরাই ছিলেন সর্বোচ্চ মর্যাদা পাওয়ার অধিকারী। অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে ভারতবর্ষের চিরকালীন বন্দিত ও সর্বজনপ্রিয় রামায়ণ ও মহাভারত নামের দুটি মহাগ্রন্থই রচনা করেন দু'জন ঋষি। কিন্তু এই দু'জনের কেউই জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ ছিলেন না।

মনে পড়বে রামায়ণ রচয়িতা বাল্মীকি শূদ্রের ঘরে জন্মেছিলেন। মহাভারতকার কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের (যিনি বেদব্যাস নামে সমধিক পরিচিত) জন্ম এক মৎস্যজীবী রমণীর গর্ভে। অন্যদিকে সত্যকাম জাবালি যাঁকে জাবালি উপনিষদের জনক বলে মানা হয় তাঁর জন্ম এক শূদ্রানী কুমারী মাতার গর্ভে। জাবালি ঋষির পিতৃনাম আজও অজানা। আরও বলা দরকার, বাল্মীকি রামায়ণ অনুযায়ী অযোধ্যা রাজবংশে শ্রীরামের শাসনকালে জাবালি ছিলেন একজন রাজ-অনুমোদিত ও নিয়োজিত

পুরোদস্তুর পুরোহিত।

বিখ্যাত McGill বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ধর্মের অধ্যাপক অরবিন্দ শর্মার পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী জাতিগত গোঁড়ামি ও বৈষম্য, এর সূত্রপাত তথাকথিত স্মৃতি যুগ থেকে (খৃষ্ট জন্মের পর থেকে ১২০০ খৃষ্টাব্দ অবধি)। এই বৈষম্যবাদ কড়া চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে মধ্যযুগে। সেই সময়কার বহু তথাকথিত নিম্নবর্গীয় সাধুসন্তের প্রবর্তিত 'ভক্তি আন্দোলন' তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করে। ঠিক এই সময়ে বেশকিছু শক্তিমান শূদ্র নৃপতিদের অধীনে অনেক সাম্রাজ্যের পত্তন হয় যেমন কাকতীয় সাম্রাজ্যের কথা বলা যায়। বাস্তবে এর পর ইংরেজ শাসনের শুরুর দিক থেকেই জন্মভিত্তিক জাতিভেদ প্রথা তীব্রভাবে মাথাচাড়া দেয় যা আজও চলে আসছে। অন্যদিকে জেনেটিক গবেষণালব্ধ বৈজ্ঞানিক প্রমাণগুলিও আদৌ ভারতীয় প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রে জন্মসূত্রে জাতিভেদ প্রথার উপস্থিতি প্রমাণ করে না। যে কোনো বর্ণে বিবাহ নিষিদ্ধ করা (নিজ জাতি বর্ণ ছাড়া) যাতে জাতিগত শুদ্ধতা বজায় থাকে যা জাতিভেদ প্রথাকে জিইয়ে রাখারই একটি জলজ্যান্ত প্রমাণ।

বহুবিধ বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্র যেমন আমেরিকান জার্নাল অফ হিউম্যান জেনেটিক্স, নেচার অ্যান্ড দ্য নাশন্যাল অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স জার্নাল ইত্যাদি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ পত্র-পত্রিকাগুলি নিঃশর্তভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে যে ভারতে হাজার হাজার বছর ধরে সকল জাতি বর্ণের মানুষের মধ্যে আন্তর্বিবাহ প্রথা বিনা বাধায় প্রচলিত ছিল। এর মধ্যে কোনো ত্রুটি বা অপরাধ রয়েছে তৎকালীন সমাজ এমন কখনই মনে করত না। কিন্তু খৃষ্টজন্মের পর থেকেই ঠিক যে কালপর্বটির কথা অধ্যাপক শর্মা নির্দেশ করেছেন তখনই প্রথম জাতিভেদ প্রথা উঠে আসে। এ পর্যন্ত পাওয়া নথিবদ্ধ ইতিহাসের এটিই প্রামাণ্য পর্যবেক্ষণ।

আলোচনা থেকে এটাই অকাট্যভাবে ধরে নেওয়া যায় যে আজকের চালু থাকা জাতি প্রথা যা এক জাতি (অর্থে জন্মসূত্রে কোনো সম্প্রদায়) ও বর্ণ (ব্যক্তির গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে নির্ণিত) এই উভয় প্রথার এক চূড়ান্ত 'হযবরল' সংস্করণ তার উৎপত্তি আজ থেকে ১৬০০ থেকে ২০০০ বছর আগে। এই সময়পর্বের আগে এই প্রথার কোনো অস্তিত্ব ছিল না। খেয়াল রাখতে হবে খোদ caste শব্দটির উৎপত্তি পতুর্গিজ ও স্প্যানিস শব্দ থেকে। casta অর্থে প্রজাতি বা বংশধারা।

প্রসঙ্গত ভারতীয় সংবিধান প্রণেতারা সমাজে জাতিভিত্তিক বিভাজন ভারতীয় সমাজে কী ভয়ানক কু-প্রভাব ফেলতে পারে সে সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। ভারতীয় সংবিধান এক অতি উচ্চ মর্যাদায় অবস্থান করে। কিন্তু নানান সরকারের সংরক্ষণ নীতির ফলে তার অসংযত ও মনগড়া ব্যাখ্যা হয়েই চলেছে।

এই প্রসঙ্গে স্বাধীনতা উত্তর ভারতে তপশিলী সম্প্রদায়ের নানান সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবস্থানের কিছু তথ্য দেওয়া জরুরি। ২০০৬-০৭ সালে MSME ক্ষেত্রে (Medium Small Micro Enterprise) census অনুযায়ী মোট উদ্যোগের ১৪ শতাংশ তপশিলী উদ্যোগপতিদের হাতে আছে। এই ক্ষেত্রে ৮০ লক্ষ মানুষের রোজগার নিশ্চিত হয়েছে। নিশ্চয় বোঝা যাবে এই সংখ্যাগুলি ব্যাঙ্কের ও উদ্যোগপতিদের আন্তরিকতায় ইতিমধ্যে বহুগুণ বর্ধিত হয়েছে।

অনেকেই আকছার বলে থাকেন যে সংরক্ষণ প্রথার ফলে বহু উচ্চবর্ণের দরিদ্র মানুষ ও গ্রামীণ জমিহীন প্রান্তিকরা বঞ্চিত রয়ে গেছেন। এর মধ্যে কিছু সত্যতা থাকলেও বহুক্ষেত্রেই শিক্ষার অভাব ও চাকরির বাজারে খরারও বড় ভূমিকা রয়েছে। যার ফলে স্বল্প সুযোগের মধ্যে আবার সংরক্ষণ রাখাটা নজরে পড়ছে। অন্য আর একটি মত বলছে, সংস্থার পরবর্তী পর্যায়ে কেবলমাত্র দলিত বা তপশিলীরা নয়, গ্রাম ও শহর উভয়েরই উচ্চবর্ণের দরিদ্ররাও পর্যাপ্ত সুযোগ পাবেন। যে কারণে অত্যন্ত দ্রুত গতির অর্থনৈতিক সংস্থা ও নগরায়ণের বৃদ্ধিই অনায়াসে জাতিগত বৈষম্যকে ঘুচিয়ে দেওয়ার সঙ্গে দারিদ্র্যও দূর করতে সক্ষম হবে। তাই ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে জাতিগত বৈষ্যম্যের বিরুদ্ধে আমাদের রুখে দাঁড়াতেই হবে। কেননা এটিকে মেনে নেওয়া আমাদের ইতিহাসগ্রাহ্য নয়।

(লেখক বহু-বিক্রিত গ্রন্থের রচয়িতা)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বিশেষভবে অনুরোধ জানানো হচ্ছে যে, সরাসরি ব্যাঙ্ক মারফৎ বা মণিঅর্ডার যোগে স্বস্তিকায় টাকা পাঠালে সেই টাকা কী বাবদ পাঠালেন তা সঙ্গে সঙ্গে স্বস্তিকা দপ্তরকে জানান। গ্রাহকদের টাকা পাঠালে তাঁদের সম্পূর্ণ নাম ও ঠিকানা (ফোন নং-সহ) পাঠাতে হবে। অন্যথায় নাম না জানার কারণে আপনাদের পাঠানো টাকার কোনো রসিদ কাটা আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। যার ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নতুন গ্রাহকের টাকা পাঠানো সত্ত্বেও যেমন পত্রিকা পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না, তেমনই বকেয়া টাকার কারণে কারও কারও পত্রিকা সরবরাহ বন্ধ করে দিতে হচ্ছে। এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতির হাত থেকে বাঁচতে আপনাদের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

ইতিমধ্যে আপনি যদি ব্যাঙ্ক মারফৎ স্বস্তিকাতে কোনো টাকা পাঠিয়ে থাকেন তাহলে কবে পাঠিয়েছেন, কত টাকা পাঠিয়েছেন এবং কি বাবদ পাঠিয়েছেন অনুগ্রহ করে সত্বর আমাদের জানান। ব্যাঙ্ক মারফৎ টাকা পাঠালে ব্যাঙ্ক যে রসিদ আপনাকে দেয় সেই রসিদের জেরক্স কপিটা আমাদের পাঠালে ভালো হয়।

— ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

পরিবেশ দূষণ

মুক্তি পেতে কাজ চলছে ঢিমেতালে

ড. অভিজিৎ মুখার্জী

যাঁরা খবরাখবর রাখেন, তাঁরা লক্ষ্য করে থাকবেন যে ইদানীংকালে কলকাতা তথা দক্ষিণবঙ্গের পরিবেশ দূষণ দিল্লীকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। প্রতিনিয়ত একদিকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড, নাইট্রাস-ডাই- অক্সাইড ও সালফার-ডাই-অক্সাইড প্রভৃতি দূষিত গ্যাসের প্রকোপ এবং অন্যদিকে বায়বীয় ধূলিকণার প্রাণ-সংহারি বিপদ— এই দুয়ের মধ্যে আমাদের জীবন বিপন্ন হয়ে উঠছে। এর ফলে শহরতলীতে ক্যানসারের প্রকোপ দ্রুত বেড়ে চলেছে এবং শ্বাসকষ্টজনিত মারাত্মক ব্যাধির ফলে শহরের মানুষের আয়ুও কমে যাচ্ছে। এই বিষয়ে সচেতনতার অভাব দেখা যাচ্ছে?

এ সমস্যার সমাধান আছে যদি আমরা কালবিলম্ব না করি। জলবায়ু পরিবর্তন ও বিশ্ব উষ্ণায়ণের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানত তিনটি উপসর্গ লক্ষণীয়। যথা— (১) তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে নির্গত উত্তাপ ও বিষাক্ত ধোঁয়া— যা পরিবেশের ক্ষতির অন্যতম (৫৪ শতাংশ) কারণ। (২) ডিজেল এবং পেট্রোল চালিত ট্রাক, বাস এবং গাড়ি। (৩) কংক্রিটের গৃহ নির্মাণ থেকে উদ্ভূত ধূলিকণা এবং অত্যধিক বিদ্যুতের চাহিদা ও অপচয়। যেমন— লিফট্, এয়ার কন্ডিশনার প্রভৃতির অত্যধিক ব্যবহার। এই তিনটি বিপদ থেকে কী করে মুক্তি পাওয়া যায় তা আলোচনা করা যেতে পারে।

প্রথমত, বিকল্প বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রণালী : সৌরবিদ্যুৎ শুধু সিলিকনের মাধ্যমে উৎপন্ন করা যায় তা নয়, প্যারাবোলাকৃত আয়নার মাধ্যমে ৪০০-১০০০° সেন্ট্রিগ্রেড তাপবিদ্যুৎ তৈরি করা হচ্ছে। তাছাড়া রাসায়নিক পদ্ধতিতে বা জৈব-রসায়নের সহায়তায় সিলিকনকে আরো বেশি আলোক সক্রিয় (বা ফোটো সেনসিটিভ) করা সম্ভব। ভবিষ্যতে এই প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের বিকাশ আরও বেশি করে হবে বলে সকলে আশান্বিত। শুধুমাত্র উপরোক্ত সৌর পদ্ধতির মাধ্যমে ১ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা সম্ভব কি না তা ভবিষ্যৎই বলতে পারে। কিন্তু ভারত সরকারের মতে তা অসম্ভব নয়। সবচেয়ে বড় কথা, সৌরবিদ্যুৎ আর বিকল্পশক্তি বলে গণ্য করা সম্ভব নয়, কারণ দামের দিকে তা কয়লা বা ডিজেলজনিত তাপবিদ্যুতের প্রায় সমকক্ষ। সম্প্রতি অন্ধ্রের এক ২ হাজার মেগাওয়াট প্রকল্পের হিসাবে প্রতি ইউনিট ৪ টাকা ৬৩ পয়সা ধার্য হয়েছে। এই দাম সৌরশক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কমতে বাধ্য যখন অন্যদিকে পরিবেশ বিনাশকারী তাপবিদ্যুতের দাম ক্রমবর্ধমান (ইউনিট প্রতি ৫ টাকা ১০ পয়সা)। তদুপরি, সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করতে সময় লাগে কম। চীন প্রতিমাসে ১ হাজার মেগাওয়াট কেন্দ্র তৈরি করছে বলে প্রকাশিত। সর্বশেষে, গ্রামেগঞ্জে এমনকী শহরের বাড়ির ছাদে সৌরবিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হচ্ছে। শুধু গৃহস্থালীর ব্যবহারের জন্য নয়, সিইএসসি-র মতো বিদ্যুৎ-সংস্থাগুলিকে বিক্রি করার জন্য। ভবিষ্যতে কার্বনজনিত গ্রাফিন যখন ব্যবহারযোগ্য হবে তখন সৌরবিদ্যুতের দাম ইউনিট প্রতি ১-২ টাকা হওয়া আশ্চর্য নয়। সৌরবিদ্যুৎ ছাড়াও হাওয়া বা বায়ুচলিত হাওয়াকল, নদীর প্রবাহ থেকে উৎপাদিত জলবিদ্যুৎ এবং বর্জ্য জৈব পদার্থ থেকে উৎপন্ন মিথেন চালিত গ্যাস-টার্বাইন ইত্যাদি অন্যান্য বিকল্প (বিদ্যুৎ) শক্তির বিকাশ প্রচলিত, কিন্তু এই প্রতিটির আলাদা সমস্যা আছে। যার মধ্যে খরচের অঙ্কটাও নগণ্য নয়। রক্ষণাবেক্ষণের সমস্যাটাও— যা সৌরবিদ্যুতের ক্ষেত্র প্রায় নেই বললেই চলে। তাহলে সংরক্ষণের সমাধান কোথায়?

সমাধান হলো হাইড্রোজেন, যে গ্যাসকে ভবিষ্যতে বিকল্প শক্তি বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। তার কারণ, হাইড্রোজেনের বিপুল শক্তির আধার পেট্রোলিয়ামজনিত রাসায়নিক জ্বালানির চেয়ে ৮-১২ গুণ বেশি। হাওয়া বা অক্সিজেনের সঙ্গে সংযোগ করে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করলে একমাত্র 'বর্জ্য' পদার্থ পানীয় জল এবং বিশ্ব- ব্রহ্মাণ্ডে এর অফুরন্ত ভাণ্ডার, বিশেষত সামুদ্রিক জলে। সৌর-শক্তি বা অন্যান্য বিকল্প-শক্তি থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ দিয়ে জলের বিভাজন ঘটালে যেমন হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন তৈরি হয়ে থাকে। এই দুই গ্যাসের সমন্বয় ঘটালে বিদ্যুৎ ও জল, দুই ফেরত পাওয়া যা মহাকাশচারীরা ব্যবহার করেন। তবে জ্বালিয়ে নয়, এক রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।

যেসব বিদ্যুৎ চালিত যানবাহন ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েছে যা দেশের সব শহরতলিতে ত্রিচক্রযান 'টোটো নামে প্রখ্যাত, প্রতিটিই ব্যাটারি চালিত এক-অশ্বশক্তির কম বাহন। কিন্তু বড় গাড়ি বা ট্রাকের ক্ষেত্রে Fuel-Cell-ই যে একমাত্র বিকল্প এ বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। বর্তমানে যেখানে খরচ সাশ্রয়ের প্রশ্ন নেই, যথা— মহাকাশযান, সামমেরিন, জাহাজ প্রভৃতি, সেখানে Fuel-Cell-এর ব্যবহার পূর্ব-প্রচলিত। দৈনন্দিন ব্যবহারে এর বিকাশ ঘটতে আরো কয়েক বছর লাগবে। প্রধানত, দামের কারণে। কিন্তু Fuel-Cell সংক্ষণের শেষ কথা নয়।

পরিশেষে বিশ্ব-উষ্ণায়ণ ও পরিবেশ-দূষণ থেকে প্রাকৃতিক বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী কিনা, তা ভবিষ্যতই বলবে। বিকল্প শক্তি শুধু বৈজ্ঞানিক গবেষণা নয়, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের এক অপরিহার্য অঙ্গ হওয়া প্রয়োজন। শুধু হাইড্রোজেনচালিত গাড়ি নয়, হাইড্রোজেন-চালিত বাড়িঘরও যে সম্ভব তা জাপানের ফুকুয়োকা শহর দেখিয়েছে। শুধু সৌরশক্তি উৎপাদিত বিদ্যুৎ নয়, সৌররশ্মি থেকে 'বিকল্প' আলোর সাহায্যে এক বহুতল আলোকিত করবার প্রযুক্তি আমাদের আছে। তা সত্ত্বেও আমরা মানব-সভ্যতার আসন্ন সঙ্কট থেকে মুক্তির পদক্ষেপ নিতে ইতস্তত করছি কেন?

মৃত্যুদণ্ড ছাড়া অপরাধ দমন সম্ভব নয়

অশোক কুমার ঠাকুর

সাম্প্রতিক ঘটে যাওয়া কয়েকটি নির্মম অপরাধমূলক ঘটনায় মানুষ একাধারে ভীত সন্ত্রস্ত বিমর্ষ ও আতঙ্কে মূহ্যমান। কেন এই ঘটনা ঘটেছে? এর কারণ কী? অপরাধী এসব ঘটনা ঘটানোর সাহস পায় কী করে? অপরাধের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ বুদ্ধিজীবীরা যাই করুন না কেন, আশু প্রয়োজন এইসব অপরাধীর মৃত্যুদণ্ড দেওয়া। উদ্ধত বেপরোয়া-বিকৃত মানসিকতার অপরাধীকে কঠোর শাস্তির ভয় দেখিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। প্রমাণিত অপরাধীকে কঠোরতম শাস্তি দিতেই হবে। বিশেষ করে যারা খুনি ও নাবালিকার ধর্ষক তাদের একটাই শাস্তি হতে পারে 'ফাঁসি'। রক্তে যার অপরাধ প্রবণতা তাকে যেমন সংশোধন করা যায় না, অসৎ ধনীর উচ্ছৃঙ্খল সন্তানকেও তেমনি শালীনতার শিক্ষা দেওয়া যায় না। ভয়ঙ্কর অপরাধীর শাস্তি দিতে হবে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে এবং নিরপেক্ষ পদ্ধতিতে। এক্ষেত্রে সরকার, প্রশাসন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠনগুলোকে এক যোগে এগিয়ে আসতে হবে। বিশেষ কোনো ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায়, দল, দলীয়কর্মী এবং অবশ্যই ভোটব্যাঙ্ক— এসব বিচার করে অপরাধ আড়ালের প্রচেষ্টা যদি চলতে থাকে তাহলে সমাজজীবন হয়ে উঠবে দুর্বিসহ, দেশ অচিরেই মাৎস্যন্যায়ে পর্যবসিত হবে। কত নির্মম ঘটনাই সংঘটিত হচ্ছে প্রতিদিন। সব ঘটনা আমাদের গোচরে আসে না। সংবাদমাধ্যমের দরজায় পৌঁছয় না প্রত্যন্ত গ্রামের অনেক নির্দয় ঘটনা। আবার কত ঘটনা প্রভাবশালীদের প্রত্যক্ষ মদতে ধামাচাপা পড়ে যায় তাঁর ঠিক ঠিকানা নেই। যে সব ঘটনা সংবাদের শিরোনামে এসেছে জেলা জুড়ে, রাজ্যজুড়ে, এমনকী দেশ-বিদেশে আন্দোলিত হয়েছে। তার কয়েকটি এখানে তুলে ধর হলো।

ঘটনা-১ : কোচবিহারের শহিদ বন্দনা স্মৃতি আবাসনের অনাথ দুই কিশোরী ছাত্রীর ধর্ষক কাচুয়া মিঞা। কাচুয়া মিঞা পঞ্চাশোর্ধ একজন প্রৌঢ় সাফাই কর্মী। সে তার নাতনির মধ্যস্থতায় তার নাতনি সমা দুই কিশোরীকে দিনের পর দিন ধর্ষণ করে। একটি মেয়ে বর্তমানে অন্তঃসত্ত্বা, আরেকটি দারুণভাবে অসুস্থ। আজ মেয়ে দুটি জীবিত হয়েও মৃতপ্রায়। এই জঘন্য অপরাধী কাচুয়া মিঞার ফাঁসি ভিন্ন অন্য শাস্তি কল্পনা করাও অপরাধ।

ঘটনা-২ : কোচবিহার শহরে টোটো ভাড়া জনপ্রতি দশ টাকা। শহরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে, কাছে-দূরে সর্বত্রই একই ভাড়া। ঘটনায় প্রকাশ, ১৯ জানুয়ারি রাত দশটায় টোটো নিয়ে আমতলায় দাঁড়িয়েছিলেন চালক রাজীব পাণ্ডিয়া। সেই সময় চার যুবক মুন্না হোসেন, রাজু আলি, সফিজুল হোসেন, টোটন দে সেই টোটোতে লিচুতলায় আসে। নিয়ম অনুযায়ী চারজনের ভাড়া হয় চল্লিশ টাকা। কিন্তু তারা ৩০ টাকা ভাড়া দিতে চায়। রাজীব পাণ্ডিয়া রাজি না হওয়ায় বচসা বাঁধে। উত্তেজনা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছল রাজীব পাণ্ডিয়ার গলায় জড়িয়ে থাকা মাফলারে ফাঁস লাগিয়ে তাকে খুন করে ওই চারজন দুষ্কৃতী। তারপর রাজীব পাণ্ডিয়ার মোবাইলটি ১৮০০ টাকায় বিক্রি করে ৪৫০ টাকা করে ভাগ করে নেয় তারা। রাজীব পাণ্ডিয়ার বিধবা মা ও তরুণী সহধর্মিনীর চোখে আজ অনিশ্চিত ভবিষ্যতের অন্ধকার। এই চার অপরাধীর 'ফাঁসি' ভিন্ন অন্য কী শাস্তি হতে পারে?

ঘটনা-৩ : সাম্বিয়া সোহরাব একজন প্রভাবশালী তৃণমূল নেতার ছেলে। ১৩ জানুয়রি কলকাতার রেডরোডে গণতন্ত্র দিবসের প্রস্তুতি উপলক্ষে কুচকাওয়াজের সময় বিমানবাহিনীর জওয়ান অভিমন্যু গৌড়কে দামি গাড়ির চাকার তলায় পিষে মারে সাম্বিয়া সোহরাব। দুর্ঘটনাটি ইচ্ছাকৃত না অনিচ্ছাকৃত— সেটা এখানে প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন— এই দুর্বিনীত স্বভাবের উৎস কী? সাহস আসে কোত্থেকে? সেনা জওয়ান আম-জনতা নয়! তাকে পিষে মারার সাহস যদি সে দেখাতে পারে তাহলে সাধারণ মানুষকে সে সানন্দে খুন করতে পারে— এটাই স্বাভাবিক। এইসব উদ্ধত বেপরোয়া দুর্নিবার খুনি, বিকারগ্রস্ত কুলাঙ্গার তরুণ সমাজ-বিরোধীর 'ফাঁসি'ই একমাত্র শাস্তি হতে পারে। নাহলে সমাজের শান্তি বিঘ্নিত হবে বার বার।

ঘটনা-৪ : কোচবিহার জেলার সিতাইয়ের ভোলাচাতরা গ্রামে দশম শ্রেণীর এক ছাত্রীকে ধর্ষণ করে খুন করে বিবাহিত হজরত মিঞা। তাকে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করে রফিকুল মিঞা। হজরত মিঞা শুধু বিবাহিতই নয়, পঁচিশ/ ছাব্বিশের এই মানুষটি ইতিমধ্যে দু'বার বিয়ে করেছে। এরপরও তার নাবালিকাকে ধর্ষণ করার ইচ্ছা প্রকট থাকে। সে প্রতি মুহূর্তে সমাজের পক্ষে ভয়ঙ্কর— এই ধরনের মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার অর্থ সমাজের বুকে ক্ষয়রোগ জিয়ে রাখা। কাজেই হজরত মিঞার মৃত্যুদণ্ডই সমাজ দাবি করে। এই আলোচনা থেকে যদি মনে হয় বিশেষ কোনো সম্প্রদায়, দল বা ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে অপরাধপ্রবণতা বেশি, তবে সেই সত্যকে মেনে নিতেই হবে। সেই সম্প্রদায় বা দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে এগিয়ে আসতে হবে সমস্যা সমাধানের জন্য, তবেই দেশের মঙ্গল, বাংলার মঙ্গল।

মন্দির নগরী মুসলমান দেশে

অমরকৃষ্ণ ভদ্র

অনেকদিন ধরে এমন কয়েকটা দেশের নাম শুনে আসছি যেগুলি মুসলমান দেশ অথচ হিন্দু সংস্কৃতির বহু নিদর্শন সেখানে এখনও বর্তমান। শুনতে শুনতে মনে মনে স্থির করি যে ভাবেই হোক ওই দুটি দেশ অর্থাৎ মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া একবার যাব। ঘটনাচক্রে সেবার সেই সুযোগ এসে যায়। নিজেকে বিশেষ কিছু করতে হয়নি অথচ ব্যবস্থা হয়ে যায়। মনের মধ্যে আশংকা, যে দেশের ভাষা জানি না, সংস্কৃতির সঙ্গে মিল নেই সেখানে পৌঁছে কীভাবে কী করব। ঠাকুরের নাম জপ করতে করতে কলকাতা বিমানবন্দর থেকে চার ঘণ্টায় মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুর পৌঁছলাম। ভোর রাত্রে পৌঁছনোর ফলে আকাশ থেকে শহরের পরিষ্কার দৃশ্য দেখা গেল না। বিমানবন্দরে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো। তারই মধ্যে ডলার থেকে ওখানকার অর্থ বিনিময় করতে হলো। ১ ডলার = ৩ রিঙ্গিত। আমাদের ভারতীয় ২০ টাকা = ১ রিঙ্গিত। সকালে অন্য বিমানে যাত্রা লঙ্কাভি। বাগডোগরা থেকে কলকাতার মতো দূরত্ব। বিমান থেকে ওখানকার সারি সারি পাম বাগান, সমুদ্রের দৃশ্য খুবই আনন্দদায়ক। একদিনই মাত্র লঙ্কাভি দর্শনের ব্যবস্থা, তা মূলত সমুদ্র কিনারে বিশাল গরুড় মূর্তি দর্শন। একাধিক মল দর্শন (অবশ্যই কেনাকাটার জন্য), সেই সঙ্গে সুন্দর এক অ্যাকিউরিয়াম মিউজিয়াম। এখানে বিশেষ ধরনের সামুদ্রিক মাছ ও জলজন্তুর সংগ্রহ রয়েছে।

কুয়ালালামপুরে দেব সেনাপতি কার্তিকেয়নের মূর্তি।

পরের দিন স্থানীয় এজেন্টের ব্যবস্থাপনায় বিশাল ধাতু নির্মিত দেব সেনাপতি কার্তিকেয়নের মূর্তি দর্শন। এলাকার নাম বাটু কেভ— খানিকটা ভারতের অজন্তা ইলোরার মতো। বেশ কিছু পাহাড়ি গুহাতে বিভিন্ন দেবদেবীর মন্দির। পূজারি আছেন, পূজার ব্যবস্থাও আছে। বেশিরভাগই কার্তিকেয়নের মন্দির। ঠিক যেন কলকাতার কালীঘাট বা দক্ষিণেশ্বর দর্শন করছি। সারি সারি পূজার ডালির দোকান-সহ জমজমাট বাজার। চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন যে, মুসলমান দেশে এমন মন্দিরনগরী থাকতে পারে।

পরবর্তী দর্শনীয় স্থান জেন্টিং হাইল্যান্ড। একটি নির্দিষ্ট স্থান থেকে কেবল কারে (Rope way) ঘনজঙ্গল এবং পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে অনেক উঁচুতে প্রায় ৩/৪ কিলোমিটার দূরত্বে পৌঁছলাম এক চোখ ধাঁধানো হারিয়ে যাবার সম্ভাবনাযুক্ত মলে। এমন কোনো বস্তু নেই যা ওখানে পাওয়া যায় না। ভ্রমণার্থীদের পকেট খালি করার শতেক ব্যবস্থা। কেনাকাটা, খাবার, ভিডিও গেম, বিভিন্ন প্রকার মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা যা শরীর এবং মনকে নাড়া দেবার মতো। নিজের ইচ্ছায় ফেরার ব্যবস্থা নেই। ৫-৬ ঘণ্টা ওখানেই কাটাতে হলো।

পরের দর্শনীয় স্থানটি হলো টুইন-টাওয়ার। কুয়ালালামপুরের অন্যতম দর্শনীয় কিন্তু অনেক কাটখড় পোড়াতে হয় ওই টাওয়ারে ওঠার জন্য। ব্যবস্থা না হওয়ায় কাছ থেকে দর্শন করে ফিরে আসতে হলো।

মালয়েশিয়ার বৈশিষ্ট্য হলো বিশাল বিশাল শালবাগান ও পামবাগান (ভারত ওখান থেকে পামতেল আমদানি করে) এবং বিশাল শাল কাঠের গুঁড়ি, যা আমরা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে দেখে থাকি তাও ওখান থেকে আমদানি করা। ৫০০ কিলোমিটার গাড়িতে ঘুরে কোথাও কোনো বিকল হওয়া অথবা দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ির দর্শন মেলেনি। কেনো ভিখারি চোখে পড়েনি। সব কিছুরই দাম ভারতের থেকে বেশি।

।। ইন্দোনেশিয়া।।

দ্বিতীয় সুযোগ এয়ার এশিয়ার বিমানে কলকাতা থেকে যাত্রা ইন্দোনেশিয়ার উদ্দেশে। কুয়ালালামপুর বিমানবন্দরে আড়াই ঘণ্টা অপেক্ষার পর অন্য বিমানে ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তা যাত্রা। সারি সারি পেঁজা তুলোর মেঘের পাহাড় বিমানের সঙ্গে সঙ্গেই এগিয়ে চলেছে। মাঝে মধ্যে নীল সমুদ্র, বিশাল জঙ্গল, ছবির মতো সাজানো শহর। ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিটে এসে পৌঁছলাম জাকার্তা। বাইরে এসে দর্শন করলাম সারি সারি দাঁড়িয়ে থাকা এবং ওঠা-নামা করা বিমান গরুড় ইন্দোনেশিয়া।

বিমানবন্দরেই বিশেষ ভিসা পাওয়া গেল— জনপ্রতি ৩৫ ডলারের বিনিময়ে। এই দেশের টাকার নিজস্ব কোনো দাম নেই বললেই চলে। ১ ডলার ওদেশের ১১ হাজার রুপয়া। আমাদের ১ টাকায় ওদের ১৮৫ টাকা বা রুপয়া। সমস্ত টাকাই গরুড়ের ছবিযুক্ত। শহরের বাইরে বিমানবন্দর থেকে জাকার্তা শহর প্রায় ৫০ কিলোমিটার। নির্দিষ্ট করা আছে কমপক্ষে ৬০-১০০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায় গাড়ি চালাতে হবে। আট লেনের রাস্তা। আমাদের কাছে প্রধান আকর্ষণ শহরের মূল কেন্দ্রে ৩০-৩৫ ফুট বাঁকানো পিলারের মাথায় বিশাল উড়ন্ত হনুমান মূর্তি।

বিদেশি এসি গাড়ি ও গাইড-সহ আমরা দুই বন্ধু বেরিয়ে পড়ি ওয়েস্ট জাভার এক খনি এলাকা দেখতে। বিভিন্ন খনিজ দ্রব্যের এক বিশাল খাদ থেকে সব সময় আগ্নেয়গিরির মতো ধোঁয়া বেরোচ্ছে। পাহাড়ের উপর থেকে চারিদিকের দৃশ্য অতি মনোরম। হোটেল থেকে দূরত্ব ১৩০ কিলোমিটার। কাছাকাছি বিশাল এলাকায় চা বাগান। এরপর যাই গরম জলের উৎস দেখতে। গরম জলের আনন্দ নেবার জন্য স্থানগুলিকে বিভিন্ন ভাবে ব্যবহারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্থানটিকে পর্যটকদের আকর্ষণের জন্য সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে যাতে সকলে স্নানের আনন্দ নেওয়া ছাড়াও প্রবাহিত জলের পাশে বাঁধানো স্থানে বসা শোয়ার অঢেল ব্যবস্থা। শয়ে শয়ে পুরুষ-মহিলা পর্যটক গরম জলের সদ্ব্যবহার করছে। অভাগা আমরা দুজন স্নানের আনন্দ উপভোগ করতে পারিনি। মাঝে রোডসাইড রেস্তঁরায় ভোজনের ব্যবস্থা হলো। খুবই উচ্চমানের রুচিসম্মত বাঁশের কাজে সাজানো রেস্তঁরা। খাদ্য তালিকায় অনেক পদের মধ্যে একটি ছিল যা জীবনে প্রথম স্বাদ গ্রহণ করলাম। চিকেন চটন (মুরগির মাংস পাকা তেঁতুলের কাই দিয়ে) বাংলায় মাছের টকের মতো। দ্বিতীয় পদটির নাম গুরানাগোরেঙ্। মাছের পদ। মাপে ১০"×৫"×৩"। মাছের মূল অংশকে সুন্দর ভাবে কেটে রোল করে মুড়োর পাশে রাখা। গোটা মাছটি ছাঁকা তেলে ভাজা। দামের তালিকায় দেখলাম ওই পদটির দাম ৯৫, ৭০০ রুপয়া। মাছটির ৫০ শতাংশ মাত্র খেতে পেরেছিলাম।

পরেরদিন গেলাম সাফারিপার্ক। বিশাল এলাকা, গাড়িতেই ঘোরার ব্যবস্থা। সমস্ত জন্তু জানোয়ার ছাড়া অবস্থায় রয়েছে। বাঘ,

গরুড়ের ছাপযুক্ত ইন্দোনেশিয়ার মুদ্রা।

সিংহ, হাতি, শিম্পাঞ্জি, গণ্ডার, কুমির, জলহস্তী ছাড়াও অন্যান্য জন্তু- জানোয়ার। ওই একই এলাকায় বিভিন্ন মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা রয়েছে যেমন--- রোপওয়ে, মনোরেল। বিশেষ হলো টাইমটেবল অনুসারে সার্কাসের মতো তারযুক্ত গ্যালারিতে বসার ব্যবস্থায় আলাদা আলাদা স্থানে বাঘের, পাখির, ডলফিনের বিভিন্ন কলাকৌশলের দৃশ্য। না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। বিশেষ করে ডলফিনের অঙ্কের উত্তর দেওয়া। জনতার মধ্য থেকে ৪+৪, ৩×৪ বলার পর বোর্ডে লিখে ডলফিনকে বোঝানো হলো। ডলফিন জলে ডুব দিয়ে ল্যাজের ঝাপটায় অঙ্কের উত্তর দিল নির্ভুলভাবে।

এই সাফারিপার্কে বহু হিন্দু স্থাপত্যের নিদর্শন দেখা গেল। তবে তা আনন্দের সঙ্গে দুঃখও দিল, কারণ ওইসব প্রাচীন স্থাপত্য অবহেলায় পড়ে আছে। সাফারিপার্কে প্রায় সকল পর্যটক জানোয়ারদের গাজর খাইয়ে (হাতে করে) আনন্দ উপভোগ করে থাকে। আমরাও বাদ যাইনি। জাতীয় সংগ্রহশালায় জাভা, বালী, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহ করে আনা বিভিন্ন প্রত্নতত্ত্ব ও সামগ্রী এখানে রাখা হয়েছে। ভারতের এমন কোনো দেবদেবী নেই যা এই সংগ্রহশালায় নেই। অধিকাংশই পাথরের মূর্তি, সঙ্গে অন্যান্য বহু নিদর্শন যা হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

এখানেও বহু প্রাচীন বৃক্ষ গুল্মের সমাবেশে বোটানিকেল গার্ডেন চোখে পড়লো। পাশেই রাষ্ট্রপতি ভবন। খুবই সাদমাটা। ভবনের অঙ্গনের জলাশয়ে ভারতের জাতীয় ফুল পদ্মের দর্শন পেয়ে ভাল লাগল। বিশাল এলাকা নিয়ে জাতীয় মনুমেন্ট। ওঠার ব্যবস্থাও রয়েছে। তবে বহু সময় লাগবে বলে ওদিকে গেলাম না, বাইরে থেকে দেখেই মন ভরালাম। এদিনও মনোরঞ্জন পার্কে ভোঁদড়, ডলফিনের কেরামতি দেখি। পুরুষ, মহিলা ও ডলফিনের সম্মিলিত জলনাটকের মধ্যে নতুনত্ব অনুভব করলাম। ৪ডি সিনেমায় নতুন উত্তেজনা, প্রতিটি বিশেষ উত্তেজনা মুহূর্তে গোটা হলের সমস্ত আসন ভূমিকম্পের মতো কাঁপছে। রাস্তায় ব্যাপক যানযট হবে বলে সমুদ্রের ধার থেকে সূর্যাস্ত দেখা হলো না। ইচ্ছা ছিল ভ্রমণের সময় চোখ ধাঁধানো বিশাল বিশাল মল থেকে কেনাকাটার, কিন্তু জিনিসপত্রের দামের কোনো মা-বাপ না থাকায় সে ইচ্ছাপূরণ হলো না। মলের মধ্যেও বিভিন্ন তলার নামকরণ করা হয়েছে— ভীম, অর্জুন, রাম সীতা ইত্যাদি। গরুড় ও অর্জুনের নামে রাস্তা (মূল শহরে) দেখলাম। ফেরার দিনে বাধ্য হয়ে বিমানবন্দরে কিছু কিনতে হলো। নিয়ম না থাকায় ৪টি জলের বোতল ব্যাগ থেকে বের করে নিল। ফেরার সময় জনপ্রতি ১, ৫০,০০০ (দেড় লক্ষ টাকা) দিয়ে ফেরার অনুমোদন পেলাম। বিমানবন্দরটি এক কথায় অপূর্ব সুন্দর ও বিশাল। কথাবার্তা তালেগোলে চালিয়ে দিলাম বটে কিন্তু হোটেল কর্মচারী, গাইড, দোকানদার কেউই ইংরেজি বোঝে না। আমাদের সঙ্গে সময়ের তফাত প্রায় আড়াই ঘণ্টা। দীর্ঘ দিনের ইচ্ছা পূরণ হলো। ■

ছোটা মাস্টার

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ একটি শিশুর কত কম বয়সে বিচারবুদ্ধি পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে তা না দেখলে বোঝার উপায় নেই। মাত্র ১১ বছর বয়সের একটি বালক শিক্ষক হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে। গ্রামের শিশুরা যখন ডাংগুলি বা আকাশে ঘুড়ি ওড়াতে ব্যস্ত সেই সময় আনন্দকৃষ্ণ মিশ্র বাবার হাত ধরে বিভিন্ন গ্রামের পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কারণ তাঁর লক্ষ্য, সকলকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করে তোলা।

আনন্দকৃষ্ণ মিশ্র উত্তরপ্রদেশের লক্ষ্ণৌ-য়ের বাসিন্দা। লক্ষ্ণৌ-য়ের সিটি মন্টেসরি স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র আনন্দ। আনন্দের বাবা-মা দু'জনেই উত্তরপ্রদেশ রাজ্য পুলিশে চাকরি করেন। শৈশব থেকেই নিজের পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে তার বয়সী সবাই পড়াশোনা করুক— এ বিষয়ে তার আগ্রহ লক্ষণীয় ছিল। আনন্দ একদিন তার বাবাকে রাস্তার ধারে জনমজুরের কাজ করতে থাকা একটি ছেলেকে দেখিয়ে বলে বাবা আমার মতো সে স্কুলে না গিয়ে কাজ করছে কেন? ছেলের মুখে এই প্রশ্ন শুনে স্তম্ভিত হয়ে যান অনুপ মিশ্র। কী উত্তর দেবেন বুঝতে পারছিলেন না। পরে তিনি বলেন আর্থিক অভাব বাধ্য করেছে তাকে এই কাজ করতে। একবার পরিবারের সঙ্গে মহারাষ্ট্রে ছুটি কাটাতে গিয়েছিল আনন্দ। সেখানে গিয়ে দেখে একটি গরিব শিশু মন্দিরের এক কোণে বসে ছেঁড়া কাঁথায় বসে নোংরা শতচ্ছিন্ন পোশাকে আপন মনে পড়ছে। মন্দিরে ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনায় নেতৃত্বও দেয় সে। প্রার্থনা শেষে আবার পড়ায় মনোনিবেশ করে। এবার আনন্দর বাবা অনুপ শিশুটির কাছে এগিয়ে যান এবং তাকে জামাকাপড় কিনে দেওয়ার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু সে তা নিতে অস্বীকার করে এবং তাঁকে বই কিনে দেওয়ার অনুরোধ করে। শুনে চমৎকৃত হন অনুপ মিশ্র।

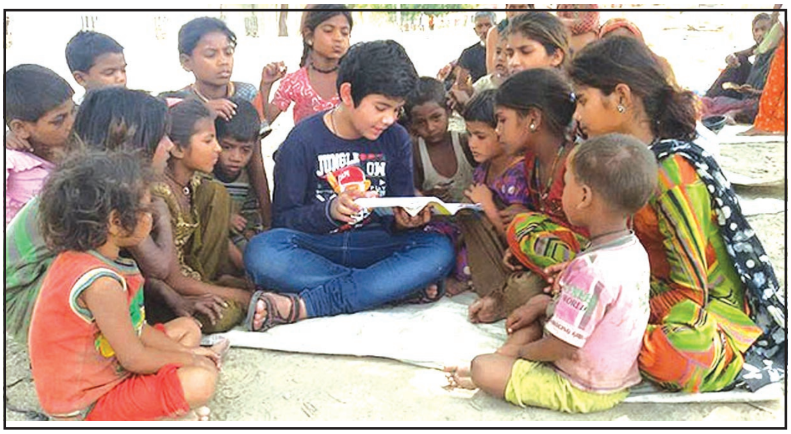

গ্রামে শিশুদের পড়াচ্ছে আনন্দ।

মাত ৯ বছর বয়সে গ্রামের গরিব শিশুদের পড়ানো শুরু করে সে। নিজে যখন পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে তখন প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াতে শুরু করে। ধীরে ধীরে 'বালচৌপাল' নামে একটি কোচিং সেন্টার গড়ে তোলে। এত কম বয়সেই ছোটা মাস্টারজী আখ্যা পায় আনন্দ। ২০১২ সালে এই বালচৌপাল গড়ে ওঠে। তখন আনন্দ গ্রামের গরিব শিশুদের সঙ্গে সময় কাটাতো পড়াশুনায় আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য। স্কুলে যা কিছু পড়ত তা এদের সঙ্গে আলোচনা করতো। যাতে পড়াশোনার প্রতি এদের আগ্রহ বাড়ানো যায়। বর্তমানে ১২৫টি গ্রামের ৭০০ জন ছেলেমেয়ে তার বালচৌপাল কোচিং সেন্টারে পড়ে। বিনা পয়সায় পড়িয়ে প্রত্যেকের ঘরে শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তুলতে চায়। তার কথায়, 'আমি পড়ছি, অন্যকেও পড়াচ্ছি। প্রত্যেকে শিক্ষিত হলে অভাব-অনটন দূর হবে। বর্তমানে আনন্দ ছাত্রদের অঙ্ক, কম্পিউটার এবং ইংরাজি শেখায়। প্রধানত আজকে যে কাজ সে করে বেড়াচ্ছে তার অনুপ্রেরণা মহারাষ্ট্রের মন্দিরের সে অনাথ শিশুটি। তাই রবিবার ছুটির দিন এবং অন্যান্য ছুটির দিনে আনন্দ বেড়িয়ে পড়ে বাবার হাত ধরে। লক্ষ্ণৌ-য়ের বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে বেড়ায় বাবা ও ছেলে। সেখানকার শিশুদের এবং তাদের পরিবারকে বোঝাতে থাকে লেখাপড়ার গুরুত্ব। দিনমজুরের কাজ করছে এরকম বহু শিশু শ্রমিককে স্কুলমুখো করেছে এই ১১ বছরের ছেলেটি। তার রোজকার রুটিন দেখলে অবাক হতে হয়। এই বয়সের একটি ছেলে ভোর ৫টায় উঠে নিজের পড়া করে তারপর স্কুলে যায়। স্কুল থেকে ফিরে দুপুরে বিশ্রাম। বিকাল ৫টায় বালচৌপালে যায়। সেখানে ক্লাস শুরু হওয়ার আগে প্রার্থনা শুরু হয়— 'আমরা করব জয়' (উইশ্যাল ওভারকাম) গানের মধ্যে দিয়ে। ক্লাস শেষ হয় জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে। এ প্রসঙ্গে আনন্দ জানায়, আমি বিশ্বাস করি এই দু'টি সঙ্গীত আমার চৌপালের বন্ধুদের সামাজিক ক্ষেত্রে যতটা সজাগ করে তুলবে তেমনই জাতীয় ক্ষেত্রেও দেশের দায়িত্বশীল নাগরিক গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। আনন্দ তার এই কাজের জন্য সত্যপথ বালরতন পুরস্কার পেয়েছে। বর্তমানে সে শহরের বিভিন্ন জায়গায় গ্রন্থাগার চালু করেছে। সে চায় শিশুদের জন্য পার্লামেন্টে বিভিন্ন দাবি প্রতিষ্ঠা করতে। ■

প্রেরণার পাথেয়

'ভারতের প্রাচীন ইতিবৃত্ত— এক দেব-প্রতিম জাতির অলৌকিক উদ্যম, বিচিত্র চেষ্টা, অসীম উৎসাহ, অপ্রতিহত শক্তি-সংঘাত ও সর্বোপরি, অতি গভীর চিন্তাশীলতায় পরিপূর্ণ। ইতিহাস অর্থাৎ রাজা-রাজড়ার কথা ও তাঁহাদের কাম ক্রোধ বাসনাদির দ্বারা কিয়ৎকাল পরিক্ষুব্ধ, তাঁহাদের সুচেষ্টা-কুচেষ্টায় সাময়িক বিচলিত সামাজিক চিত্র— হয়তো প্রাচীন ভারতে একেবারে নাই। কিন্তু ক্ষুৎপিপাসা কাম ক্রোধাদি বিতাড়িত, সৌন্দর্যতৃষ্ণাকৃষ্ট ও মহান অপ্রতিহত-বুদ্ধি, নানাভাবে পরিচালিত একটি অতি বিস্তীর্ণ জনসঙ্ঘ, সভ্যতার উন্মেষের প্রায় প্রাক্কাল হইতে নানাবিধ পথ অবলম্বন করিয়া যে স্থানে সমুপস্থিত হইয়াছিলেন—ভারতে ধর্মগ্রন্থরাশি, কাব্যসমুদ্র, দর্শন সমূহ ও বিবিধ বৈজ্ঞানিক তন্ত্রশ্রেণী, প্রতি ছত্রে তাহার প্রতি পদক্ষেপে, রাজাদি পুরুষ বিশেষ বর্ণনাকারী পুস্তকনিচয়াপেক্ষা লক্ষগুণ স্ফূটীকৃতভাবে দেখাইয়া দিতেছে। প্রকৃতির সহিত যুগযুগান্তরব্যাপী সংগ্রামে তাঁহারা যে রাশীকৃত জয়পতাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, আজ জীর্ণ ও বাত্যাহত হইয়াও সেগুলি প্রাচীন ভারতের জয় ঘোষণা করিতেছে।'

(স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা থেকে)

'অপেক্ষাকৃত দুর্বল প্রাণীর উপর আক্রমণ করা পৃথিবীর সব প্রাণীরই ধর্ম। 'মানুষ সকল প্রাণী হইতে শ্রেষ্ঠ। অতএব তাহার এই পশুবৃত্তি ছাড়িয়া দেওয়া উচিত'— এই কথা নীতি হিসাবে শুনিতে বেশ ভাল লাগে কিন্তু ইহাকে কাজে পরিণত করার এখনও অনেক দেরি আছে। ততদিন দুর্বল প্রাণীর উপর বলবান প্রাণীর আক্রমণ স্বাভাবিক ভাবেই হইতে থাকিবে। ইহার জন্য প্রকৃত দায়ী সেই সমাজ যে নিজে দুর্বল থাকিয়া অপেক্ষাকৃত বলবান সমাজকে তাহার উপর আক্রমণ করিবার জন্য উত্তেজিত করিয়া তোলে। প্রায়ই দেখা যায় যে এইরূপ আক্রমণের পিছনে দুর্বল সমাজের দুর্বলতাই দায়ী। পৃথিবীর শান্তি নষ্ট করিবার পাপ এই দুর্বল সমাজই করিতেছে বলা যায়। এই জন্য আক্রমণকারীকে বৃথা দোষ না দিয়া এবং প্রকৃতির উপরোক্ত নিয়ম ঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া পৃথিবীর সমস্ত অশান্তির মূল কারণ যে দুর্বলতা তাহা প্রাণপণ চেষ্টায় দূর করাই দুর্বল সমাজের কর্তব্য।'

(সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ হেডগেওয়ারের বাণী থেকে)

ভেষজ চিকিৎসায় অব্যর্থ ওষুধ তেঁতুল

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

তেঁতুল চেনে না এমন মানুষ খুব কমই আছে। খেতে টক কিন্তু শরীরের পক্ষে যথেষ্ট উপকারী। শরীর কেন, ঘরসজ্জার অসংখ্য কাজেও তেঁতুল ব্যবহার করা হয়ে থাকে। মন্দিরে পূজার্চনায় বা গৃহস্থ বাড়িতে তেঁতুলের শাঁস দিয়েই বাসন পরিষ্কার করা হয়। দক্ষিণ ভারতে তেঁতুল রীতিমতো জনপ্রিয়। সেখানে কোনো সুস্বাদু খাবারই তেঁতুল ছাড়া হয় না।

রসম, সম্বর, চাটনি, কারি প্রভৃতি খাদ্যতালিকাতে তেঁতুল ছাড়া একদমই চলে না। অন্ধ্রপ্রদেশে তেঁতুলের গাছ সুসজ্জিত বৃক্ষ অর্থাৎ 'অরনামেন্টাল ট্রি' হিসেবে খ্যাত। বলাবাহুল্য, তেঁতুলের শাঁস থেকে পাতা সবটাই ভেষজ চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। ফিলিপিনসে তেঁতুল পাতাকে ম্যালেরিয়ার জ্বর কমাতে 'হার্বাল ট্রি' হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এমনকী গ্যাসট্রিক সমস্যা এবং হজমের গোলযোগেও তেঁতুল সমানভাবে উপকারী। মিশরে গরমকালের ঠাণ্ডা পানীয় হিসেবে তেঁতুলের জল বড়ই প্রিয়।

তেঁতুলের গুণাগুণকে মাথায় রেখে ইন্দোনেশিয়া, তাইওয়ান, ফিলিপিনস প্রভৃতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে তেঁতুলের বিভিন্ন অংশ রোগের মহৌষধ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। একটি তেঁতুলের শাঁসে ৭০ শতাংশ গ্লুকোজও ৩০ শতাংশ ফ্রুট সুগার থাকে।

ভেষজ চিকিৎসায় তেঁতুল

 কচি তেঁতুলের পাতা সেদ্ধ করে সেই জল খেলে পেটের অসুখের উপশম হয়। কচি তেঁতুলপাতা বেটে জলে মিশিয়ে খেলে আমাশয়, পিত্ত-জ্বরে ভালো ফল পাওয়া যায়।

 যদি কনজেনটিভাইটিস হয়, সেক্ষেত্রে ৫০ গ্রাম তেঁতুলপাতার একটি পুঁটুলি চোখে বোলালে আরাম পাওয়া যায় এবং রোগের উপশম হয়।

 প্রতিদিন সকালে তেঁতুলের বীজের সাদা অংশ মধুর সঙ্গে মিশিয়ে খেলে শরীরের শক্তি বাড়ে।

 কাঁকড়াবিছে কামড়ালে সেই স্থানে তেঁতুলের খোসা দিয়ে তিন থেকে চারবার ঘষে দিলে আরাম পাওয়া যায়।

 তেঁতুলে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট যৌগ থাকায় এটি ক্যানসারের বিরুদ্ধে কাজ করে।

 সর্দি বা বায়ুজনিত রোগে তেঁতুল খুবই কার্যকরী। এক মাস যাবৎ তেঁতুলের খোসা বেটে গোলমরিচ সহযোগে মধুর সঙ্গে খেলে বায়ুরোগে উপকার পাওয়া যায়। সর্দি হলে তেঁতুলপাতা বেটে আমলকির সঙ্গে খেলে সর্দি লাগা বন্ধ হবে।

 কোলেস্টোরলের মাত্রা স্বাভাবিক রাখতে নিয়মিত তেঁতুলের চাটনি খাওয়া প্রয়োজন।

 ত্বকের জ্বলন প্রতিরোধক হিসেবে তেঁতুলের জুড়ি মেলা ভার। সুস্থ হার্টের সহায়ক হিসেবেও তেঁতুল যথেষ্ট কাজ করে। কোষ্ঠকাঠিন্য রোধে তেঁতুলজল অব্যর্থ ওষুধ।

 স্বর ভেঙ্গে গেলে তেঁতুল জলে গার্গেল করলে নিমেষে গলার স্বর পরিষ্কার হয়।

 তেঁতুল অতিরিক্ত মাত্রায় ভিটামিন-সি থাকায় এটি শরীরে ভিটামিন-সির অভাব পূরণ করতে সাহায্য করে। ■

সবার প্রিয়
বিল্লদা ®
চানাচুর
'বিল্লদাকুঞ্জ'
কালিকাপুর, বোলপুর, জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯

সমাবেশ সমাচার

শিলিগুড়িতে ভারতমাতা পূজা

গত ১৬ জানুয়ারি শনিবার শিলিগুড়ি নগরে ৬১টি স্থানে ভারতমাতার পূজা অনুষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শিলিগুড়ি নগরের পক্ষ থেকে স্বামী বিবেকানন্দ ও গুরুগোবিন্দ সিংহের জন্মতিথি উপলক্ষে এই দিনটিকে ভারতমাতা-পূজা দিবস হিসেবে পালন করা হয়। শহরের বিভিন্ন স্থানে সারাদিন বিভিন্ন প্রকার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিনটি পালিত হয়।

শিলিগুড়ি শহরের বিভিন্ন স্থানে ভারতমাতার প্রতিমূর্তি-সহ সুসজ্জিত শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। শোভাযাত্রা শেষে সাংস্কৃতিক মঞ্চে বিভিন্ন দেশভক্তিমূলক গান ও ভজন গীতি ও শিশুদের দ্বারা নৃত্য পরিবেশিত হয়। এছাড়া শিশুদের জন্য চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়।

পরলোকে ব্রজগোপাল চক্রবর্তী

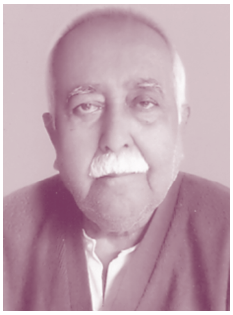

গত ৩০ ডিসেম্বর সকালে ব্রজগোপাল চক্রবর্তী ৮৮ বছর বয়সে মানিকতলায় নিজ বাসভবনে পরলোক গমন করেছেন। তিনি সঙ্ঘের একজন শুভানুধ্যায়ী ছিলেন। তাঁর জন্মস্থান অধুনা বাংলাদেশের যশোর জেলার মাগুরা মহকুমা (বর্তমান জেলা)। দেশভাগের পর ১৯৪৮ সালে গোয়ালবাথান (মৃজাপুর) গ্রাম ত্যাগ করে, নিজের ছোট বোন এবং বাবাকে নিয়ে কলকাতা আসেন। সেই সময়ে সঙ্ঘের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক হয়। তিনি এক পুত্র ও দুই কন্যা রেখে গেছেন। পুত্র অভিজিৎ চক্রবর্তী সঙ্ঘের তৃতীয় বর্ষ শিক্ষিত স্বয়ংসেবক ও প্রাক্তন প্রচারক। বর্তমানে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পশ্চিমবঙ্গের সহ-সভাপতি। আমৃত্যু সৎ ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তি হিসাবে ব্রজবাবু পরিচিতজনের কাছে শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

জাতীয় অধ্যাপক ও গবেষক সঙ্ঘের আলোচনা সভা

জাতীয়তাবাদী অধ্যাপক ও গবেষক সঙ্ঘের উদ্যোগে কর্তব্যবোধ দিবস উপলক্ষে গত ২৮ জানুয়ারি কলকাতায় কেশব ভবনে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। ত্রিপুরার রাজ্যপাল অধ্যাপক তথাগত রায় প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন। সাহা ইন্সটিটিউটের বিজ্ঞানী ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ দক্ষিণবঙ্গের কার্যবাহ জিষ্ণু বসুও উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক ও ছাত্র উপস্থিত ছিলেন। নেতাজী, স্বামী বিবেকানন্দ ও সরস্বতী দেবীর প্রতিকৃতির সামনে প্রদীপ জ্বালিয়ে, সরস্বতী বন্দনা দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। প্রথম বক্তা ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কমপারেটিভ ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড লিটারেচার' বিভাগের প্রধান অধ্যাপক অমিত ভট্টাচার্য। তিনি আমাদের প্রাচীন গ্রন্থে যে অমূল্য সম্পদ আছে তার বর্ণনা করেন।

প্রধান অতিথি রাজ্যপাল তথাগত রায় বলেন, রাজ্যপাল হিসেবে তাঁর কোনো বিষয়ে মুখ খোলা উচিত নয়। কিন্তু তাঁকে কেউ চুপ করাতে পারবে না। বুদ্ধিজীবীদের তাই সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলাম ও হিন্দুত্বের সত্যটা জানাতে হবে। সভাপতি ড. স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ বলেন, পৃথিবীর সব ধর্মের মধ্যে ইসলাম হলো সবচেয়ে কম আধ্যাত্মিক। কমিউনিস্টরা যুদ্ধে সৈনিক হিসেবে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে তাদের সঙ্গে দোস্তি করে। শেষে আলোচনা সভায় ধন্যবাদ জানান সংগঠন সম্পাদক অজিত বিশ্বাস।

শোকসংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তর বীরভূম জেলার লাহাগ্রামের স্বয়ংসেক তথা জেলা কলেজ প্রমুখ অনিমেষ মণ্ডলের বাবা বাসুকীনাথ মণ্ডল গত ২ ফেব্রুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬২ বছর। তিনি স্ত্রী ও ১ পুত্র রেখে গেছেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কলকাতা মহানগর ব্যবস্থাপ্রমুখ সীতারাম দাগার পিতৃদেব বৃজলাল দাগা গত ২৮ জানুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। তিনি ৩ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

ঝাড়গ্রামে সমাজ সেবা ভারতীর ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

সমাজ সেবা ভারতী, পশ্চিমবঙ্গের পরিচালনায় ঝাড়গ্রাম জেলায় ভারতীয় ভাবধারার প্রতি শ্রদ্ধা জাগানো ও আত্মনির্ভর সমাজ তৈরির লক্ষ্যে ১৮টি সংস্কারকেন্দ্র প্রত্যন্ত গ্রামে চালানো হয়। ওই সমস্ত কেন্দ্রের ভাই, বোন, দিদিভাই ও অভিভাবকদের নিয়ে গত ৩১ জানুয়ারি প্রথম বছর বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ঝাড়গ্রাম শহরের ননীবাবা বিদ্যালয় (বয়েজ)-এর মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। ১৩টি কেন্দ্রের মোট প্রতিযোগী ছিল ১১৫ জন। অভিভাবক ও পরিচালকমণ্ডলী-সহ মোট উপস্থিতি ছিল ২২৫ জন। পূর্ণ সময়ের জন্য উপস্থিত ছিলেন ওই দিনের সভাপতি, ঝাড়গ্রাম শহরের স্বনামধন্য চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার সুরজিৎ চৌধুরী। বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী ও শিল্পপতি অভিষেক যাদব। উপস্থিত ছিলেন সমাজ সেবা ভারতীর প্রাদেশিক সহ-সভাপতি, বিভাগীয় প্রধান, কৃষি ও খাদ্য প্রযুক্তি বিভাগ, আই আই টি খড়্গপুরের প্রফেসর বীরেন্দ্র কুমার তেওয়ারী ও সহ-সম্পাদিকা মুনমুন ঘোষ, বিউটি বোস প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী পিউ গিরি। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রান্ত টোলীর সদস্য রাজকুমার ঝা। পূর্ণ সময় থেকে খেলা পরিচালনা করেন অলিম্পিয়ান ও ক্রীড়া ভারতীর সদস্যা ইলা দত্ত। বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মোট ১৫টি বিভাগের ১১৫ জন প্রতিযোগীর হাতে পুরস্কার তুলে দেন অনুষ্ঠানের সভাপতি-সহ অন্যান্য প্রতিনিধি। ১৫টি বিভাগের খেলায় ১১৫ জন প্রতিযোগীর অংশগ্রহণ ও মাঠের খেলোয়াড় সুলভ আচরণ এলাকাবাসীর মনকে প্রভাবিত করে।

গাজোলে সংস্কার ভারতীর ভারতমাতা পূজা

সংস্কার ভারতী গাজোল শাখার উদ্যোগে ২৬ জানুয়ারি গণতন্ত্র দিবসে চঞ্চল প্রসাদ চক্রবর্তীর বাসভবনে ভারতমাতার পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ প্রাদেশিক সঙ্গীত প্রমুখ শ্রীমতী জয়া চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের জেলা সভাপতি অনন্ত কুমার সরকার, নিখিল মজুমদার, শ্যামল প্রসাদ রায়, অজয় নন্দী প্রমুখ। উপস্থিত সকলে ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন। বক্তব্য রাখেন বলরাম মহান্ত এবং অনন্ত সরকার। পরে মনোজ্ঞ সঙ্গীতানুষ্ঠানে সমবেত ও একক সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেন প্রার্থিতা রায়, পুষ্প সরকার, মৌসুমী চক্রবর্তী, অজন্তা ঠিকাদার অগস্তি, বলরাম মহান্ত ও পরেশচন্দ্র সরকার। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন চঞ্চল প্রসাদ চক্রবর্তী ও পরেশ চন্দ্র সরকার।

শোকসংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তর বীরভূম জেলার রামপুরহাট নগর ব্যবস্থাপ্রমুখ রাজকুমার কেশরী গত ২৪ জানুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৯ বছর। তিনি স্ত্রী, ২ পুত্র ও দুই কন্যা রেখে গেছেন।

* * *

মালদহ জেলার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পাকুয়া মহকুমা শারীরিক প্রমুখ জনার্দন মাহাতোর মাতৃদেবী বিমলা মাহাতো গত ৪ ফেব্রুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। তিনি ১ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মালদহ বিভাগ বৌদ্ধিক প্রমুখ পীযূষকান্তি সাহার মাতৃদেবী তপতী সাহা গত ৪ ফেব্রুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। তিনি ১ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। তিনি রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির একনিষ্ঠ সেবিকা ছিলেন।

বিজ্ঞাপন চাই

জন্মশতবর্ষে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ— এই উপলক্ষে স্বস্তিকা আগামী ৭ মার্চ একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করতে চলেছে। উক্ত সংখ্যাটিতে আপনার প্রতিষ্ঠানের অথবা ব্যক্তিগতভাবে বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। বিশদ বিবরণের জন্য স্বস্তিকা দপ্তরে যোগাযোগ করুন—

২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬

ফোন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

হাওড়ার তাজপুরে প্রসাদ স্মৃতি ফুটবল প্রতিযোগিতা

গত ১২ জানুয়ারি শ্যামাপ্রসাদ ইনস্‌টিটিউট অব্ কালচারের উদ্যোগে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী পালিত হয়। সরস্বতী শিশুমন্দিরের ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক-অভিভাবিকা, আচার্য-আচার্যা-সহ সংস্থার সদস্যদের মিলিত শোভাযাত্রা প্রসাদ তীর্থ সভাগৃহে সমবেত হয়ে স্বামীজীর মূর্তিতে মাল্যার্পণ, স্বামীজীর জীবনী আলোচনা, দেশাত্মবোধক নৃত্য, গীত ও আবৃত্তির মাধ্যমে উদ্‌যাপিত করে।

স্বামী বিবেকানন্দই ছিলেন প্রসাদ চক্রবর্তীর জীবনের আদর্শ পুরুষ। তাই প্রসাদ স্মৃতি ফুটবল প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত খেলা বিগত ১৭ বৎসর যাবৎ আয়োজিত হয়ে আসছে। সেই প্রেক্ষিতে গত ১৭ জানুয়ারি চূড়ান্ত খেলা তাজপুর অ্যাথলেটিক মাঠে অনুষ্ঠিত হয় আমতা স্পোর্টিং ক্লাব ও খালনা কালীমাতা ক্লাবের মধ্যে। ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী হায়দার আজিজ সফি, বিধায়ক অসিত মিত্র, মোহনবাগান গোলরক্ষক দেবজিৎ মজুমদার, জেলা ক্রীড়া সচিব সুকান্ত পাল, নিখিল সামন্ত-সচিব, থানা ক্রীড়া সংস্থা ও কুশবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান হাসেম আলি খান প্রমুখ। বিভিন্ন বক্তা প্রসাদবাবুর জীবনী আলোচনায় বর্তমান প্রজন্মকে প্রসাদবাবুর আদর্শানুসারী হওয়ার আবেদন রাখেন। মাঠে বিবেকানন্দ ও বাউলবেশী জীবন্ত মডেল হাজার হাজার দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংস্থার চেয়ারম্যান শিশির ভট্টাচার্য।

দুর্গাপুরে সেবা সংস্থার বার্ষিক সম্মেলন

দুর্গাপুর নগর সেবা বিভাগের উদ্যোগে গত ২৪ জানুয়ারি স্থানীয় রবীন্দ্রভবনে সেবা সংস্থা বিবেকানন্দ বিকাশ পরিষদের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভায় স্বামী বিবেকানন্দের জীবনাদর্শ করেন রামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ। সংস্থার সেবাকাজের বিস্তারিত বিবরণ দেন সহ-সম্পাদিকা শ্রীমতী নীলা মণ্ডল। বিশেষ অতিথি বিশিষ্ট শিল্পপতি গৌরব উপাধ্যায় সংস্থার কাজের প্রশংসা করেন এবং এই মহান কাজে সবরকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইছাপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং বিশিষ্ট নাগরিক অতনু মুখার্জী। এছাড়া রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বিভাগ সঙ্ঘচালক ড. কমল ভট্টাচার্য। প্রস্তুতি পর্বে এক সপ্তাহ ব্যাপী বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগিতার যেমন, অঙ্কন, আবৃত্তি, ক্যুইজ ও সুভাষিত পাঠের আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন কেন্দ্রের ছাত্রছাত্রীরা সেদিন নৃত্য, সঙ্গীত ও নাটক পরিবেশন করে। অনুষ্ঠান শেষে সবাইকে পুরস্কার প্রদান ও শংসাপত্র প্রদান করা হয়। সংস্থার দ্বারা পরিচালিত কেন্দ্রের দাদাভাই ও দিদিভাইদের সম্বর্ধনা দেন সেইলের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার জ্যোতির্ময় রায়। অনুষ্ঠানের স্থানে একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। সম্মেলনস্থলে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী ও সেলাই কেন্দ্রের তৈরি জিনিসপত্র রাখা হয়। সমাজ সেবা ভারতীর সংগঠন সম্পাদক প্রদ্যুৎমল বসু উপস্থিত ছিলেন। ধন্যবাদ দেন সম্পাদক মলয় কালী।

ওয়ার্ল্ড ক্যান্সার ডে উদ্‌যাপিত হলো গত ৪ ফেব্রুয়ারি চেতলায় কল্যাণ আশ্রম ও সিনিয়র সিটিজেন অ্যাসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে। পরিচালনায় গ্লোবাল ক্যান্সার কনসার্ন ইণ্ডিয়া।

ভারতের পরম্পরাগত শরীরচর্চায় উৎসাহ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ঋষিরা বলতেন 'শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম সাধনম্'। অর্থাৎ জীবনে সফলতা লাভ করতে গেলে শরীর সুস্থ রাখতেই হবে। সেজন্য প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষে শরীর সুস্থ রাখার বিষয়ে খুব গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দিনচর্যার আবশ্যক অঙ্গ করা হয়েছে যোগ, আসন, সূর্যনমস্কার, প্রাণায়াম ইত্যাদিকে।

বর্তমান ভোগসর্বস্ব যুগে প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যকারী সুস্থ জীবনযাপনের কলা আমরা ভুলতে বসেছি। স্বর্গীয় নীলমণি দাস, বাবা রামদেব, কে এস আয়েঙ্গার, শ্রী রবিশঙ্করের মতো ঋষিরা ভারতীয় পরম্পরায় মানুষকে সুস্থ জীবনযাপনের পথের সন্ধান দিয়েছেন। সেই উদ্দেশ্যকে সফল করতে 'সুস্থ ভারত সমর্থ ভারত'-এর সঙ্কল্প নিয়ে এগিয়ে এসেছে 'ক্রীড়াভারতী'। যার মাধ্যমে প্রখ্যাত ক্রীড়াবিদরা স্বদেশী খেলাকে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে জনপ্রিয় করে তোলার প্রয়াস করছেন। বর্তমানে ক্রীড়া ভারতীর জাতীয় অধ্যক্ষ রূপে দায়িত্ব পালন করছেন প্রাক্তন ক্রিকেটার চেতন চৌহান। বাংলায় ক্রীড়াভারতীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত অলিম্পিয়ান রাইফেল শুটার ক্যাপ্টেন ভগীরথ সাসুই, বানীপুর ফিজিক্যাল এডুকেশন কলেজের প্রাক্তন প্রিন্সিপ্যাল তপন মোহন গাঙ্গুলী, ভারতীয় কবাডি দলের অধিনায়ক বিশ্বজিৎ পালিত প্রমুখ। এছাড়াও রয়েছেন বিশিষ্ট ক্রীড়া অনুরাগী, সমাজসেবক মধুময় নাথ ও বিভাস মজুমদার।

ইতিমধ্যে দেশের পাঁচশোর বেশি জেলায় ক্রীড়াভারতীর কাজ শুরু হয়েছে। পুরোদমে চলছে কবাডি, খো খো, মলখম্ব, দড়িটানাটানি প্রভৃতি খেলাকে জনপ্রিয় করার কাজ। গত ২৪, ২৫, ২৬ ডিসেম্বর ক্রীড়া ভারতীর জাতীয় অধিবেশন জয়পুরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। সারা দেশ থেকে সেখানে ১৪শোর বেশি খেলোয়াড় অংশ নিয়েছিলেন। যার মধ্যে পূর্ব ভারত থেকেই ছিল ১০০ জন।

অধিবেশন শুরু হয় ২৫ ডিসেম্বর সকাল ১০টায়। প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন রাজস্থান সরকারের ক্রীড়ামন্ত্রী। ক্রীড়া ভারতীর জাতীয় অধ্যক্ষ চেতন চৌহান জানান— ১৯৯২ সালে ক্রীড়া ভারতীর প্রতিষ্ঠা হয়ে, ২০০৯-সালের মধ্যে মাত্র সতের বছরে অখিল ভারতীর রূপ প্রাপ্ত হয়েছে এই সংগঠন। প্রকৃতপক্ষে জয়পুরের অধিবেশন তিনদিনের ক্রীড়া সমাগমে পরিণত হয়েছিল। পরম্পরাগত স্বদেশী খেলাকে পুনরুজ্জীবিত করার বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করা হয়। সূর্যনমস্কার ও যোগ কিভাবে দেশের প্রতিটি মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়া যায় তার যোজনা তৈরি হয়।

২৭ ডিসেম্বর জয়পুরের চৌগান স্টেডিয়ামে বিভিন্ন খেলা, যোগ, আসন ও কলকৌশলের প্রকাশ্য প্রদর্শন হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহসরকার্যবাহ ভাগাইয়াজী, অলিম্পিকে স্বর্ণপদক বিজেতা তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী রাজ্যবর্ধন সিং রাঠোর। দেশের নানা প্রান্ত থেকে আগত প্রতিনিধিরা তাঁদের কলাকৌশল দেখান। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিরা সঙ্গীতের তালে তালে যোগাসন প্রদর্শন করেন। মহারাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা মলখম্বের মনোমুগ্ধকর প্রদর্শন করেন। মুগুরের মতো আটফুট লম্বা খুঁটির ওপর শারীরিক ভারসাম্যের কসরত দেখিয়ে সবাইকে মুগ্ধ করে দেন। উত্তরাখণ্ডের মহিলা প্রতিনিধিরা মলখম্বের ওপর দড়ির সাহায্যে শারীরিক ভারসাম্যের খেলা দেখান। মণিপুরের পুরুষ ও মহিলা প্রতিনিধিরা থাংগতা (মার্শাল আর্ট)-এর কলাকৌশল দেখান। এছাড়া কবাডি ও দড়িটানাটানি খেলা রাজ্য ও অঞ্চল অনুসারে হয়।

ভাগাইয়াজী আশা প্রকশ করেন যে, ভারত এখন স্বাস্থ্যে পৃথিবীতে ৫১ স্থানে আছে। কিন্তু কাবাডি, খো খো, সূর্যনমস্কার ও যোগাসনের মাধ্যমে প্রথম স্থান লাভ করবেই।

শব্দরূপ-৭৭৮ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

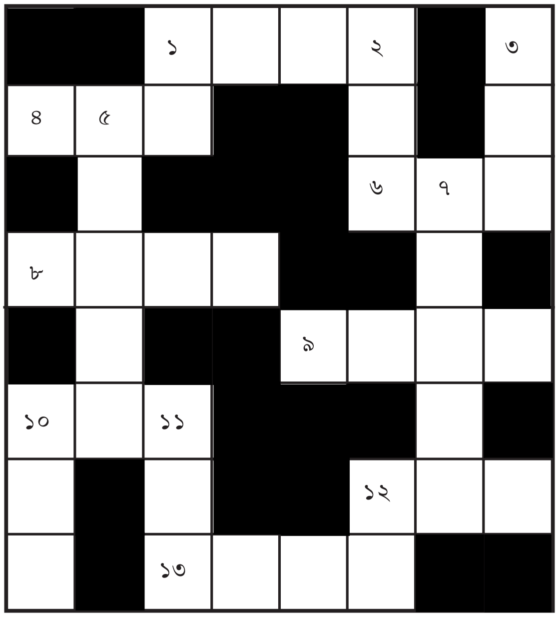

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. ‘চোরের মায়ের —’ (প্রবচন), **৪.** চর্বিতচর্বণ, রোমন্থন, **৬.** সমরেশ বসু-র বিতর্কিত উপন্যাস; গহ্বর, ছিদ্র, **৮.** গঙ্গাবতরণ দিন, জ্যৈষ্ঠ-শুক্ল-দশমী, **৯.** কৃষ্ণ কর্তৃক নিহত চেদি দেশের রাজা বিশেষ, **১০.** ফলবিশেষ, রাখাল-শসা, ইন্দ্ররারুণী, **১২.** দক্ষিণ ভারতের পর্বতমালা বিশেষ (প্রবাদ—দক্ষিণবায়ুর উৎপত্তিস্থল), **১৩.** একটি বিষধর সাপ; প্রথম দুয়ে চাঁদ।

উপর-নীচ : ১. ভূতের রাজা দিল—’; আশীর্বাদ, **২.** দাবিত্যাগ, **৩.** সহকারী গায়ক, যে ধুয়া ধরে, **৫.** বজ্রপাত নিবারণের জন্য সৌধচূড়ায় যে শিক বসানো হয়, **৭.** পুরোপুরি পাগল, **১০.** পবননন্দন, হনুমান, **১১.** মাদার ফল বা গাছ, **১২.** এর ওপর খাঁড়ার ঘা! (বাগ্‌ধারায়)

সমাধান
শব্দরূপ-৭৭৫
সঠিক উত্তরদাতা
সদানন্দ নন্দী
লাভপুর, বীরভূম

		বী	র	বা	হু		পু
হা	জা	র			ব		রি
	ত্য		ছ		হু	লি	য়া
	ভি	জি	ট			ঙ্গ	
	মা			উ	মে	শ	
কু	ন	কে		লু		রী	
দু		শ			তো	র	ণ
লী		ব	ড়	গ	লা		

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন ‘শব্দরূপ’।

 ৭৭৮ সংখ্যার সমাধান আগামী ৭ মার্চ ২০১৬ সংখ্যায়

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

 ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।

 যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু’দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।

 চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর ‘চিঠিপত্র’ কথাটি অবশ্যই লিখবেন। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর ‘শব্দরূপ’ লিখতে হবে।

 ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।

 পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃপ্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।

 গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু’টি বই পাঠাবেন।

 স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।

 লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

 রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

 লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

।। চিত্রকথা।। বিক্রমাদিত্য।। ১৬

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৮১০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

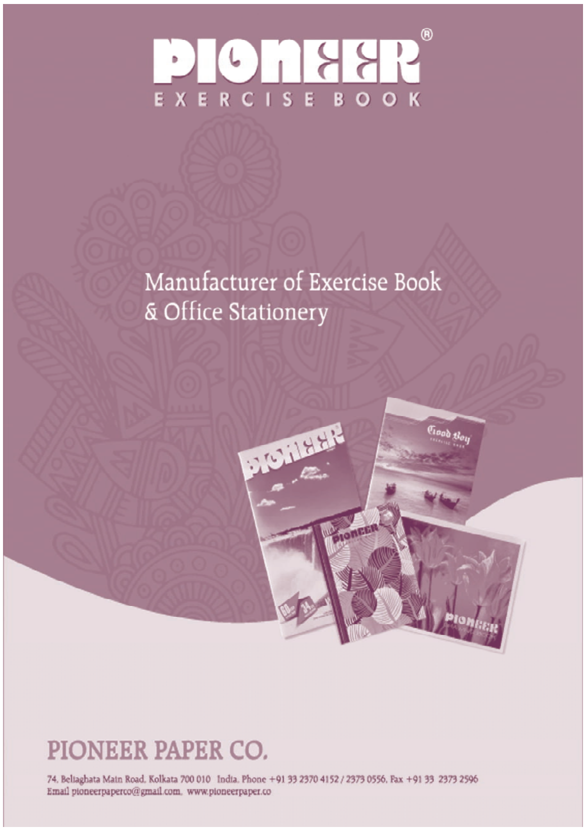

‘ প্রত্যেক যুগকে তার উত্তরকালের শিক্ষাপদ্ধতি নিরূপণের মহান দায়িত্ব বহন করতে হবে। শত শত তরুণের প্রয়োজন, যারা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে, উন্নত পদ্ধতিতে স্ত্রীজাতির মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করবে। সম্ভবত অধিকাংশ ছাত্রই ছুটির সময় স্বগৃহে বা স্বগ্রামে বৎসরে বারোটি ‘পাঠ’ দেবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে পারে। ছুটির সময় একাজ মোটেই কঠিন বা শ্রমসাধ্য হবে না অথচ এর দ্বারা কত কিছুই না করা যেতে পারে।’

— *ভগিনী নিবেদিতা*

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57
15 February - 2016 - Rs. 10.00

দাম : ১০.০০ টাকা